শ্রীগৌরীশ্বরাভ্যাং নমঃ ।

সঙ্গীত গৌরীশ্বর

অর্থাৎ হরপার্ব্বতীর বারাণসী বিহার

বর্ণনময় গ্রন্থ বিশেষঃ ।

সঙ্গীতচ্ছন্দে সংস্কৃত ও তদায়ার্থ পয়ারাদি নানাচ্ছন্দে

শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

বিরচিত হইয়া সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে

মুদ্রিত হইল ।

এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে

অন্বেষণ করিলে তিনি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ।

কলিকাতা ।

২ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭২।০

এই পুস্তকের মুল্য ৩।০ টাকা মাত্র ।

অথ সূচীপত্রং

অথ সূচীপত্রং	পৃষ্ঠা		পংক্তি

শ্রীশ্রীহরির্জয়তি।

প্রথমেতে বন্দিলাম শ্রীগুরুচরণ। যার কৃপা বিনা নহে সংসার তরণ॥ সংসার সাগর এই গম্ভীর অপার। ইহাতে ভরসা মাত্র গুরু কর্ণধার॥ ক্ষুদ্র কি মহৎ কর্ম্ম যেবা করে যাহা। গুরু কৃপা ভিন্ন পূর্ণ নাহি হয় তাহা॥ গুরুকৃপা বাঞ্ছার অধিক করে দান। কেবা বলে কল্পলতা তাহার সমান॥ কৃপাকর কৃপাময় করুণা সাগর। পূর্ণ কর মম মনো বাসনা সত্বর॥ গণপতি গণেশ জননী গঙ্গাধর। গোবিন্দ চরণে মম প্রণতি বিস্তর॥ বাণীরমা গঙ্গাগীতা করিয়া বন্দন। বন্দিব সপুত্র পত্নী সরেন্দ্র নন্দন॥ জয়দেব চরণ বন্দিব বার বার। সংস্কৃত সঙ্গীত পথ যাহতে প্রচার। শিব শিবা নিগূঢ় যে রস কেলিময়। ভাষায় রচিব গ্রন্থ মনেতে নিশ্চয়॥ নব্য কাব্য সুরস সংঙ্গীত গৌরীশ্বর। গীতছন্দে সংস্কৃত রচিলা গঙ্গাধর॥ গীত গোবিন্দের রসে নাহিক বিচ্ছেদ। রাধাকৃষ্ণ শিবা শিব নাম মাত্র ভেদ॥ হেন রসময় কাব্য করিলা রচন। পণ্ডিতের আমোদ নাবুঝে আর্য্য

রণ ।। অতএব তদর্থ ভাষায় ভাষাইয়া। রচিব রসাল কাব্য রস মিসাইয়া ।। সাধারণ সবার হইবে প্রীতি কর। পণ্ডিতেও নাহি করিবেন অনাদর ।। উপরি সংস্কৃত শ্লোক নীচে ভাষা পদ্য। যেযাহা দেখিবে সুখ পাইবেক সদ্য ।। পণ্ডিতের যদিহয় শব্দগত ভ্রম। টীকা তুল্য ভাষা পদ্য ঘুচাইবে শ্রম ।। অতএব নিন্দনীয় নহে এরচণ। গ্রন্থারম্ভে তবে মম নাহিক দূষণ ।।

গ্রন্থারম্ভে বহুবিঘ্ন নাশের কারণ। করিছেন গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ ।। আশীর্ব্বাদ নমস্কার কি বস্তু নির্দেশ। কাব্য অগ্রে এইরূপ আছয়ে আদেশ ।। এস্থলেতে এই বস্তু নির্দেশ ঘটন। নব্যকাব্যে অগ্রে দিব্য মঙ্গলাচরণ ।। চিদানন্দ ব্রহ্ম সম আনন্দ কানন। তাহাতে প্রফুল্ল নানা তরুলতাগণ ।। মন্দ মন্দ বহে তাতে মলয় পবন। তাহে গুঞ্জে মধুমত্ত মধুব্রতগণ ।। তার মধ্যে নিভৃত নিকুঞ্জ সুশোভন। তাহে গৌরীশঙ্করের রহস্য ক্রীড়ন ।। এই বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া নিরূপণ। রচিলা মঙ্গল শ্লোক শুন বিবরণ ।।

আধারাদি শিরোগতাম্বুজল সংসৎ কর্ণিকাসূজ্জলা ভাদ্ভূত পৃথক্‌তনূ বিহরতঃ সর্ব্বাসু যা বুঞ্জলৌ। নিত্যানন্দবনেশিবায় জগতা মেকাত্মনঃ স্বেচ্ছয়া গৌরীশঙ্করয়োর্দ্বিধা গতবতোঃ ক্রীড়া জয়ন্তীষ্টদাঃ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

পয়ার। গুপ্ত ব্যক্তরূপে দুইরূপ ক্রীড়া হয়। গুপ্ত

যোগি দৃশ্য ব্যক্ত ভক্ত সাধ্য হয় ।। ব্যক্তভাবে নিত্যধামে যুগল মিলন। গুপ্তভাবে শরীর মধ্যেতে বিহরণ ।। মূলাধার চক্রে চারিদল পদ্ম হয়। স্বাধিষ্ঠান চক্রে পদ্ম হয় দল ছয় ।। মণিপূর চক্রে পদ্মে হয় দল দশ। অনাহত চক্রে পদ্ম দলেতে দ্বাদশ ।। বিরাজে ষোড়ষদল বিশুদ্ধ চক্রেতে। আজ্ঞাখ্য চক্রেতে দুইদল কমলেতে। ব্রহ্মরন্ধ্রে কমল সহস্রদল গণি। সদা দীপ্ত উদিত সহস্র দিনমণি ।। এই সব পদ্মেতে কর্ণিকা সুশোভন। মূর্ত্তিভেদে তাহে শিবা শিবের মিলন ।। এক শিবা নানা মূর্ত্তি করেন ধারণ। এক শিব নানারূপে করেন ক্রীড়ন ।। অলৌকিক উজ্জ্বল রসের অবিষ্ঠান। রসময়ী রসময় নাহি জানে আন ।। মূলাধারে কুণ্ডলিনী স্বয়ম্ভু বেষ্টিতা। সার্দ্ধত্রি বলয়াকারা যোগেতে নিষ্টিতা ।। হরমুখ কুহরেতে ব্রহ্ম নাড়ী পথ। সেই পথে পূরান আপন মনোরথ ।। সহস্র দলেতে শিব সহিত বিহার। অপরূপ বহে তাতে সুধার সুধার ।। এই গুপ্তলীলা ব্যক্ত শুন অতঃপর। নিত্যধামে নিত্যভাব যাহা নিরন্তর ।। শিব শক্তি এক নহে বিভিন্ন শরীর। যে দেখে বিভিন্নভাব সেতো নহে ধীর ।। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি অভেদ যেমন। সে ভেদ করিতে পারে কে আছে এমন ।। শক্তি করি গোপন পুরুষ বলবান্। কখন পুরুষ গুপ্ত শক্তি যে প্রধান ।। উভয় প্রধান কভু আছয়ে বর্ণন। অতএব শিবা শিব ভিন্ন তনু নন ।। এই রূপ সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যাপ্ত চরাচর। অদ্যাপিও লোকে কহে অর্দ্ধ নারীশ্বর ।। অতিশয় প্রেমপরিপাকের বিকার।

মুখে নাহি কহা যায় অন্তরে প্রচার ।। ঐশ্বরিক এ ভাব অন্যের নাহি ঘটে। যদি ঘটে সেও তার তুল্যৰূপে রটে।। এক দেহে রসোদয় দেখিয়া দুর্ঘট। শিবা শিব দুইৰূপে কখন প্রকট ।। স্বতন্ত্র পুরুষে কেবা করিবে প্রেরণ। ইচ্ছাময়ী ইচ্ছাময় ভাবেন যেমন ।। আনন্দময়ের এই আনন্দ কাননে। নিজানন্দে ক্রীড়ন আনন্দময়ী সনে ।। সেই ক্রীড়া জগতের সুখের কারণ। জয়যুক্ত হউক সর্ব্বত্র অনুক্ষণ।। শ্রবণ মাত্রেতে যেই করে ইষ্ট দান। অন্য দেব ক্রীড়া কোথা ইহার সমান ।। ইন্দ্র আদি দেব দেহে যাহার বিহার। নাহি জানে ইন্দ্র আদি কেমন প্রকার ।। এ ক্রীড়ার তুলনা আছয়ে কোথা আর। ওরসে রসিক যেবা সেই জানে সার ।। ১ ।।

যদি শিবা শিব সংস্মরণে মনো যদিতয়ো র্বিহৃতি শ্রবণে মতিঃ। নবরসামৃত শীতলগীতিকাং শৃণুত ভো রসিকাঃ শিবসেবিকাং ।। ২ ।।

পয়ার। এইৰূপ করি কবি মঙ্গলাচরণ। পরে কহিছেন এ শাস্ত্রের প্রয়োজন ।। শুন২ সকল রসিক শ্রোতা গণ। হর গৌরী চরিত্র মধুর আলাপন ।। শিবা শিব স্মরণে যদ্যপি থাকে মন। কিম্বা যদি মতি হয় শুনিতে ক্রীড়ন ।। নবরস মধ্যেতে অমৃত যে শৃঙ্গার। আশু তাপ নিবর্ত্তক শীতল আকার ।। সেই রসযুক্ত শিবা শিব সেবাদাসী। [illegible] শুন হয়ে অভিলাসী ।। এই শ্লোকে অধিকারী [illegible] নিৰূপণ। কাহারো কেবল শিবা শিবের স্মরণ ।।

কারো এ অমৃতরসে সুভাবিত মন। যেবা সেই ভাবে ভাবে নাহি অন্য মন ॥ বাসনা ভেদেতে রতি নানাবিধ হয়। যারে যা লাগয়ে স্বাদু তাতে তাই রয় ॥ অতএব এই দুই অধিকারী সম। আপাতত বিচারে দেখায় তার ভ্রম ॥ এই শাস্ত্রে এই অধিকারী নিরূপণ। প্রয়োজন হর গৌরী লীলার শ্রবণ ॥ ২ ॥

অথ শ্রীগুরু বন্দনা।

মূলতান রাগেণ গীয়তে।

যদুদক মন্ডুতকর্ম্ম বিরচনং। দুরিতদহন মিতি শঙ্কর বচনং ॥১। বন্দে শ্রীগুরুদেব সুচরণং। কলিকলুষান্তকরং মন শরণং ॥ ধ্রুবপদ মিদং ॥ উদিত নবারুণবররুচি রাভং। নখর নিশাকর নিন্দন লাভং ॥ ২ ॥ সেবক হৃদয় তমঃ ক্ষয়করণং। জন্মজরামৃতি সংসৃতি হরণং ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মরন্ধ্র দশ শতদল কমলে। দ্বাদশ দল নলিনে স্থিত মমলে ॥ ৪ ॥ অশুভ বিনাশন কারণ নমনং। অমিত সুখার্ণব মজ্জন মননং ॥ ৫ ॥ অমৃত যশোহর মোহন মধুরং। হৃদয়কবাট গতার্গল ভিদুরং ॥ ৬ ॥ যদ্ভজনেন বিনা ভবনশনং। ন ভবতি পূর্ব্ব শুভাশুভ কষণং ॥ ৭ ॥ গঙ্গাধর কৃত গুরুপদ ভজনং। পরিপূরযত্তরসাশ্রয় রচনং ॥ ৮ ॥

পয়ার। বিনা শ্রীগুরুর পাদপদ্ম আরাধন। কেবা কোথা কিঞ্চিৎ কি করেছে সাধন ॥ অতএব দেবতায় গুরুতে অভেদ। যেই ভাবে তার কার্য্য সিদ্ধি কহে

বেদ ॥ কর্ম্মারম্ভে যেবা করে শ্রীগুরু বন্দন। অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি বিঘ্ন বিনাশন ॥ এই হেতু গ্রন্থারম্ভে শ্রীগুরু বন্দন। কহিছেন কবিকর সকলে শ্রবণ ॥ * ॥ বন্দিলাম শ্রীগুরু দেবের সুচরণ। কলিকলুষের যম জনের শরণ ॥ প্রাণি মাত্রে পাপ নাশ অতি প্রয়োজন। এতে অধিকারী অতএব সর্ব্বজন ॥ কি কব আশ্চর্য্য তায় শুনহ বিধান। পাদোদক পাপ নাশে পাবক সমান ॥ যদি বল এ তোমার অদ্ভুত রচন। তাহা নয় এইরূপ শঙ্কর বচন ॥১॥ উদিত নূতন ভানু অরুণ যে প্রভা। তাহা হতে শ্রেষ্ঠ যে চরণতল শোভা ॥ কি চারু চন্দ্রের শোভা কলঙ্কী যে জন। নখরে২ যার সর্ব্বদা নিন্দন ॥ ২ ॥ অতএব চন্দ্র সূর্য্য হৈতে সুপ্রকাশ। ভাবিলেই ভক্ত হৃদি অন্ধকার নাশ ॥ জন্ম জরা মৃত্যুযুক্ত এই যে সংসার। ক্ষণেক চিন্তিলে হয় সমূল সংহার ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে দশ শতদল পদ্মোপরে। প্রফুল্ল দ্বাদশ দল কমল বিহরে ॥ কমলে কমল তাতে কমল চরণ। না জানি কেমনে ইহা হইল ঘটন ॥ এই স্থানে নিত্য স্থিত শ্রীগুরু চরণ। শ্রীগুরু পাদুকা স্তোত্রে আছে বিবরণ ॥ ৪ ॥ অতএব ছাড়ি সবে বিষয় সেবন। গুরু পাদপদ্মে কর নমন মনন ॥ অশুভ বিনাশ করে যাহার নমন। অপার সুখসাগরে মজ্জন মনন। ৫ ॥ অমৃতের যশ যাহা জগৎ মাঝারে। আপন মাধুর্য্যে যেই হরিল তাহারে। এরূপ মাদক মধু নিত্য বিতরণ। শ্রীগুরু চরণ পদ্মে ভক্ত অলিগণ ॥ এমন যে পাদপদ্ম কোমল সুশীল। ভাঙ্গেন হৃদয় স্থিত কবা-

টের খিল ॥ ৬ ॥ যাহার ভজন বিনা ভবের নাশন। নাহি হয় পূর্ব্ব শুভাশুভের খণ্ডন ॥ ৭ ॥ গঙ্গাধর কৃত গুরু চরণ ভজন। পরিপূর্ণ করুন এ রসাল রচন ॥ ৮ ॥

পাপে যদ্দহনায়তে স্মৃতিমতাং খড়্গায়তে শ্রেয়সি সংসারার্ণব লঙ্ঘনেঽক্ষম ধিয়াং সন্তারণে নাব্যতে। হৃৎপদ্ম প্রতি বোধনে কমলিনী নাথায়তেঽত্যদ্ভুতং বন্দে শ্রীগুরুদেব পাদকমলং তৎসন্নতি প্রীতিদং ॥ ৩ ॥

পয়ার। এমন গুরুর সেই অদ্ভুত চরণ। ভক্তিভাবে তাঁরে আমি করিনু বন্দন ॥ যদি বল অদ্ভুত সে কেমন প্রকার। শুন সবে কহিতেছি তাহার প্রচার ॥ পাপে পাবকের প্রায় যার আচরণ। পুণ্যকাটে খড়্গরূপ করিয়া ধারণ ॥ পাপ পুণ্য দুই হয় জীবের বন্ধন। এ হেতু এ দুই নাশি করেন মোচন। চরণ কমল হয়ে এই ব্যবহার। কি অদ্ভুত দেখ সবে করিয়া বিচার ॥ সংসার সমুদ্র এই দুস্তর অথাই। ইহার লঙ্ঘনে যার কোন শক্তি নাই ॥ তাহার নিকটে তরি তুল্য সে চরণ। আশ্রয় মাত্রেতে হয় ভব সন্তরণ ॥ এ চরণ কমল হৃদয়ে করি বাস। হৃদয় কমল শীঘ্র করেন প্রকাশ ॥ কমল প্রকাশ হয় দেখিয়া তপন। কমলে কমল ফুটে এ আর কেমন ॥ আপনি কমল হয়ে সূর্য্য আচরণ। কি অদ্ভুত দেখ সবে শ্রীগুরু চরণ ॥ কিন্তু যে করয়ে তাঁর সর্ব্বদা চিন্তন। তার হয় অনায়াসে এ সব ঘটন ॥ অতএব কর সবে সে পদে প্রণতি। শ্রীগুরুর কৃপা তবে হবে শীঘ্র গতি ॥

অথ অষ্টমূর্ত্তি বন্দনা।

বেহাগ রাগেণ। বহসি শরীরি গণং নিজকর্ম্ম বিকল্পং। সহসে তৎকৃতকদন মনল্পং॥ শঙ্কর ধৃত পৃথিবীরূপ। জয় হর ভূতপতে॥১॥ প্রীণন মবনিতলে কুরুষে নিখিলানাং। দিনকর কিরণ তৃষাকুলিতানাং। শঙ্কর ধৃত বারি শরীর। জয় হর ভূতপতে॥২॥ বহসি সদৈবহুতং যজতাং সুখসেতু। নাকসদা মপিতর্পণ হেতু। শঙ্কর ধৃত পাবক রূপ। জয় হর ভূতপতে॥৩॥ ক্রীড়সিকায়গতো বিদধ দশ রূপং। বহিরপি কর্ম্মতনোষ্যনুরূপং। শঙ্করধৃত বায়ু শরীর। জয় হর ভূতপতে॥৪॥ জলধর সঙ্গমনে কুরুষে স্ববিকারং। স্বমতি বিনির্ম্মল মেকমুদারং। শঙ্কর ধৃত গগণ শরীর। জয় হর ভূতপতে॥৫॥ চিদপি বিচিন্তয়সে স্বমহো জড়কল্পং। বহুযজনার্জ্জিত লোকবিকল্পং। শঙ্কর ধৃত জীবশরীর। জয় হর ভূতপতে॥৬॥ তাপিত সুকলজনে স্বকরং বিতনোষি সহর্ষং। ত্রিভুবন তর্পণকৃদমৃতবর্ষং। শঙ্কর ধৃত সোমশরীর। জয় হর ভূতপতে॥৭ ঘটয়সি সর্ব্বজনং সতিকর্ম্মণিশুদ্ধং। সহজ বিশুদ্ধিকরৈরতিবুদ্ধং। শঙ্করধৃত ভাস্কররূপ। জয় হর ভূতপতে॥৮ শ্রীগঙ্গাধর ভণিতমিদং সকল শ্রুতিসারং। ভবতু সুখায় সতা মনুবারং। শঙ্কর বিধৃতাষ্ট শরীর। জয় হর ভূতপতে॥৯॥

অস্যার্থঃ।

এইরূপে বন্দিয়া শ্রীগুরুর চরণ। কহিছেন অষ্টমূর্ত্তি শিবের বন্দন॥ কর্ম্মভেদে ভিন্ন২ যত জীবগণ। সকলে

সর্ব্বদা তুমি করহ বহন ॥ কুক্ষুগত উপদ্রব করে কত জন। অনায়াসে তাহাও করহ সম্বরণ ॥ এরূপে পৃথিবী রূপ ধর হে শঙ্কর। জয়যুক্ত হও ভূতপতি তুমি হর ॥ ১ ॥ সূর্য্যকরে তৃষ্ণায় আকুল জীবগণ। জল হয়ে কর তার তৃষ্ণা নিবারণ ॥ তোমার আশ্চর্য্য লীলা আশ্চর্য্য প্রকাশ। সূর্য্য হয়ে তৃষ্ণা দেয় জল হয়ে নাশ ॥ এরূপেতে বারি রূপ ধরহে শঙ্কর। জয়যুক্ত হও ভূতপতি তুমি হর ॥ ২ ॥ সকল যাগেতে কর আহুতি বহন। যাগশীল জনের সে সুখের কারণ ॥ দেবতাগণের তৃপ্তি হেতু সেই হয়। তব দয়া তুমি সে জানহ দয়াময় ॥ এইরূপে অগ্নি রূপ ধর হে শঙ্কর। জয়যুক্ত হও ভূতপতি তুমি হর ॥ ৩ ॥ প্রাণাপান সমান উদান ব্যান কয়। নাগ কূর্ম্ম দেব দত্ত আর ধনঞ্জয় ॥ কৃকর এরূপে খেল দেহে দশরূপে। বাহিরেও কর্ম্ম কর তার অনুরূপে ॥ এবিধানে বায়ুরূপ ধর হে শঙ্কর ॥ জয়যুক্ত হও ভূতপতি তুমি হর ॥ ৪ ॥ ভুবন ব্যাপকমূর্ত্তি নির্ম্মল মহৎ। এমন দ্বিতীয় নাই আছয়ে যাবৎ ॥ তথাপি মেঘের যোগে হও সবিকার। তোমার লীলার রস তোমায় প্রচার ॥ এরূপে গগণমূর্ত্তি ধর হে শঙ্কর। জয় যুক্ত হও ভূতপতি তুমি হর ॥ ৫ ॥ আপনায় দেখ তুমি যেন জড় প্রায়। তুমি শুদ্ধ চৈতন্য তাহাতে নাহি দায় ॥ ইহলোকে কর যজ্ঞ স্বর্গ করি মন। সুখ হেতু নানা লোকে করহ গমন ॥ সকল আশ্চর্য্য রূপ তুমি কর যেই। এ ভাবের ভাবিয়ে বা ভাব বুঝে সেই ॥ এইরূপে জীব রূপ ধর হে শঙ্কর। জয়যুক্ত হও ভূতপতি তুমি হর ॥ ৬ ॥

দিবসে সকল জন থাকয়ে তাপিত। রাত্রিকালে সে সবারে কর আপ্যায়িত॥ তোমার উদয়ে সবে হয় হর্ষমন। অমৃত বর্ষণে তৃপ্তি কর ত্রিভুবন॥ এইরূপে সোমমূর্ত্তি ধর হে শঙ্কর। জয়যুক্ত হও ভূতপতি তুমি হর॥ ৭॥ রাত্রিকালে কেহ নহে কর্ম্মে অধিকারী। তুমি শুদ্ধ কর সবে শঙ্কর সঞ্চারী॥ ঘটনা করাও স্ব স্ব কার্য্যে সর্ব্ব জন। করিয়া অজ্ঞান রূপ নিদ্রার ভঞ্জন॥ এরূপেতে সূর্য্যমূর্ত্তি ধর হে শঙ্কর। জয়যুক্ত হও ভূতপতি তুমি হর॥৮॥ গঙ্গাধর কৃত এই সর্ব্বশ্রুতি সার। সাধুর সুখের হেতু হবে অনিবার॥ এই অষ্টমূর্ত্তি রূপ ধর হে শঙ্কর। জয়যুক্ত হও ভূতপতি তুমি হর॥ ৯॥

লোকান্ধারয়তে তৃষাং সময়তে দাতুংহুতং বিভ্রতে শ্বাসাদীন্নয়তে স্বরূপ বহুতাং সংতন্বতে জাড্যতাং। আত্মন্যাদধতে মুদংপ্রাদদতে শুদ্ধং জনংকুর্ব্বতে হ্যষ্টাভিস্তনুভির্জ্জগৎ সুখয়তে তুভ্যং নমঃ সম্ভবে॥ ৪॥

পয়ার। ক্ষিতিরূপে কর সর্ব্বলোকের ধারণ। জল রূপে কর তুমি তৃষ্ণার সমন॥ অগ্নিরূপে আহুতির করহ গ্রহণ। বায়ুরূপে প্রাণকার্য্য অদ্ভুত কথন॥ গগনমূর্ত্তিতে একরূপে নানারূপ। জীবরূপে চৈতন্যের জড়ের স্বরূপ॥ চন্দ্ররূপে হর্ষ দেয় সবচরাচরে। সূর্য্যরূপে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ সবারে॥ ধরি এই অষ্টমূর্ত্তি সর্ব্ব মনস্কাম। পূরান যে শম্ভু তাঁর চরণে প্রণাম॥ ৪॥

অথ কৈলাস বর্ণনা।

মন্দপ্রচার মলয়ানিল বাহন্নাতি সৌরভ্যযুক্ত কুসুম প্রচয় প্রপাতে। কৈলাস সানুনিসিতে বররত্ন ভাম্বৎ সমন্দিরে বিজয়তে শিবয়া গিরীশঃ ।। ৫ ।।

পয়ারং। এইরূপে বন্দনা করিয়া সমাপন। করিছেন কবি নিজ গ্রন্থ আরম্ভন।। হর গৌরী বারাণসী নিকুঞ্জ ক্রীড়ন। এই গ্রন্থ মধ্যে এই প্রধান বর্ণন।। তাহার বর্ণনা করিবারের কারণ। প্রথমেতে করিছেন কৌলাস বর্ণন।। বিবা সে আশ্চর্য্য অতি কৈলাস শিখর। যাতে বিহরেন সদা শঙ্করী শঙ্কর ।। যাতে মন্দং সদা বহিয়া পবন। সুগন্ধি কুসুম বহু করিয়া বহন ।। সংজায়ে কুসুমশয্যা রাখিয়াছে যায়। এমন কৈলাস সুপ্রকাশ শুভ্রতায় ।। তাহাতে উত্তম রত্নে যাহার নির্ম্মাণ। এমন উত্তম গৃহ সদা দীপ্তিমান।। তাহাতে বিজয়ী গৌরী সহ মহেশ্বর। ভক্ত মনো বাসনা পূরাতে নিরন্তর ।। ৫ ।।

বসন্ত রাগেণগীয়তে।

নিরবধি কুসুম সময় সময়াধিক কুসুম বিকাশ সুবাসে। মিলদিন্দিন্দির সুন্দর কুসুমিত বিটপি বিটপনট বাসে।।১ পশুপতিরিহ বিহরতি কৈলাসে। গিরিভবয়া নিজবল্লভয়া সম মমিত সুভাব বিলাসে ।। ধ্রু ।। সুরতটিনী জলকণ বহুনামর তরুদরকম্পন বাতে। নৃত্যদচঞ্চল চারুশিখা-বল বহু বিতান বিভাতে ।।২।। কৃতমজ্জন সুরলল নাস্তন পরিগত নবকুঙ্কুমভাগং। যত্রবিহীন তৃষোহপিজলং প্রপি-

বস্তি সদাস্তুতরাগং ।। ৩ ।। পয়সি মহোৎপল মমুগত মধুকর মনিলকলাতিবিলোলে । নৃত্যতি গায়তি শিবগুণ প্রসিব পিঙ্গপরাগ নিচোলে ।। ৪ ।। শ্রীতরু কুসুম সুগন্ধি মধূৎকট লম্পট ষট্‌পদপুঞ্জে । রুদ্রাক্ষামলকাবলি বেষ্টিত মাধবিকাকৃতকুঞ্জে ।। ৫ ।। মালতিকা লতিকা পরি রঞ্জিত মুকুলবিচিত্রিত চূতে । হরহর সংহর তাপমিতীরিত ভৈবর সংরব পূতে ।। ৬ ।। শিব সেবন পর পরিণত কন্দর বিবিধ বিবুধবুধবাসে । শঙ্কর শঙ্কর চরণ সরোরুহ সেবন বিমুখ হতাশে ।। ৭ ।। শ্রীগঙ্গাধর ভণিতমিদং স্মরবৈরি নিবাস বিকাশং । জগদনুরঞ্জন মনুসীলয় জন গিরিজা গিরিশ বিলাসং ।। ৮ ।।

পয়ার । নিরবধি বসন্ত যাহাতে অধিষ্ঠান । প্রফুল্ল কুসুম তাতে বিবিধ বিধান ।। তাহার সুগন্ধে আমোদিত সর্ব্বক্ষণ । কিবা সে সুখের স্থান না যায় বর্ণন ।। সুপুষ্পিত পল্লবিত তরুগণ যত । তাতে মিলি গুঞ্জে অলি মধুপানে রত ।। বায়ুতে করিছে তার মন্দ আন্দোলন । নৃত্য গান করিতেছে যেন নটগণ ।। ১ ।। নীরসে বহু দিন যদি কার যায় । তবু নিত্য নবরস উদিত তথায় ।। সে রসের তুলনা কোথায় অন্য স্থানে । যে রসে অঙ্গনা বশ হর হারিমানে ।। এরূপ কৈলাসে সদা বিহরেন হর । আপন বল্লভা গিরি ভবা সহচর ।। ধ্রু ।। শীতল সুগন্ধি মন্দ ত্রিবিধ পবন । যেরূপে বহিছে তথা করহ শ্রবণ ।। গঙ্গার জলের কণা করিয়া বহন । মন্দ২ দোলাইছে দেবতরু গণ ।। নৃত্য করে অচঞ্চল সুন্দর ময়ূর । তার

পুচ্ছ বিস্তারেতে শোভিত প্রচুর ।। ২ ।। কতশত অপূর্ব্ব আছয়ে জলাশয়। অমর রমণী যাতে স্নানে মত্তা হয় ।। তাহাদের স্তনে নব কুঙ্কুম লেপন। স্নানযোগে জলে তাহা হতেছে ক্ষালন ।। তাহাতে অদ্ভুতরাগ সুগন্ধি সে জল। না হলেও তৃষ্ণা পান করয়ে সকল ।। ৩ ।। নানাবর্ণে নানা জাতি পদ্ম তায় ফুটে। মধুলোভে মত্ত কত শত অলি ছুটে ।। পবনে সাধিছে বাদ বসিতে না পায়। গুণ গুণ শব্দ করে চতুর্দ্দিগে তায় ।। মনে হয় বুঝে শিব সম্প্রীতি কারণ। নৃত্য শিব গুণ গান হয় সর্ব্বক্ষণ ।। পদ্মের অরুণ রেণু জলের উপর। মখমলে আচ্ছাদিত যেন নাট্য ঘর ।। ৪ ।। তার মধ্যে উপবন অতি সুশোভন। যাহাতে পুষ্পিত বহু বিল্লতরুগণ ।। তাহার সুগন্ধি মধু মত্ত অলিগণ। অধৈর্য্য হইয়া মধু পীয়ে অনুক্ষণ ।। মধ্যে২ অমলকী রুদ্রাক্ষের বন। মাধবীলতার কুঞ্জ তাতে সুশোভন ।। ৫ ।। মুকুলে বিচিত্র আম্রতরু সুশোভিত। মালতীলতায় তায় আছয়ে বেষ্টিত ।। অচেতন তরুলতা কামরসে বশ। সচেতনে তথায় না জানি কত রস ।। এরূপ শৃঙ্গাররস তাতে উদ্দীপন। ভক্তিরস কত তায় শুন বিবরণ ।। হর২ সংহর সন্তাপ এই রব। চারিদিগে করিছে ভৈরবগণ সব ।। ৬ ।। তথায় আসিয়া যত দেব ঋষিগণ। নম্র হয়ে করিছেন শিবের সেবন ।। মহেশের সুমঙ্গল চরণ কমল। সেবন বিমুখ তথা নাহি পায় স্থল ।। ভক্তের নিবাস স্থান জানিহ কৈলাস। ভক্তিহীন জনে তথা নাহি পায় বাস ।। ৭ ।। এইরূপ অপরূপ শিলের

কৈলাস। গীতচ্ছন্দে গঙ্গাধর করিলা প্রকাশ ।। গিরি-সুতা গিরিশের যাহাতে বিলাস । আস্বাদন কর জন ঘুচিবে হুতাশ ।। ৮ ।। এইরূপ কৈলাসের করিয়া বর্ণন । হর পার্ব্বতীর পরে কাশীতে গমন ।। কেমনে হইল তার শুনহ ঘটন । শুনিলে সকলে হবে আনন্দে মগন ।। বাহ্য বাস কৈলাস প্রকাশরূপ বাস । বারাণসী গুপ্তধাম সদা চিৎপ্রকাশ ।। অতএব কাশীবাস সদা অন্তরঙ্গ । কৈলাস নিবাস তাঁর হয় বহিরঙ্গ ।। অন্তরঙ্গ হৈতে বহি-রঙ্গ বড় নন । এ হেতু কৈলাস ছাড়ি কাশীতে গমন ।।

তথাশ্রীকৈলাসে সহজ স্মবিকাশেহমিতরসে গিরীশে সৎসম্মন্যামিত সুখসেব্যে বিহরতঃ। সুখং দেব্যা সার্দ্ধং সম সুগতয়া নন্যগতয়া শিবস্যা ভূৎকাশী সকল সুখরাশি র্ম্মনসি সা ।। ২ ।। তদালোকোদ্ভূতাদ্ভুত সুখসমূহাব্ধি-লহরী সমাসক্ত্যব্যক্তোত্থিত নিজ সুভাবাঙ্কিতবপুঃ। ভবানীংতাংভব্যাং সততগত নব্যাং মৃদুতয়া জগাদেশঃ কিঞ্চিদ্রহসি মণিপর্য্যঙ্ক নিলয়ঃ ।। ৩ ।। ভবানি মদ্ভাব বিশেষ ভাবিতা ভবপ্রবাহান্তকরী ভবপ্রিয়া । প্রকাশিকা সর্ব্বসুখস্য কাশিকা পুরী বরীবর্ত্তি নকিং বরীয়সাং ।। ৪ ।।

লঘুত্রিপদী। এরূপ কৈলাস, সহজ প্রকাশ, অগণিত রস যাতে । পর্ব্বত মধ্যেতে, শ্রেষ্ঠ সকলেতে, কি দিব তুলনা তাতে ।। সুখের সে বন, যাতে সর্ব্বক্ষণ, মণির মন্দির তায় । শিবা সহ বাস, সেই কৃত্তিবাস, সদা বিহরেন যায় ।। সমরস ভাব, নাহি অন্য ভাব, হেনকালে সুখ

রাশি। শিব মনে আসি, উঠিলা সুহাসী, রূপসী জিনিয়া কাশী ॥ ২ ॥ মনে আলোচন, হইয়া তখন, উথলে সুখ জলধি। তাহার লহরী, সঙ্গে সহচরী, কি আর নাহি অবধি ॥ অন্তরেতে বাস, ছিল অপ্রকাশ, পরেতে প্রকাশ হয়। সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিল, পুলকে পূরিল, সেই ভাব রসময় ॥ এইরূপ ঘটে, ভবানী নিকটে, অতি নির্জ্জনেতে তায়। মণিপর্য্যঙ্কেতে, বসি রহস্যেতে, কি করি ভাবি উপায় ॥ অতি ধীরে২, কন ভবানীরে, মনের যে অভিলাস। প্রকাশের নয়, প্রকাশিতে হয়, যাতে না রহে প্রকাশ ॥ ৩ কহিছেন বাণী, শুন হে ভবানী, আমার মনের কথা। কৈতে শঙ্কা হয়, মনে করি ভয়, পাছে তুমি পাও ব্যথা ॥ আমারে যেমন, দেখিতে তেমন, সেই বারাণসী পুরী। সর্ব্ব সুখধাম, মুক্তিকরী নাম, এ কথা নহে চাতুরী ॥ ভবনাশ ক্রিয়া, কিন্তু ভবপ্রিয়া, দেখ কি আশ্চর্য্য সেই। ব্রহ্মাণ্ডের মাজে, যত কিছু সাজে, সকলের শ্রেষ্ঠা এই ॥ কাশী ভবপ্রিয়া, শুনিয়া বিক্রিয়া, মনেতে ভেবোনা সতী। গৌরী পীঠরূপ, তোমার স্বরূপ, তাহে নাহি অন্যমতি ॥ ৪ এই কথা সুখে, মহেশের মুখে, না মানে বারণ আর। মনে যাহা ছিলা, কহিতে লাগিলা, কাশীর মহিমা সার ॥ ভাবি গঙ্গাধর, দ্বিজ গঙ্গাধর, রচিলা সংস্কৃত গান। স্বয়ং বিরচিত, তার ভাষাগীত, রসিক রস নিধান ॥ ৫ ॥

অথ কাশী বর্ণন।

বাহার বসন্তরাগেণগীয়তে।

ক্রম্যাস্তি নয়েষাং ক্ষণমপি তেষাং গতিরিতি লীলা ॥ ১ ॥ সুন্দরি সা মম সুখদা কাশী। বিহরতি মম মনসীয় অনারত মস্কৃত সুকৃত সুখদাসী ॥ ধ্রু ॥ ভূসংস্থিতিরপি অভুবিগতা জনমুক্তিকরী ভুবিবদ্ধা। লিঙ্গময়ী জন লিঙ্গ তনূ নশনে সহসা সুবিদদ্ধা ॥ ২ ॥ প্রলয় প্রয়োধি প্লাবনে সমশূল সমাশ্রয়ণীয়া। পঙ্কজদলগত জলসমভূতল সঙ্গসদা রমণীয়া ॥ ৩ ॥ কৃতকলুষা অপিমরণ মিতা যদি-যান্তি পরম্পদ মত্র। করধৃত দণ্ড লুলাপ কৃতাসন সমন-ভয়ং কিমুতত্র ॥ ৪ ॥ যত্রবরং শ্বপচালয়বীথিষু ভৈক্ষ-চরণ মনুবারং। নপুনরমরবরনগর বধূজন বীজন মতি সুখসারং ॥ ৫ ॥ যাসততং সুখবৃদ্ধিকরী বসতামিহতৎ কিমুচিত্রং। মৃতিরপি যত্রনভীতিকরী সংসৃতি হরণীতি বিচিত্রং ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মসুখাকর বনমিদ মদ্ভুত মত্র জনা নহি যান্তি। হরিহরি হা বিষয়েহতি বিষে সুখদর্শনতোহতিরমন্তি ॥ ৭ ॥ শ্রীগঙ্গাধর বচনমিদং সুখদং শুভদং শ্রুতি সারং। অনুশয়িনা মতিশান্তিকরং বিতনোত্ত শুভং বহু বারং ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

পয়ার ॥ শুন২ সুন্দরি সুখদা সেই কাশী। আমার মনেতে সদা বিহরিছে আসি। কি কব কাশীর গুণ অদ্ভুত বিধান। পুণ্যহীনে মুক্তিসুখ যেই করে দান ॥ ধ্রু ॥ কলি কৃত পাপ ভয়ে সদা কম্পবান। কোন স্থানে ভ্রমি লোক নাহি পায় ত্রাণ ॥ যার অন্য গতি নাই তার কাশী গতি। শমনে অভয়দান পায় শীঘ্রগতি ॥ একরূপ অদ্ভুত কাশী

অপরূপ লীলা। কি কব আশ্চর্য্য এই বারাণসী লীলা।। ১
অপর আশ্চর্য্য শুন শুন শৈলসুতা। ভূমিতে থাকিয়া
কাশী নহে ভূমিযুতা।। চৈতন্যে দেখায় যেন জড় সঙ্গে
বন্ধ। কিন্তু চৈতন্যেতে নাই জড়ের সম্বন্ধ।। তথা ভূমি
বাঁধা কাশী মুক্তি বিধায়িনী। লিঙ্গময়ী হয়ে লিঙ্গ শরীর
নাশিনী।। ২।। প্রলয়ে সমুদ্র সব উথলে যখন। আমার
ত্রিশূলে কাশী থাকেন তখন।। অতএব প্রলয়ে কাশীর
নহে নাশ। নিত্যধাম এই কাশী জানিহ প্রকাশ।।
অনিত্যে নিত্যের যোগ হইল কেমনে। পঙ্কজদলেতে
জল থাকয়ে যেমনে।। ৩।। মহাপাপী যদি মরে এ কাশী
ভবনে। ব্রহ্মপদ অনায়াসে যায় সেইক্ষণে।। মহিষ বাহন
হাতে দণ্ড যে শমন। তার ভয় কাশী মাঝে নাহিক
কখন।। ৪।। বেড়ায়ে চণ্ডালপাড়া ভিক্ষা মাত্র সার।
কাশী মধ্যে তাও জান অশেষ সুসার।। ইন্দ্রের ভবনে
যত দেবকন্যাগণ। তারা যদি করে শ্বেত চামর ব্যজন।।
কাশী ছেড়ে তাও কদাচিৎ ভাল নয়। কাশী সুখ হতে
সে কি সুখ অতিশয়।। ৫।। যে জন সতত করে কাশী
মাঝে বাস। তাহার করেন কাশী সুখের প্রকাশ।।
এনহে বিচিত্র তার শুন বিবরণ। ভয় নাহি হয় তথা
ঘটিলে মরণ।। মরণ মঙ্গল তথা জীবন মঙ্গল।। এমন
কোথায় পাবে উভয় কুশল। জীবনে সেবন সুখ মর
ণেতে মুক্তি। ইহাতে সন্দেহ নাই আমার এউক্তি।। ৬।।
ব্রহ্মানন্দ সুখের আকর এই বন। এখানে না থাকে
জন ইকি বিড়ম্বন।। হরি২ বিষয় বিষের আস্বাদন। তবু

বঙ্গে এতো বড় সুখের দর্শন ॥ রময়ে সংসারে এইরূপে জীবগণ। নাহি সেবে কেন হেন আনন্দ কানন ॥ ৭ ॥ মিছে কেন কর সবে বিষয় চিন্তন। চিন্তাকর সদা গঙ্গা ধরের বচন ॥ শুভদ সুখদ ইহা সর্ব্ব শ্রুতি সার। বিস্তার করুন জীবে শুভ বহুবার ॥ ৮ ॥

অতঃ কিয়ৎকাল মিমং বিহায়ত্বাং ধ্রুবং গমিষ্যামি বিহর্ত্তু মেকয়া। ত্বং যদি সহেচ্ছাস্তি তবেদৃশীতিচেৎ সুখং ভবেত্তুমহদুত্তরোত্তরং ॥ ৫ ॥ আনন্দকানন গতো বিহরামি বানে কালেত্র পুষ্প সময়ে কুসুম প্রচারে। গুঞ্জ মধুব্রতগণেহতি মদাঙ্কলোলে কাকামিনী পতিরতা সুখদা ভবেন্ন ॥

পয়ার। এই হেতু কিছুকাল ছাড়িয়া কৈলাস। মনেতে করেছি কাশী মধ্যে করি বাস। সে কেবল আমা হতে না হয় ঘটন। তুমি মূলাধার সর্ব্ব কার্য্যের সাধন ॥ অতএব তোমা সহ করিয়া গমন। করিব তথায় ক্রীড়া করেছি মনন ॥ ইচ্ছাময়ী তোমার যদ্যপি ইচ্ছা হয়। উত্তর২ সুখ বাড়িবে নিশ্চয় ॥ ৫ ॥ অপর হয়েছে এতে আশ্চর্য্য ঘটন। দেখ এই বসন্তকালের আগমন ॥ বিকশিত নানা জাতি তরুলতা গণ। মধু পানে মত্ত অলি গুঞ্জে অনুক্ষণ ॥ আনন্দ সময় তাতে আনন্দ কানন। আনন্দময়ীর সহ আনন্দে মিলন ॥ আনন্দে হইবে ক্রীড়া করেছি মনন ॥ ইচ্ছাময়ী তব ইচ্ছা হইবে যেমন ॥ কাম

রসে রসিকা অথচ পতিব্রতা। এমন কালেতে হয় সুখ কল্পলতা ॥ ৬ ॥

ইতিবচঃ সমুদীর্য্য মহেশ্বরো হিমগিরিপ্রান্তবাৎ গমনোৎসুকোঽভূৎ। শুক্ল গগনে সত্বরঃ গগনেচরঃসুরবরঃ স্বকরেণ বিধৃত্য ভার্য্যাং। তদা জগামদেবীঙ্গিতবিৎ সখীগণো নিজেশ্বরী সেবন মাত্র সাধনঃ। যদীয় চাতুর্য্য বিনাকৃতঃ ক্ষণং নসেব্য সম্ভোগরসো বিবর্দ্ধতে ॥ ৮ ॥

পয়ার। এই বাক্য কহিলা যখন মহেশ্বর। গমনে উৎসুক হৈল দেবীর অন্তর। বুঝিয়া তাঁহার হস্তে হস্ত সমর্পিয়া। সত্বরে চলিলা শিব শূন্য পথ দিয়া। গমনে এমন ত্বরা না লয় বাহন। বৃষের না হয় যদি ঝটিতি গমন ॥ ৭ ॥ দেবীর ইঙ্গিত পরে বুঝি সখীগণ। পশ্চাৎ চলিল তারা আনন্দিত মন। ঈশ্বরী সেবন মাত্র যাদের সাধন। কখন করে না কারো কিছু আরাধন। তারা সব সর্ব্বদা চতুর শিরোমণি। রসশাস্ত্র বিচারে যে সবে অগ্রে গণি ॥ সুনায়ক সুনায়িকা উভয়ে মিলন। তাতে বহুবিধ হয় রস উদ্ভাবন। ক্রমেতে সে রসলতা কল্পলতা প্রায়। কত দূর বাড়ে তাতে সীমা নাহি পায়। সখীর চাতুরী জল সেক যদি পায়। তবে বাড়ে নতুবা শুকায়ে শীঘ্র যায় ॥ সর্পের সদৃশ হয় প্রেমের গমন। স্বভাব কুটিল এই শাস্ত্রের লিখন ॥ অতএব সকারণ কিম্বা অকারণ। যুবতী যুবকে হয় মান উত্থাপন ॥ সখীর চাতুরী বিনা উভয়ের মান। কে ভাঙ্গিবে কেবা তার করয়ে সন্ধান ॥ এই হেতু

সখী বিনা রসের পোষণ। থাকুক দূরেতে হয় রসের শোষণ ॥ তাই সখীগণে দেবী করিয়া ইঙ্গিত ; চতুরা চলিল চন্দ্রচূড়ের সহিত ॥ সখীগণ পাছু২ করিলা গমন। আনন্দে চলিলা সবে আনন্দ কানন ॥ ৮ ॥

ততঃশ্রীমৎকাশীং ধুতকলুষরাশিং পরিগলন্তিক্তা নন্দাকারাং শরদমৃতধারাং প্রসমতাং। নিরীক্ষ্য স্বাং কান্তাং স্বসুখ ভবনাস্থাং মৃদুতয়া জগাদেশঃ কিঞ্চিন্নিজ মহিম বীর্য্যং নিরুপমং ॥ ৯ ॥ শৃণুস্বল্পরহস্যং পার্ব্বতি প্রাণকান্তে নখলুনখলু কস্মৈচিৎ প্রকাশ্যং সুগোপ্যং। ইদম তিশয় চিত্রংকাশিকা ক্ষেত্রমস্মিন শশাঙ্ক সমকয়ুক্তা স্নেহপি নিব্বাণ ভাজঃ ॥ ১০ ॥

পয়ার। সেই কাশীপুরী অতি দেখিতে সুন্দরী। যথা শ্রবে সদা মুক্তি সুখের লহরী ॥ সাক্ষাৎ সে ব্রহ্মানন্দ মূর্ত্তিমতী কাশী। নাম মাত্রে পাপিনাশয়ে পাপ রাশি ॥ এইরূপ দেখি কাশী সেই শূলপাণি। পঞ্চমুখে কিঞ্চিৎ সঞ্চরে নাহি বাণী ॥ আপন সুখের গৃহ গৃহিণী ভবানী। তারে কহিছেন কিছু মৃদুমন্দ বাণী ॥ আপনার নিরূপম মহিমা প্রকাশ। কাত্যায়নী নিকটে কহিলা কৃত্তিবাস ॥ ৯ ॥ শুন২ প্রাণকান্তে শুন হে পার্ব্বতি। কাশীর আশ্চর্য্য ভাব অদ্ভুত এ অতি ॥ সদা গুপ্ত ব্যক্ত নহে বক্তব্য এ কথা। দেখো যেন প্রকাশ না করিহ সর্ব্বথা ॥ কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য কাশীর মহিমা। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে কোথা নাহি যার সীমা ॥ অনেক জন্মের

বহু ঘটিলে সাধন। যদি তত্ত্বজ্ঞান ঘটে জীবের কখন॥ গুরুর কৃপায় তাহা সুপক্ব হইলে। তবে মুক্তিসুখ জীবে কত কষ্টে মিলে॥ আমার কাশীর গুণ কর অবধান। মশকে মসকে পায় যাহাতে নির্ব্বাণ॥ এখানে নাহিক সাধু সঙ্গ ভক্তিজ্ঞান। সেই পায় মুক্তি যেই করে দেহ দান॥ কিবা জাতি কি আশ্রম নাহিক গণন। কেবল অপেক্ষা মাত্র এখানে মরণ॥ মরিলেই মুক্তি হেথা মরি সেই মুক্তি। এটা সেটা চিন্তে কেটা করে তার যুক্তি॥১০

ভৈরবী রাগেণ গীয়তে।

অবিরত মলপাত্রি পূরিতয়া স্বান্ত বাঞ্ছিত নির্ম্মল রূপং। পরিণতি বিলসিত বিরসতয়া নিরবধি মম দুঃখরস ভূপং॥ ১॥ সুখদে কিমপর মধিক কুশোভং যদি লভতে কুমত মনয়া কলুষিত তন্যা কুণ বিমহা লোভং॥ ধ্রু॥ বহু বিধ বৃজিন বিলোকনয়া জিত সংসৃতি চক্র বিলোকং। বাঞ্ছিত বিষয় সুখাশনয়া জিত নিজসুখ কমলজলোকং॥ ২॥ বর্দ্ধন পোষণ শোষণয়া প্রতি দিবস সমান বিধানং। মরণ জনিত ভয় ভাবিতয়া সকলান্তক বিজয় বিধানং॥ ৩॥ ভশক শৃগাল বৃকাশনয়া পবিনাম বিশেষ বিহীনং। বিকৃতি বিশেষ বিনির্ম্মিতয়া পরিশুদ্ধ সুবোধ মর্দ্দনং॥ ৪॥ নব শুষিরৈর্ম্মলবাহিকয়া পরিপূরিত সুখগত রোকং। নিরবধি বহুবিধ শোচনয়া স্থির শান্তিরসাকৃত শোকং॥ ৫॥ জঠর জনন পরি পীড়িতয়া প্রগতাশু জঠর জন দৃষ্টি। ব্যাধি বিশেষ বিমর্দ্দিতয়া গত

দুঃখ সুখাধিক হৃষ্টি ।। ৬ ।। ত্রিগুণ নদীরয় চালিতয়া নির্গুণ জলধি স্থির ভাবং। বিষয় বিষানল তাপিতয়া জ্বিত সংসৃতি সঙ্গমদাবং ।। ৭।। শ্রীগঙ্গাধর ভণিত মিদং হরপুর মহিমার্ণব লেশং। রসিক মনঃসুখ বৃদ্ধি করং বিতনোও শুভান্য বিশেষং ।। ৮ ।।

পয়ার। শুন হে সুখদে কাশী কিবা দিব্য স্থান। ইহার অপর গুণ কর অবধান ।। কি করে অন্যত্র লোক অন্য ব্যবসায়। কিবা দ্রব্য দিয়া লোক কিবা লাভ পায় ।। বলহ এমন লাভ আছয়ে কোথায়। নাহিক দ্রব্যের গুণ বিচার যথায় ।। সমদ্রব্যে সমলাভ উত্তমে উত্তম। অধম দ্রব্যেতে লাভ হইবে অধম ।। অধমে উত্তম লাভ নাহিক কোথায়। কাশীমাঝে অনায়াসে তাহা পায়া যায় ।। শরীরের কত কষ্ট আর ধন ব্যয়। করিয়া অনেক জীব কর্ম্ম উপার্জ্জয় ।। স্বর্গরূপ লাভ তার পরলোকে হয়। তাতে কিবা সুখ তাহা দেখহ নিশ্চয় ।। পরস্পর ঈর্ষা আর পতনের ভয়। অতএব সে সুখ কি সুখ কেহ কয় ।। মলে পরিপূর্ণ সদা মলিন এদেহ। দান করি মুক্তি লাভ কোথা পায় কেহ ।। কাশীমধ্যে লাভের সমৃদ্ধি এইরূপ। কেবা হবে বল হেন কাশীর স্বরূপ ।। দেহেতে মুক্তিতে তার তম্য কত হয়। কিঞ্চিৎ শুনহ কহি ইহার নিশ্চয় ।। অনিত্য এদেহ দেখ সর্ব্বদা মলিন। মুক্তিরূপ সূর্য্যের অধিক প্রতিদিন ।। ধ্রু ।। দেহে অবিরত পরিপূর্ণ দেখ মল। দেবের বাঞ্ছিত মুক্তিরূপ সুনির্ম্মল ।। পরিনামে এই দেহ সর্ব্বদা বিরস। নিরবধি এক ভাবে থাকে মুক্তি রস। ১।

সংসারের কত দুঃখ এই দেহে যুক্ত। না দেখে সংসার চক্র যে বা হয় মুক্ত॥ দেহেতে বিষয় সুখ ভোগ বাঞ্ছা হয়। মুক্তি সুখ করেছেন ব্রহ্মলোক জয়॥ ২॥ এই দেহ বাড়ে কভু স্থূল কৃশ হয়। মুক্তিরূপ প্রতি দিন সম ভাব রয়॥ সদা মরণের ভয় এই দেহে রয়। মুক্তির নিকটে কাল হন পরাজয়॥ ৩॥ কুক্কুর শৃগাল ব্যাঘ্র এই দেহ খায়। মুক্তি দেহ বিকার সম্বন্ধ নাহি তায়॥ পঞ্চভূত বিকারেতে এদেহ নির্ম্মিত। মুক্তিরূপ শুদ্ধ জ্ঞান মায়া বিবর্জ্জিত॥ ৪॥ এই দেহে নবদ্বারে নিত্য মল বহে। মুক্তরূপ পূর্ণসুখচ্ছিদ্র হীন কহে॥ এই দেহে বহুবিধ শোকের আলয়। মুক্ত শোকহীন স্থির শান্তিরসময়। ৫। জঠর জননে সদা দেহের পীড়ন। নাহি দেখে মুক্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোন জন॥ নানা ব্যাধি হেতু সদা দেহের মর্দ্দন। মুক্তি সুখ দুঃখ হীন হর্ষ অনুক্ষণ॥ ৬॥ ত্রিগুণ নদীর বেগে দেহ চলে সদা। নির্গুণ সমুদ্রে স্থির এমুক্ত সর্ব্বদা॥ বিষয় বিষাগ্নি তাপ দেহে সদা হয়। মুক্ত সংসারের দাবানলে করে জয়॥ ৭॥ কাশীর মহিমা সাগরের এই লেশ। গঙ্গাধর বাক্য এই জানিহ বিশেষ॥ রসিক জনের সদা সুখবৃদ্ধি কর। অবশেষে মঙ্গল বর্দ্ধনেতে তৎপর॥ ৮॥

কান্তে কিং কথয়ামি পঞ্চবদনৈ র্বারাণসী যাদৃশী শেষোয়ৎ পরিশেষ কীর্ত্তন বিধৌ নালং সহস্রাননৈঃ।

কর্ম্মীতত্ত্ব বিদেকভক্তি রসিকো যোগী সুরাপোঽপিবা ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ কনক হৃদ্যান্ত্যেকতাং যত্রহি। ১১।

পয়ার। শুনহ কান্তে আর অপূর্ব্ব কথন। আমাকে সকল লোকে বলে পঞ্চানন॥ কিন্তু এ যে রূপ কাশী মহিমা বিশেষ। পঞ্চমুখে আমাহতে কিবা হবে শেষ॥ সহস্র বদন যিনি নাম যার শেষ। তিনি নন সমর্থ করিতে এর শেষ॥ কর্ম্মী তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তি রসিক যে জন; কিম্বা যোগেরত যেবা হয় সর্ব্বক্ষণ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপাণ বিমাতৃ গমন। কিম্বা যে করয়ে কেহ সুবর্ণ হরণ॥ সবার সমান গতি এই কাশী স্থানে। জাতি ভেদ ব্যক্তি ভেদ নাহিক এখানে॥ ধাতু বস্তু স্পর্শ মাত্রে যেন স্পর্শ মণি। আপন স্বভাবে হেম করয়ে তখনি॥ সংক্ষেপে কহিনু এই কাশীর বর্ণন। বিস্তার কহিতে বল পারে কোন জন॥ ১১॥

• উত্তুণ্ডাদ্ভুত চণ্ডশুণ্ড চলনং দৃষ্ট্বা গজেন্দ্রাসুরং পার্ব্বত্যা পরিলিঙ্গিতঃ সপুলকো যৎশঙ্করো ভীতয়া; জাতং তৎকুচকুঙ্কুমদ্রবরসৈর্বক্ষঃ স্থলং মুদ্রিতং ব্যক্তো ভূত মহানুরাগমিবতদ্বঃ প্রীতিমা যচ্ছও॥ ১২॥ ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে কাশীশ কাশী প্রশংসনো নাম প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥ ❋॥

পয়ার। এইরূপ বারাণসী বর্ণন করিয়া। আমোদ পাইয়া কবি মনে বিস্তারিয়া॥ হরগৌরী অনুরাগ করিয়া মনন। স্বজনেরে করিছেন আশিষ বচন॥ কাশী মধ্যে গজাসুর আইল যখন। প্রচণ্ড অদ্ভুত তার শুণ্ডের চা

ঙ্গন ।। ভয়েতে বিহ্বলা দেখি পার্ব্বতী সত্বর। আলিঙ্গন করিলেন হরকলেবর ।। তাহাতে পুলক অঙ্গ হইলা শঙ্কর। আলিঙ্গন সুখে অতি সরস অন্তর ।। আলিঙ্গনে হরহৃদি স্তনের যে চাপ। তাহাতে হয়েছে কুঙ্কুমের দুই ছাপ ।। যদ্যপি এ দৈববসে হইল উদয়। তথাপি মনেতে ভাব এইরূপ হয় ।। করহ নিশ্চয় সবে করহ নিশ্চয়। পার্ব্বতীশ্বর এই আরকার নয় ।। যদি কেহ করয়ে আবার অধিকার। তার নিবারণ হেতু ছাপের প্রচার ।। এখন আপন দ্রব্যে লোকে ছাপ দেয়। জোর করি লব পুনঃ যদি কেহ নেয় ।। কিন্তু কুঙ্কুমের ছাপ রক্তবর্ণ হয়। ইহাতে অপর এক হতেছে নিশ্চয় ।। প্রিয়া প্রতি অনুরাগ যে ছিল অন্তরে। অধিক হইয়া তাহা তথা নাই ধরে ।। উথলিয়া সেই রাগ বাহিরে আইল। তাই রক্তবর্ণ ছাপ হৃদয়ে হইল ।। হেন শোভাযুক্ত সেই হরবক্ষ স্থল। তোমাদের প্রীতি দান করুন সকল ।। কাশীনাথ কৃত এই কাশী প্রসংসন। গঙ্গাধর কৃত আদি সর্গ সমাপন। ১।

অথ যোগিগণ কৃত শিব শিবাস্তব ও পরস্পর বিচ্ছেদ।

অত্রান্তরে শিব শিবা চরণারবিন্দ মিন্দ্রাদি দেব নিকরাদ্ভুত ভূতি ভূমি। দ্রষ্টুং তদা সকল যোগিগণাঃ সমীযুঃ দন্তুষ্টুবুশ্চ যুগলং প্রবিলোক্য ভক্ত্যা। ১।

পয়ার। এইরূপে কাশীনাথ কাশীর বর্ণন। করিয়া হইলা অতি আনন্দিত মন ।। হেনকালে কাশী বাসী যত

যোগিগণ। দেখিতে আইলা শিবা শিবের চরণ॥ ইন্দ্র আদি আছয়ে যতেক দেব বর। তাহাদের যে আছে ঐশ্বর্য্য সতন্তর॥ সে অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য সতত যার ফল। হেন ক্ষেত্র সেযুগল চরণ কমল॥ দেখি ভক্তিভাবে আনন্দিত হয়ে মন। করিছেন হরগৌরী দোঁহার স্তবন। ১।

মূলতান রাগেণ।

গৌরি মহেশ্বরি, শিব নগরীশ্বরি, বিবিধ বিবুধগণ সেবিত চরণে। খলজন মোষিনি, শঙ্কর তোষিণি, ঘোর ভবার্ণব পারদতরণে। ১। জয় জয় ওহিন মহীধর কন্যে। অশুভ বিনাশিনি, গিরিজ বিলাসিনি, সকল ভুবনজিত সৌভগধন্যে। ধ্রু। সুরবর বন্দিনি, জগদানন্দিনি মুক্তি বিধায়িনি সেবক সুখদে। করুণাঙ্কুরমতি, শঙ্করি পার্ব্বতি, বারয় সংসৃতি গমন মভয়দে। ২। বিষয় বিষানল, তপ্ত সুশীতল, কারিণি তারিণি তরলিততারে। শশিধি শূলিনি, দনুজোন্মূলিনি, কালিকলানিধি ধারিণি তারে। ৩। তবচরণার্চ্চন, সন্নতিবন্দন, কারিজনাঃ সততং বিজয়ন্তে। সকল জনাশ্রয়, চরম রসালয় বোধযুতা নতথা বিরমন্তে। ৪। দহদহ দুষ্কৃত, মম্ব তিরস্কৃত, নীলেন্দীবির সুন্দর নয়নে। দ্বাদশসুদলে, হৃদয়জকমলে, ক্ষণমপি বিহর হরেণ সুশয়নে। ৫। ইয়মপিকাশী সকলজনাশী-রসৃত সুখাম্বুতখনিরপিদীনে। পঙ্কজবিমলে, তবপদকমলে, নবিহিত ফলদা ভক্তি বিহীনে। ৬। হরহৃদি শয়িতে, কেশবদয়িতে বিধিবামাঙ্গ বিহারিণি বিমলে।

ত্বমাসওরীয়া শিব বরণীয়া বিহরসি তেন শিরঃস্থিত কমলে। ৭। শ্রীগঙ্গাধর বিরচিত সুন্দর হরমহিষী স্তুতি রতি রমণীয়া। জগদঘহরণী, সংসৃতিতরণী ভবত্তসভা মতিশয় স্মরণীয়া। ৮।

পয়ার। জয়২ হিমালয় মহীধর সুতা। সকল ভুবন ঙ্গিত সৌভাগ্যেতে যুতা॥ অশুভ নাশিনি গৌরি গিরীশ কামিনি। কাশীশ্বরি মহেশ্বরি শঙ্কর তোষিণি॥ বিবিধ বিবুধ সেবে চরণ কমল। জগৎ সুখের হেতু নিবারিলা খল॥ ভয়ঙ্কর ভবার্ণব তরণে তরণি। ১। জগদানন্দিনি সুরবরের বন্দিনি॥ মুক্তি বিধায়িনি দেয় সেবকের সুখ। যে ভজে তোমারে তার নাহি হয় দুখ॥ কৃপাকর কৃপাময়ি শঙ্করি পার্ব্বতি। দীন হীন কাতরে করুণা কর সতি॥ এ ঘোর সংসার ভয়ে সদা কম্পবান্। কর গো অভয়া তাতে অভয় প্রদান॥ পুনঃ পুনঃ হইতেছে সংসারে গমন। কৃপাকরি করহ ইহার নিবারণ। ২। বিষয় স্বরূপ বিষ অগ্নিতে তাপিত। করহ শীতল করি নিজ পদাশ্রিত॥ তারগো তারিণি তার তরল নয়নি। শঙ্খিনি শূলিনি দৈত্যকুল উন্মূলিনি॥ কালি কালকান্তা কালভয় নিবারিণি। ভালে ভাল কলানিধিকলা বিধারিণি। ৩। তোমার চরণ পদ্ম যে করে অর্চ্চন। নমন বন্দন কিবা করয়ে যে জন॥ সেই জন করে সদা সকলেরে জয়। ভজন রসের ভোগ নাহি গর্ত্ত ভয়॥ সকল জনেতে যাহা গুপ্তভাবে রয়। ব্রহ্মানন্দ রস যারে শেষ রস কয়॥ সে

রসের আশ্রয় যে জন তত্ত্বজ্ঞানী। সে নহে ভক্তের তুল্য এরূপ বাখানি॥ যদি বল একরূপ নহে অন্যমন। তথাপি অধিক ভক্তে রস আস্বাদন ॥ এহার ভাবার্থ এই নাহি চাহি জ্ঞান। ভক্তিভাবে ওচরণ পদ্মে দিও স্থান। ৪।
তাহার বিরোধি থাকে পাপের সঞ্চার। তাহা দহ দহ গো জননি এইবার ॥ নীল ইন্দীবর জিনি সুন্দর নয়ন। ভক্তের পক্ষেতে কর কৃপাবলোকন ॥ হৃদয় দ্বাদশ দল কমল শয্যায়। বিহর হরের সহ ক্ষণেক তথায়। ৫।
এই কাশী সুখ স্থান মুক্তির আকর। নাহি ব্যক্তি বিচার করয়ে নিরন্তর ॥ কমল কোমল তব চরণ কমল। এতে ভক্তিমান যেই তার এই ফল॥ যদি হয় তব পদে ভজন রহিত।-তারে ফল নাহি দেন কাশী কদাচিত। ৬।
তোমার অচিন্ত্য শক্তি জানে কোন জন। তখন তেমন হয় যখন যেমন॥ শিবারূপে শিবহৃদি করহ শয়ন। কদাচিৎ লক্ষ্মীরূপে ভজ নারায়ণ॥ কদাচিৎ বিধাতার বামাঙ্গ বিহার। ত্রিগুণে ত্রিগুণা তব মহিমা অপার॥ কখনওরীয়া সে নির্গুণা সবে কয়। শির সরোরুহে সদা করহ আশ্রয়॥ পরম শিবের সঙ্গে সর্ব্বদা বিহার। যে ভাবে যেমন তায় তেমনি প্রচার। ৭। যোগিগণ কৃত হর মহিষী স্তবন। গীত রীতে গঙ্গাধর করিলা রচন॥ সকলের মনোরম্য এ অতি সুন্দর। জগতের পাপনাশ করয়ে বিস্তর॥ অনায়াসে নাশে এই সংসার নিশ্চয়। সাধুর হউক ইহা সতত আশ্রয়। ৮।

ভৈরব রাগেণ।

সর্ব্বজন প্রিয় বিস্মৃত বিপ্রিয় বিবিধ বিবুধ কৃতসেব। সকল সুখালয় যোগিজনাশ্রয় কুমতি বিনাশক দেব। ১। জয় জয় শঙ্কর সঞ্জিতমার। হর হর সংহর সংহর দুষ্কর পাপমসীম বিহার। ধ্রু। পরম পুরুষবর গিরি তনয়াবর বিধৃত গজাজিন চেল। ত্রিপুর তৃণাশন কারণ সুদহন বিরচিত জন সুখ খেল। ২। শশি সকলাঙ্কিত শেখর পরিস্কৃত বসন রজতসিতকান্তে। পরিগত মণিময় ভূষণ ফণিচয় ভূষিত পরম সুশান্তে। ৩। অশিব জনপ্রিয় বিরচিত তৎক্রিয় সতত শিবদ শিবসর্ব্ব। ভব ভবনাশন হর বর বাশন ভুবনবিজয়ি জিতগর্ব্ব। ৪। গিরিজা সুনয়ন কোণ নিরীক্ষণ জাত সুখার্ণব বৃন্দে। মৃদুহসিতাধর সর্ব্ব সুখাকর নিজমহিমাজিত সিদ্ধে। ৫। কলিতগরল গল ভক্তসুমঙ্গল, হেতু বিধৃত বরশস্ত্র। শব শয়নস্থিত ভস্ম বিলেপিত দেহ বৃকাজিন বস্ত্র। ৬। বৃষ বৃষভধ্বজ হত মকর ধ্বজ কৃতগিরিজাতনুশোভ। তন্মুখসারস সেব্য মহারস মত্তমধুব্রত লোভ। ৭। শ্রীগঙ্গাধর ভণিতমিদং শিব সংস্তবনং সুখহেতু। ভবতু ভজন রসপায়ি সুখাকর মিহ ভব সাগর সেতু। ৮।

পয়ার। এইরূপ পার্ব্বতীর করিয়া স্তবন। পরে শিব স্তব আরম্ভিলা যোগিগণ॥ জয়২ শঙ্কর সর্ব্বদা জয় জয়। ভুবন বিজয়ীকাম করিলে বিজয়॥ হর হর এদুষ্কর পাপেরে সংহর। তোমার অনন্তলীলা ব্যক্ত চরাচর। ধ্রু। উত্তম মধ্যম নীচ সবে তব প্রিয়। অপ্রিয় জনেরে নাহি

দেখহ অপ্রিয় ।। এইহেতু সর্ব্বদেবগণে সেবা করে। দেব দেব বলিয়া বিখ্যাত চরাচরে ।। তুমি সর্ব্ব সুখের আলয় সবে জানে। যোগি জন আশ্রয় করয়ে এবিধানে ।। করায়ে ত্রিগুণ মায়ামৃগীর নর্ত্তন। কি খেলা খেলাও যাতে মুগ্ধ ত্রিভুবন ।। ভক্ত হলে কর তার কুমতি বিনাশ। তোমার অচিন্ত্য লীলা তোমাতে প্রকাশ। ১। পরম পুরুষ তুমি ত্রিগুণের পার। তবু তুমি বর হও গিরি তনয়ার ।। দুকূল ছাড়িয়া তবু পরগজ চর্ম্ম। তোমার এ সব কর্ম্ম কে বুঝিবে মর্ম্ম ।। ত্রিপুর স্বরূপ তৃণ গ্রাসের কারণ। তোমাতুল্য কেবা ছিল প্রবল দহন ।। তবু নিজ পরিকর সহ তথা গেলা। সবার সুখের হেতু তব এই খেলা। ২। ভালে ভাল চন্দ্রকলা শোভে মনোহর। রজত জিনিয়া কান্তি দেখিতে সুন্দর ।। উত্তম বসন আর মণির ভূষণ। ছাড়ি ব্যাঘ্র চর্ম্ম ফণিভূষণ ধারণ ।। তোমারে কি করিবে বাহ্যের বস্তু বশ। তোমাতে সর্ব্বদা বাড়ে শান্তি রস। ৩। শ্মশানে সর্ব্বদা বাস প্রমথ সকল। তাদের সমান কেবা আছে অমঙ্গল ।। সকলে করিল ঘৃণা সে সকল জনে। তুমি থাক সর্ব্বদা সে সব জন সনে ।। সদা অন্তরঙ্গ তারা তব প্রিয়জন। আপুনি শ্মসানে থাক তা-দের কারণ ।। নাম শিব অশিব সহিত ব্যবহার। সর্ব্ব হয়ে সর্ব্ব ছাড়া ইকি চমৎকার ।। অমঙ্গল সবার মঙ্গল কর দান। ভব হয়ে ভবনাশ আশ্চর্য্য বিধান ।। ভুবন বিজয়ী কাম হৈল গর্ব্বনাশ। তথাপি পার্ব্বতী প্রতি তব কাম আশ ।। কেবা বা বুঝিতে পারে তোমার এ ভাব।

অভাব সুভাব তব স্বভাব অভাব। ৪। কামরিপু হয়ে কামী বড় চমৎকার। এরূপ আশ্চর্য্য অতি [illegible]ব ব্যব-হার॥ পার্ব্বতীর নয়ন কোণের নিরীক্ষণ। তুমি তার আস্বাদন জান বিলক্ষণ॥ যাহাতে উথলে তব সুখের সাগর। তুমি তাহা জান নহে অন্যের গোচর॥ সেই ভাবে মৃদু২ হসিত অধর। অতএব তুমি সর্ব্ব সুখের আকর॥ সদা পরিপূর্ণ সুখ নাহি হ্রাস বৃদ্ধি। তোমার নিকট পরাজয় অষ্টসিদ্ধি॥ তোমার মহিমা গুণ এ সব ব্যাপার। অতএব কেবা আছে সমান তোমার। ৫। সমুদ্র মথনকালে উঠিল গরল। তার তেজে দগ্ধ প্রায় হৈল ভূমণ্ডল॥ জগৎ রক্ষার হেতু তোমার বিধান। কৃপা করি গরল করিলা তুমি পান॥ তাহে নীলকণ্ঠ তব শোভা অনুপম। অন্যের যে মন্দ তাহা সাধুর উত্তম॥ [illegible]ত কৃপা তব তাহা না জায় কথন। ভক্ত রক্ষা হেতু কর ত্রিশূল [illegible]র্থা অস্ত্রেতে তব কিবা কার্য্য হয়॥ যারে ভয় পায় ভয় তার কিবা ভয়॥ বিষয় রক্ষার হেতু অস্ত্রের ধারণ। তাহা নাহি ঘটে তার শুনহ কারণ॥ নাহি আত্মারামের বিষয়ে যায় মন। শ্মশানে২ তাই [illegible]হ ভ্রমণ॥ শ্মশানের ভস্ম কর গাত্রেতে লেপন। অপূর্ব্ব তোমার ব্যাঘ্র চর্ম্মের বসন। ৬। তুমি বৃষধ্বজ [illegible]ব কি কব বর্ণন। ললাট লোচনানলে নাশিলে মদন॥ পার্ব্বতী দক্ষিণ অঙ্গ তব বাম অঙ্গ। এক ভাবে উভয় যখন হয় সঙ্গ॥ সেইকালে পার্ব্বতীর সেই অঙ্গভাগ। শোভাকর দিয়া আপনার অঙ্গরাগ॥ গৌরী মুখপদ্মে

ভব সেব্য মহারস। সেইরস লোভে তুমি হও তার বশ ॥ পদ্মমধু লোভে যেন মত্ত মধুকর। কোথায় না যায় তথা রয় নিরন্তর ॥ যেই কামরিপু তার কামিনীতে মন। কেমনে ঘটিল এই দুর্ঘট ঘটন ॥ তোমার অচিন্ত্য ভাব তোমার গোচর। নাহি যায় মনুষ্যের বুদ্ধির ভিতর। ৭। গঙ্গাধর কৃত এই শিবের স্তবন। হউক সকল জীব সুখের কারণ ॥ যেজন ভজনরস পানেতে তৎপর। সর্ব্বদা তাহার এই সুখের আকর ॥ তরিতে ভব সাগর যার নাহি হেতু। তাহার তরণ হেতু জান এই সেতু। ৮।

অথ শিববাক্যে দেবীর নিকুঞ্জে গমন।

এবং স্তুতঃ স্মরহরো [illegible]সামৃতেন তান্ প্রীণয়ন্ গিরিসুতাং সজগাদতত্র। [illegible]ইযাহি [illegible]সুখকৃতে নিভৃতং নিকুঞ্জং পশ্চাদহং সুমুখি যামি কথাব[illegible]নে। ২। ইতি গিরিশ নিরুক্তা স সখীভির্নিযুক্তা নিজপা[illegible]কিতা গাঙ্গসঙ্গা। সরসহৃদয়ধারা প্রেমমাধুর্য্য সারা বিক[illegible]ত সুখপুঞ্জং যাতি দেবী নিকুঞ্জং। ৩। ইতস্তত স্তত্রগতা সখীজনৈ র্বনেষ্বনেকং কুসুমং বিচিন্বতী। অনাগতং বীক্ষ্যহরং হরপ্রিয়া প্রিয়ানুরাগা প্রজগৌ প্রিয়াংসখীং [illegible]

পয়ার। এইরূপ স্তবে তুষ্ট হয়ে ত্রিলোচন। করিলা মধুর বাক্যে তুষ্ট যোগিগণ ॥ পরে গিরিসুতা প্রতি কহিলা বচন। তুমি প্রিয়ে অগ্রে যাও নিকুঞ্জ কানন ॥ আমার সুখের হেতু করহ গমন। নানারস কেলি তথা হইবে ঘটন ॥ সখীগণে বলো পুষ্পচয়ন করিতে। উত্তম

কুসুম শয্যা পরে নির্ম্মাইতে ॥ আর২ যাহা চাই ক্রীড়া প্রয়োজন। সে সকল কর গিয়া অগ্রে আয়োজন ॥ যোগিগণ সহ আছে বিশেষ কথন। সমাপন করি শেষে করিব গমন ॥ যদি বল নাহি সহে ক্ষণেক বিচ্ছেদ। ইহা ভাবি মনে নাহি ভাবিহ বিভেদ ॥ বিচ্ছেদ নাহলে প্রেম প্রুষ্ট নাহি হয়। অতএব ক্ষণেক বিচ্ছেদ ক্ষতি নয়। ২। এরূপ কহিলা যদি শূলপাণি বাণী। শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্তা হইলা ভবানী ॥ না জানি হরের মনে কিবা আছে আর। আমায় বঞ্চিয়া গঙ্গা সহিত বিহার ॥ যার সদা অভিলাষ তার সহবাস। আমার ভয়েতে নাহি পুরে এই আস ॥ ছাড়িয়া যাইব কিন্তু এতো তারতীর। বুঝিতে না পারি মনে কিবা করি স্থির ॥ পরে সব সখী গণ কহিছে বচন। কেন মিছে কর তুমি এতেক চিন্তন ॥ যে জন আনিল তোমা লইয়া সংহতি। মনে লয় সে কি দিবে তোমারে দুর্গতি ॥ যদি বা ভবের মনে থাকিত সে ভাব। একাকী গমন হতো তোমার অভাব ॥ আনন্দ ক্রীড়ার হেতু আনন্দ কানন। আইলা তোমার সহ করিয়া মিলন ॥ ইহাতে অন্যথা ভাব কেন হবে শিবে। চলহ নিকুঞ্জেতে শীঘ্র ওগো শিবে ॥ অগ্রেতে করিতে হবে কুসুম সঞ্চয়। পাছে শয্যা নির্ম্মাণ করিব এনিশ্চয় ॥ অতএব অগ্রে যায়া এতো মন্দ নয়। মিছে কেন এবিষয়ে করিতেছ ভয় ॥ এরূপ কহিলা যদি নিজ সখীগণ। ঘুচিল সংশয় হল অতি হর্ষ মন ॥ নিজ পতি রতি রঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গ হয়। প্রেমের মাধুর্য্য রস মনে আস্বাদয় ॥ সরল

মনের গতি একরূপ ধারা। এরূপে নিকুঞ্জে সুখ পুঞ্জে গেলা তারা। ৩। নিকুঞ্জ কাননে সঙ্গে সহচরীগণ। সুখেতে করেন দেবী কুসুম চয়ন॥ শীঘ্র আসিবেন ধাম মনেতে ভাবিয়া। শীঘ্রগতি আয়োজন করিছেন গিয়া॥ ক্রমেতে বিলম্ব দেখি নানাদিকে যান। যদি অন্য পথ দিয়া হন অধিষ্ঠান॥ প্রিয়ে অনুরাগ তাঁর এরূপ ঘটনা। কোথায় আছয়ে বল তাহার তুলনা॥ অনেক বিলম্ব দেখি পরে গিরিবালা। সহিতে না পারি নব বিচ্ছেদের জ্বালা॥ প্রিয় সখীগণে কন প্রিয় সংকীর্ত্তন। সকলে তাহা করহ শ্রবণ। ৪।

অথ শিবের অনাগমনে দেবীর খেদোক্তি।

কানেড়া রাগেণ।

রাজত শৈল ধবল তনু শোভন জন লোভন রুচিমন্তং। অধর সুধাসব পাণ পরায়ণ গবলরবেণ রমন্তং। ১। যদি নাগতমিহ মদন কৃতান্তং। স্মরতিমনো মম তদা ...নং তান্তং। ধ্রু। অবিরত সৌরভ সুভগসুধাকর বদন দমিত শশি গর্ব্বং। ক্ষরদমৃতাধিক মঞ্জু সুভাষিত রঞ্জিত নিজ জন সর্ব্বং। ২। জগদুপকার বিলক্ষণ লক্ষণ নিজগল নীলিম শোভং। চরণ যুগল নলিনাতি সুধাসব সেবন নিজজন লোভং। ৩। শশি সকলাঙ্কিত মৌলি মনোহর মবিরত মৎপ্রিয়কামং। মম মুখচুম্বন পঞ্চবদন কৃতকলহ রস প্রতিযামং। ৪। নিন্দিত চন্দন বন্দিত পিতৃবন ভস্ম ললাম শরীরং। প্রমথগণ প্রিয়পাত্র মনিন্দিত ললনা

হৃদয় সুহীরং। ৫। দৌর্গতদর্শন মনিশ স্থিরতর সকল বিভূতি [illegible]ন্যং। অনবরতার্পিত মত্তনুতনুমধি যোগি গণা ধিকম[illegible]ন্যং। ৬। নিরবধি মদ্গুণগাণ পরায়ণ পঞ্চব দন মভির[illegible]মং। দগ্ধমনোভব মহিবর ভূষণ মবলা পূরিত কা[illegible]ং। [illegible]। শ্রীগঙ্গাধর রচিতমিদং স্মরবৈরি মনোহর রূপং। সুরসিকজন সুখদান পরায়ণ মবলা জনরস রূপং। ৮।

[illegible]দীর্ঘ ত্রিপদী। যদি না আইল সেই, মদন কৃতান্ত যেই, তবু তারে চায় মম মন। নাহি মানে নিবারণ, কি করি বল এখন, সেইরূপ [illegible]ছে মনন। ধ্রু। কি রজত [illegible]ধর, ধবল যে কলেবর, কিবা তায় হতেছে শোভন। যদি [illegible] দেখে তায়, লোভে মন বেগে ধায়, কিবা রুচি না যায় বর্ণন॥ ধরেন অধরে শৃঙ্গ, শ্বেতপদ্মে যেন ভৃঙ্গ, অধর অমৃত করে পান। করিয়া তাহার রব, নিজানন্দ অনুভব, শিঙ্গার কি সৌভাগ্য বিধান। ১। সতত সুগন্ধ সার, এমন অমৃত তার, আকর সুন্দর সে আনন। যে কিছু আছিল সর্ব্ব, চন্দ্রের হরিল গর্ব্ব, মলিন নির্গন্ধ যে কারণ॥ অমৃত অধিক তায়, বচন ক্ষরিছে হায়, যে বা তাহা করয়ে শ্রবণ। সংসারের তাপ তার, নাহি থাকে অনিবার, অনুরাগি হয় সর্ব্বজন। ২। জগতের উপকার, বিলক্ষণ চিহ্ন যার, বিষপানে নীলকণ্ঠ শোভা। পাদপদ্ম সুধাসব, সেবন নিমিত্ত সব, হইয়াছে ভক্ত জন লোভা। ৩। তাহাতে চন্দ্রসেখর, কিবা রূপ মনোহর,

পঞ্চবদন, অন্যোন্য কলহ প্রতি যাম। ৪। চন্দনে আনন্দ নাই, বন্দিয়া শ্মশান ছাই, তাহা অঙ্গে লেপন প্রস-াঙ্গ প্রিয়পাত্র ভূতগণ, তথাপি সুন্দরী জন, হৃদয় ভূষণ হিরা সম। ৫। দেখিতে দরিদ্রপ্রায়, কিন্তু ভক্তে যদি চায়, সুস্থির ঐশ্বর্য্য দেন তায়। নিরন্তর মম অঙ্গে, অঙ্গ আলি ঙ্গন রঙ্গে, তবু যোগি পূজ্য মান্য তায়। ৬। এক মুখে মমগীত, করিয়া না পেয়ে প্রীত, পঞ্চমুখে গান গুণ গ্রাম। নিজে কামদাহ কর, বিভূষণ ফণিবর, অবলার পুরে তবু কাম। ৭। বিরচিল গঙ্গাধর, স্মরহর মনোহর রূপ রসিকের সুখদান। কিবা এই অপরূপ, অবলার সরূপ, শুন সবে অপূর্ব্ব আখ্যান। ৮।

মামানীয় সুখেন সঙ্গমরস প্রোল্লা বা মেসৌ সংপ্রেষ্যচ্ছলতো বনেঽতি নিভৃতে নায়াতবল্লভঃ। কুত্রাস্তে কুলটাকুমন্ত্রণ বিধি প্রোদ্ভূত বাক্চাতুরী সংমোহ প্রদ বারুণী মদবলা দাঘূর্ণিতো মেপ্রিয়ঃ। ৫। মৎ প্রেম ভার ভরমন্থর এষকান্তঃ শ্রান্তোঽথবা যদিবসেদিহমৎ প্রসঙ্গাৎ। তংশীঘ্রমানয় সখিপ্রবসামিদীনা হীনা প্রিয়েণ তদরীষু পরিক্ষতাঙ্গী। ৬। পঞ্চাস্যতঃ সুখংশ্রুত্বা পঞ্চা নন পুরীমগাং। সুখং সুখ মভূত্তস্মে লাভস্তাপঃ স্মরে ষুভিঃ। ৭। কৃত্বাপুষ্পময়ে স্ববাণ ধনুষী দীনামনাথাং প্রিয়ং দগ্ধাকিংতব পৌরুষং স্মরপুন স্তুংপূর্ব্ববৈরং স্মর। নাহং তেঽপকরোমি কিঞ্চিদভবো যস্মাদনঙ্গঃ স্বয়ং তদ্দেহং দহতেতদা পুরুষতা ভব্যা ভবেদ্ভূতলে। ৮।

দেখেন না আইলা ত্রিলোচন ॥ ঈষৎ প্রণয় কোপ করিয়া তখন। কহিছেন দেবী সম্বোধিয়া সখীগণ ॥ কৈলাসে সর্ব্বদা থাকি আমি যে ভবানী। বিরহ কাহার নাম কখন না জানি ॥ যে খানে সে খানে যাই হয়ে এক ভাব। অন্তরে বাহিরে দোঁহে নাহি অন্য ভাব ॥ ইহা ভাবি তার ছিল স্বভাব। পশ্চাৎ হইল ইকি সুভাবে অভাব ॥ কৈলাসে ছিলাম দোঁহে রসমগ্ন মন। অধিক হইবে সুখ কহিয়া তখন ॥ আমারে আনিয়া হেথা দেখহ বঞ্চনা। ছলে পাঠাইয়া দিলা নিকুঞ্জ কানন ॥ সঙ্গম রসের এই প্রকৃষ্ট উল্লাস। আমাতে সর্ব্বদা তাহা করিতেছে বাস ॥ তথাপি হইল না এখানে আগমন। বুঝি ভাবনা পারি সখি কেমন সেমন ॥ কুলটার কুমন্ত্রণা চাতুরী বচন। সবার মোহক দ্রব্য বারুণী যেমন ॥ বুঝি প্রাণ নাথ তাহা করিয়া সেবন। আঘূর্ণিত হয়ে কাল করিছে যাপন ॥ নতুবা এমন প্রেমে এমন বিচ্ছেদ। কেবা সহে ক্ষণেকে শরীর করে চ্ছেদ ॥ পুরুষের এরূপ নারীর কভু নয়। বুঝিলাম কঠোর নিঠুর সে নিশ্চয়। ৫। এরূপ প্রণয় কোপে করিয়া কীর্ত্তন। পুনঃ কহিছেন নহে এমন ঘটন। আমারে না দেখে যে তিলেক নাহি রহে ॥ কেমনেতে আমার বিরহ তারে সহে ॥ তবে নহে এ ভাব হয়েছে ভাবান্তর। যেহেতু হয়েছে এই-অন্তরে অন্তর ॥ আমার প্রেমের ভারে যেইজন ভারী। বহিতে২ বুঝি ভার হলো ভারি ॥ তাহে হয়েছেন বুঝি অতিশয় শ্রান্ত। কিম্বা প্রেম উন্মাদেতে হয়েছেন ভ্রান্ত ॥ সদা ভোলা

ভোলানাথ ভোলা যার মন। ভ্রান্তে ভুলে ভ্রমিছেন বুঝি অন্য বন॥ যাহকু তাহকু সখি কর অন্বেষণ। এনে দেও শীঘ্র সেই ভোলা ত্রিলোচন॥ সময় পাইয়া তাঁর শত্রু যে অনঙ্গ। শরে জর২ করিলেক মম অঙ্গ॥ একে করে অপরাধ আমার কি দায়। শক্রছাড়ি বিনি দোষে আমারে পোড়ায়॥ প্রিয়হীনা দীনা আমি করিতেছি বাস। অবিরত মনে কত হতেছে হুতাশ। ৬। হেদে সখি দেখ ইকি অপরূপ কথা। কহিতে তাহার কথা মনে পাই ব্যথা॥ পঞ্চানন মুখে সুখ অতিশয় শুনি। পাইলাম পঞ্চানন পুরীতে আপনি॥ সে সুখ হইল শূন্য কি দৈব প্রতাপ। ভাল লাভ হলো কামবাণ অগ্নিতাপ। ৭। এই রূপ সখীগণে কহিয়া ভবানী। কহিছেন কন্দর্পে কন্দর্প শুন বাণী॥ শুন২ রতি পতি নাহি তব [illegible]। তোমার বিক্রম নিতে অবলার প্রাণ॥ তার কাছে নাহি খাটে তব ভারি ভুরি। যেবা বলবান্ জানে তোমার চাতুরী॥ ফুলের ধনুক ধর আর ফুলবাণ। অবলার লহ [illegible] কুল ধৈর্য্য প্রাণ॥ অনাথা দুঃখিনী পোড়াইয়া কিবা ফল। ইহাতে পৌরুষ কিবা কিবা তব বল॥ আমি তব কোন মন্দ কভু করি নাই। তবু দহিতেছ মোরে এবড় বালাই॥ মনে২ পূর্ব্ববৈর করিয়া স্মরণ। সেই স্থানে যাও যথা পেয়েছ মরণ॥ কর দেখি তার দেহ দাহ একবার। ভূতলে পৌরুষ তব হইবে প্রচার। ৮।

• প্রীতিং বো বিদধাও সুস্থিরতরাং স্বাভাবিকা লৌকিক প্রেম্নৈকত্ব মুপাগতো গিরিজয়া ভূত্বার্দ্ধনারীশ্বরঃ।

নিত্যানন্দ পরম্পরা পরিচিতি ক্রীড়াবিনোদী সদা যঃ সর্ব্বামরবৃন্দবন্দিত পদদ্বন্দ্বার বিন্দঃ শিবঃ। ৭। ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে অপ্রাপ্ত পার্ব্বতীশোনাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ। *। ২।

পয়ার। এইরূপ করি কবি বিরহ বর্ণন। অতিশয় [illegible] নিজ মন॥ সহিতে না পারি পরে বিচ্ছেদ রচন। নিত্য লীলা উভয়ের করিয়া স্মরণ॥ আত্মীয় বর্গেরে করিছেন আশীর্ব্বাদ। শুনিয়া সবার মনে ঘুচিবে বিষাদ॥ স্বাভাবিক অলৌকিক প্রেমের কারণ। এক ভাবে ভবানীর সহিত মিলন॥ অর্দ্ধ অঙ্গ গিরিসুতা অর্দ্ধ অঙ্গ হর। হইয়া করেন ক্রীড়া অর্দ্ধনারীশ্বর॥ ধারা বাহি [illegible]তে নিত্য সুখ পরিচয়। হেন ক্রীড়া রস শক্তি যোগে [illegible]য়॥ সর্ব্বদেব বৃন্দবন্দ্য দপদ্বন্দ্ব যার। সেই শিব স্থির প্রীতি দেন সবাকার॥ যাহাতে পার্ব্বতী নাথ হইলা অপ্রাপ্ত। এমন দ্বিতীয় সর্গ হইল সমাপ্ত॥ শিব শিবা চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর। গুপ্তরস ব্যক্তভাবে ভণে গঙ্গাধর। *। ২।

অথ শিব বিরহ বর্ণনং।

ত্রিপুরারি রপি প্রাণ প্রিয়াং প্রেষ্য সুদূরতঃ। তদ্ভা-বোদ্ভ্রান্ত মনসা জগামান্যদ্বনং তদা। ১। বনেবনেহসঙ্গ মনে বিচিত্যতাং প্রিয়া মরিপ্রাপ্ত পরাভবো ভবঃ। নব জ্বরো নির্জ্জরনির্ঝরীগত প্রপাতকুঞ্জে সবিষণ্ন উজ্জগৌ। ২

পয়ার। অতঃপর শুন সঙ্করের বিবরণ। যোগিগণ

সহ কথা করি সমাপন॥ দূরে প্রাণ প্রিয়ারে পাঠায়ে ত্রিপুরারি। বাড়িল বিলম্ব হইবেন শীঘ্র চারী॥ কিন্তু ভবানীর ভাবে হয়ে ভ্রান্ত মন। সেবন এমন জ্ঞানে গেলা অন্য বন॥ একে ভোলা সিদ্ধি ভোল তাহে ভাবে ভোলা। ভোলানাথ কেন নাই হবেন বিভোলা॥ সে ভোলা নহেক ভোলা জানিহ নিশ্চয়। বিচ্ছেদ না হলে প্রেম পুষ্ট নাহি হয়॥ অতএব লোক ব্যবহারেতে বিচ্ছেদ। অন্তরেতে তিল মাত্র নাহিক প্রভেদ॥ ঈশ্বরের লোকরীত লীলা শাস্ত্রে কয়। এই হেতু ভিন্নভাব ভিন্ন ভাব নয়। ১। গমন করিয়া তথা ভ্রমি বনে বন কোথা নাহি পান প্রিয়া করি অন্বেষণ॥ হেনকালে পেয়ে ছিদ্র পূর্ব্ববৈরি কাম। কামি কাম রিপু দোষী হইলেন বাম॥ যারে অগ্রে পরাভব করিলেন ভব। তার সনে পরাভব ইকি অসম্ভব॥ অনঙ্গ অনলে অঙ্গে পেয়ে নবতাপ। ভাবেন অদৃশ্য অরি এবড় প্রতাপ॥ না পাই দেখিতে দহে এমূর্ত্তি কেমন। অন্তরে থাকিয়ে করে অন্তর দাহন॥ কোথায় নিভাব তাপ এই ভাবি মনে। গঙ্গাতটে গেলা রম্য নিকুঞ্জকাননে॥ পার্ব্বতী বিরহে হর হয়ে হতজ্ঞান। পঞ্চমুখে পঞ্চানন করিছেন গান॥

কাফি সিন্ধু রাগেণ।

অবিরত মৎসুখ চিন্তনশীলা। মদ্বচনা ধিগতাদ্ভুত লীলা। ১। সাধুনা কুত্রগতা মমবচসা। ধ্রু। যৎসঙ্গমন মৃতেহহমু লোকে। শিব ইহ শব ইতি ভামি সশোকে।২

প্রণয়বিভঙ্গ ভয়াদপিবালা। প্রথম সমাগত রতি সুখ শালা। ৩। সুখ ভুবিতএকথং নগতোহহং। ইহকথমেমি মনোভবমোহং। ৪। ইহদিশি মমরিপু বিশিখযুতায়াং। তদ্বিরহেণযুতঃ কথমায়াং। ৫। নির্দ্দয়মনসিজতাপ মশেষং। কিমিতি সহামি বিনাসুখলেশং। ৬। সর্ব্ববিদপি ...রমুহূতিকালে। অহমিব বিলপতি মদন করালে। ৭। শ্রীগঙ্গাধর বিরহ বিলপিতং। ভবত্ত রসিকজন সুখকর দয়িতং। ৮।

লঘু তোটক। শুনিয়া আমার মধুরবাণী। কোন কুঞ্জে গেলা সেই ভবানী॥১ যখন যাবলি তখন তাই। করয়ে তাহাতে অন্যথা নাই॥ সতত চিন্তয়ে আমার সুখ। কখন নাভাবে আপনাদুখ॥ আহা মরি২ কিবা সুশীলা। কথায় করয়ে অদ্ভুত লীলা। ধ্রু। যাহারে ছাড়িয়া ক্ষণেক রই। শিব আমি শব সদৃশ হই॥ ২। প্রণয় বিভঙ্গ ভাবিয়া বালা। আগে গেলা রতি সুখের শালা॥ সঙ্কেতে নাগিয়া করিনু দোষ। কিন্তু মনে নাহি গণিল রোষ॥ যাবলি তাশুনে অন্যথা নয়। সেজানে যেরূপ তার প্রণয়। ৩। আমার সুখের পুরণ আশে। আছেন কোথাও নিকুঞ্জ বাসে। সে সুখ ভবনে নাযেয়ে হায়। মনোভব মোহ পেতেছি তায়॥ কেননা গেলাম আমি সেখানে। আমার সে প্রিয়া আছে যেখানে। ৪। এদিগে আমার বৈরির বাণ। বিরহি জনের হরয়ে প্রাণ॥ প্রাণ প্রিয়া ছাড়ি বিরহ লয়ে। কেন আইলাম এমন হয়ে। ৫। নির্দ্দয় কামের তাপ অশেষ। কেন সহি বিনা সুখের লেশ। ৬।

যে জন সকল জানয়ে ভালে। তার মোহ হয় তথাপি কালে॥ আমার যেমন হইল দশা। কাম ভয়ঙ্করে নাহি ভরসা। ৭। শ্রীগঙ্গাধরের বিরহ কথা। রসিকের প্রিয় সুখ সর্ব্বথা। ৮।

পূর্ব্বং বৈরমনুস্মরন্ স্মর পুন র্ম্মাংদগ্ধুমভ্যুদ্যতো দগ্ধোয়ঃ স্বয়মেব তস্য পরসন্দাহেক্ষতিঃ কাভবেৎ। জানেত্বাং নিজদৃগুবাগ্নি শলভং মানঙ্গমাং তাপয় কোহ দৃশ্যোনপরাক্রমী বিজয়তে সর্ব্বস্য সম্মোহনে। ৩। ত্বয়া মনোজেন মনোহতিদহ্যতে যদঙ্গহীনেন সদাঙ্গ দাহনং। ময়াকৃতং তত্তু বিহীন বুদ্ধিনা বিধায়তেহসৌম্য শরীর ভস্মতাং। ৪। হে পুষ্পসায়ক শরীরযুত স্তুমেহি মৎসন্নিধান মপিতৎ খলুপৌরুষন্তে। অন্তর্গতঃ কথমুপী ড়য়সিক্ষণাত্ত্বং দগ্ধোময়াক্ষিমহসামন সীদমাস্তে। ৫।

পয়ার। এইরূপ প্রিয়ার বিরহে মহেশ্বর। মনসিজ মন দহে কাতর অন্তর॥ মনেতে কন্দর্প পীড়া না পারি সহিতে। তার প্রতি করি কোপ লাগিলা কহিতে॥ পূর্ব্ব বৈর মনেতে করিয়া বুঝি যোগ। আমার দাহের হেতু করিছ উদ্‌যোগ॥ যে জন আপনি পোড়া পোড়াইবে পরে। তাহাতে তাহার ক্ষতি কিবা চরাচরে॥ জানি২ ওরে কাম তোর যত রঙ্গ। মম নেত্র অনলের তুমি হে পতঙ্গ॥ অতএব দূরে যাও দিওনাহে তাপ। ভাল২ জানি তব যতেক প্রতাপ॥ অদৃশ্য হইয়া যেবা বিক্রম করয়। সর্ব্ব সংমোহনে কোথা তার পরাজয়। ৩। মনেতে জন্মাও কিন্তু দহ সদা মন। অঙ্গহীন হয়ে কর অঙ্গের

দাহন।। এ দুই তোমার কার্য্য খ্যাত চরাচরে। তাহার কারণ আমি জানিহ সত্বরে।। না বুঝিয়া আমি তোর অঙ্গ ভস্ম করে। বাড়াইনু তোমার উৎপাত ঘরে পরে।। আমি বুদ্ধিহীন অতি আমি বুদ্ধিহীন। কেন বলে সব লোক আমারে প্রবীণ।। তোমারে অনঙ্গ করি যায় মম অঙ্গ। কে জানে ইহাতে শেষে হবে এ তরঙ্গ। ৪। সে যাহা হয়েছে তাহা ফিরিবার নয়। কিন্তু কেবা এপ্রকার পুরুষত্ব কয়।। শরীর ধরিয়া এস ওরে পুষ্পবাণ। তবে তোর পুরুষত্ব গণিব প্রধান।। অন্তরে অদৃশ্য হয়ে প্রকাশিয়া বল। দিতেছ আমারে পীড়া করিয়া এ ছল।। শরীরী হইয়া এসে ছিলে একবার। করিলাম তোরে নেত্রানলে ছার খার।। কেমন পেয়েছ সুখ তুমি মোর কাছে। মনেতো তা আছে তোর মনেতো তা আছে।৫

ক্ষণমপি নমাং স্মারং স্মারং স্মরঃ সমুপেক্ষতে মলয়পবনঃ সর্পাকল্পং বিলোক্য ন মুঞ্চতি। অয়মপি জগদ্বন্দ্যশ্চন্দ্রোমমাপি শিরঃস্থিতঃ কথমপি দহেদ্বারং বারং কিমত্র করোম্যহং। ৬। মমশিরঃস্থিত এষসুধাকরো মমতনোর্দ্দহনায় বিষাকরঃ। খলজনঃ সুজনেন সুপূজিতো নহি নহি প্রজহাতি নিজক্রিয়াং। ৭। গলমিলদ্গরলো গরলো নমে খলবরো গরলোঽতিবলঃ শশী। যদিপুনর্ভবেৎ কথমেষ মাংদহতি মৌলিগ এষ নকণ্ঠগঃ। ৮।

পয়ার। এরূপ কন্দর্পে করি কিছু কটূত্তর। চন্দ্রে দেখি খেদ পুন বাড়িছে বিস্তর।। তাহার কিরণে পেয়ে অতিশয় তাপ। শুন সবে করিছেন যেরূপ বিলাপ।। আ

করে উপেক্ষা কাম করয়ে দাহন । মনেতে করিয়া পূর্ব্ব বৈরের স্মরণ ।। মর্ম্মপূর্ব্ব শত্রুভাব কন্দর্প সহিত । সে পোড়ালে পোড়াতে পারয়ে এবিহিত ।। পবনের শত্রু সব যত ফণিগণ । সে সকল আমার অঙ্গের অভরণ ।। এই দেখে নাহি ছাড়ে মলয় পবন । দিবানিশি অঙ্গ মোর করে জ্বালাতন ।। ইহাতে দুষ্ট নহে কদাচন । শত্রু সেবি জনে কোথা কেকরে সেবন ।। তাহাতেও মনে আমি না গণি বিষাদ । দেহে চন্দ্র করে দাহ এবড় প্রমাদ ।। দেখিয়া জগৎ বন্দ্য বন্দিন্না সাদরে । রাখিলাম যত নেতে মস্তক উপরে ।। সে কেন আমারে দাহ করে বার বার । কি করি এখন বল উপায় ইহার । ৬ । সুধাকর বলে যারে রাখিনু মাথায় । বিষাকর হলো সেই পোড়াতে আমায় ।। সুজনে পূজয়ে যদি খলে বার২ । তবু নাহি ছাড়ে খল নিজ ব্যবহার । ৭ । গলেতে গরল মম নহেক গরল । মাথায় গরল শশী খল মহাবল ।। যদিবল এ প্রকার না হয় কখন । অনুভবে বুঝিতেছি এই নিদর্শন ।। কণ্ঠেতে গরল মম না করে পীড়ন । শিরঃ স্থিত চন্দ্র কেন দহে অনুক্ষণ । ৮ ।

যদ্মৎপ্রাক্ সুখহেতবে সমভবত্তৎ সঙ্গতাঙ্গস্যমে তত্তু দুঃখ বিধান সাধন মভূত্তৎ সঙ্গভঙ্গাঙ্গিনঃ । কালে দৈবহতেন জীবন মহো যজ্জীবিনাং জীবনং দগ্ধে বার্য্যনলায়তে নিজসুহৃৎ সম্বূকচূর্ণে ক্ষণাৎ । ৯ । লব্ধাযএসুধা সুদা স্মরগণৈঃ স্বৈর্ভাগধেয়ৈ রহো কাকোলং কিলকণ্টক্তোহ

ব্দ্বিঅখনে লব্ধংময়া দুর্ব্বিধেঃ। এত্যানন্দবনং পুনঃ সুখ-ক্লতে তত্রাপি কামানলৈ র্দাহো যুক্তমিদং সুখীবদকদা দীনো ললাটানলঃ। ১০। যদ্বক্ত্রাম্বুজ ভাজনে বর সুধা-মাস্বাদ্য সদ্যোহহরো যোমৃত্যুঞ্জয়তা মুপেত্য বলবত্তৎ কালকূটংপপৌ। পীযূষং নতুহর্ষকারক মলং হীনং ততঃ স্বাদুতঃ সাসোহস্তু প্রমুদে সতাং প্রতিপদং শ্রীপার্ব্বতী শ্রীশিবঃ। ১১। *। ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে সন্তাপিত শঙ্করোনাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ। *। ৩।

পয়ার। উভয় বিচ্ছেদ পূর্ব্বে ছিল না যখন। কেবা নাহি দিতো প্রীতি আমারে তখন ॥ এখন প্রবল হলো তার সঙ্গ ভঙ্গ। সে সব হইল মম দুঃখের তরঙ্গ ॥ তখন কোকিল রবে মগ্নহতো মন। এখন শুনিয়া করি জৈমিনি স্মরণ ॥ তখন মলয় বায়ু ছিল যেন আয়ু। এখন হরয়ে আয়ু সে মলয় বায়ু ॥ কতো সুখ হতো শুনে ভ্রমর গু-ঞ্জন। এখন বুঝায় যেন করিছে গঞ্জন ॥ চন্দ্রের কিরণ পূর্ব্বে দিতো কত সুখ। এখন দেখিলে পরে ম্লান হয় মুখ ॥ বিকসিত কুসুম পবন পরিমল। পূর্ব্বে দিতো সুখ এবে প্রাণে করে বল ॥ দৈব হত সময়ের চরিত্র এমন। যে জন জীবন দেয় সে হরে জীবন ॥ সম্বূকের জলে ছিল পূর্ব্বেতে জীবন। সে সম্বূক যদি কেহ করয়ে দাহন ॥ দৈব যোগে তাতে যদি মেলে গিয়ে জল। কি আশ্চর্য্য দেখতায় উঠয়ে অনল ॥ পোড়া কপালেরা সুখ কোথা বা পায়। সেই মন্দ হয় ভাল বলে যারে চায়। ৭। যাহার যেরূপ ভাগ্য সেইরূপ ভোগ। রূপগুণ জাতি কুল

তাতে নাই যোগ ।। সুখের সময়ে যদি দুঃখ উপজয় । অমনি নির্ব্বাণ হয় নাহি আস্বাদয় ।। দুঃখের সময়ে সুখ এইরূপ হয় । যখন প্রবল যেই হয় তার জয় ।। কিন্তু সদা দুরদৃষ্ট আমার প্রবল । দেখিলাম প্রত্যক্ষে দিতেছে তার ফল ।। পূর্ব্বেতে হইয়াছিল সমুদ্র মথন । তাহাতে পাইল সুধা যত দেবগণ ।। তাহাদের ভাগ্যবল ছিল অতিশয় । যত্ন করি যত্নফল পাইল নিশ্চয় ।। দেখা দেখি আমি তথা করিয়া গমন । আরম্ভিনু করিবারে সমুদ্র মথন ।। আমার দুর্দ্দৈব সদা অত্যন্ত প্রবল । অমৃতের আশয়েতে উঠিল গরল ।। হেদে দেখ আইলাম আনন্দ কানন । ভবানী সহিত সুখ সম্ভোগ কারণ ।। আমার ভাগ্যেতে আজি তাহা না ঘটিল । বিপরীত ফল যাহা তাহাই ফলিল ।। কোথায় ভবানী কোথা সে সম্ভোগ সুখ । হলো লাভ মদন দহন দাহ দুখ ।। কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ এই মম ভাগ্যোদয় । দরিদ্র কপাল পোড়া কোথা সুখী হয় ।। বিধাতা দিয়েছে মম কপালে আগুন । সগুণ হলেও মম সকল বিগুণ । ১০ । হরপার্ব্বতীর এই বিচ্ছেদ বর্ণন । সহিতে না পারি কবি ভাবিয়া মিলন ।। সকলের ঘুচাই-তে মনের বিষাদ । নিজ জনে করিছেন পরে আশীর্ব্বাদ ।। অমৃতের পাণ পাত্র যে গৌরী বদন । তাহাতে উৎকৃষ্ট সুধা করি আস্বাদন ।। সেইক্ষণে মৃত্যুরে করিয়া পরাজয় । লোকেতে হইল নাম যার মৃত্যুঞ্জয় ।। সে সুধার কত গুণ বর্ণনা না হয় । অমৃতে অরুচি কালকূটে সদা নাহি ভয় ।। এহেতু অমৃত না হইল হর্ষ কর । তাহাতে

কিস্বাদু তাই নাপিল শঙ্কর ।। অতি হর্ষে কালকূট করি-লেন পান। কিছু না হইল তাতে বিকার বিধান ।। সেই শিবা শিব সাধু হর্ষের কারণ। অনুগ্রহ করিয়া থাকুন প্রতিক্ষণ ।। এতৃতীয় সর্গে সন্তাপিত মহেশ্বর। ভবভাব্য কাব্য বিরচিলা গঙ্গাধর। ❋।

অথ সখীকর্তৃক শিবসমীপে পার্ব্বতী বিরহ বর্ণনং।

গঙ্গাপ্রপাত সংজাতখ্যাত মালূর কুঞ্জগং। বিষণ্ণং শূলিনং প্রাহ প্রেষিতা পার্ব্বত্যা সখী। ১।

জয় জয়ন্তী রাগেণ।

দয়িতা তবশয়িতা হর বিবিণী দল জাতে। সুখমপ্যনুবিন্দতিনহি দরশীতল বাতে। ১। বিরহে শশি শেখর তব সাভব দ[illegible] নিন্দতি নিজভাল মনিশ ভবদীক্ষণ হীনা। ধ্রু। ইচ্ছতি নহিচন্দন মপি ভস্মনিহিত দেহা। ভবতোষণ কারণমতি রাহত বিষয়েহা। ২। বিকচাধিক কুসুমৈঃ পরিকল্পিত রতিতল্পং। সামন্যত কুসুমায়ুধ কুসুমায়ুধকল্পং। ৩। চন্দন তরু সঙ্গসুসম মলয়ানিল [illegible]রলাদপি দাহকমিব বিন্দতি বরবেশা। ৪। শ্রবণাশ্রয়পিকনিস্বন ভয়কম্পিত কায়া। জৈমিনি মুনিকীর্ত্তন মধিকুরুতে তব জায়া। ৫। স্মিতশোভিত মপিগচ্ছতি তন্মুখসত পত্রং। জড়তা মতিশয়িতাং নহিপশ্যতি বৃজিনং। ৬। তল্লোচন খঞ্জনযুগ মতিচঞ্চল চেষ্টং। স্থিরতা মলভতকুরু দেববর যথেষ্টং। ৭। গঙ্গাধর বর্ণিত

গিরিজা বিরহবিলাপং। অনুশীলয় রসিকোত্তমং বিমুখ জন দুরাপং। ৮।

ত্রিপদী। এইরূপে মহেশ্বর, হইয়া অতি কাতর, গঙ্গাতীরে বিল্লকুঞ্জে বাস। বিরহে কাতর অতি, সুস্থনন পশুপতি, হৃদয়েতে বিচ্ছেদ হুতাশ॥ হেথা পর্ব্বতীর মন, সদা ভাবে ত্রিলোচন, ক্ষণে নাহি সুস্থ চিত্ত তায়। প্রিয় সখী সম্বোধিয়া, কহিছেন বিবরিয়া, দেখ হর আছেন কোথায়॥ তাহা বিনা মম মন, উচ্চাটন সর্ব্বক্ষণ, কিঞ্চিৎ বিলম্ব নাহি সয়। হইয়া অতি সত্বর, দেখ কোন স্থানে হর, আছেন কি করিয়া আশয়॥ এরূপ দেবীর কথা, শুনি সখী পেয়ে ব্যথা নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া। দেখে বিল্লকুঞ্জে হর, বিরহে অতি কাতর, চিন্তাযুক্ত আছেন বসিয়া॥ পরে সখী মহেশ্বরে, কহিছেন মৃদুস্বরে, শুন প্রভু সবিশেষ বাণী। তোমার বিরহে দীনা, হয়ে অতি শয় ক্ষীণা, বাঁচে কিনা বাঁচেন ভবানী॥ কি আছে কপালে লেখা, যার সঙ্গে সদা দেখা, তার অদর্শন এত কাল। ধিক২ এ কপাল, কেবল দুঃখের জাল, এতবলি নিন্দেন কপাল। ধ্রু। কোমল কমল দল, শয্যা অতি সুশীতল, তাহে শীত মন্দ সমীরণ। তাহাতে নাহি সুখ, বাড়য়ে দ্বিগুণ দুখ, সুখ আশে করিলে শয়ন। ১। কিকব মনের গতি, চন্দনে নাহিক রতি, ভস্মে সদা শরীর অর্পণ। তব তোষের কারণ, এইরূপ আচরণ, নাহি আর অন্য আলোচন।২। আপনি স্বহস্তে তুলে, সুগন্ধি প্রফুল্লফুলে বিরচিত কোমল শয্যায়। অগ্রে ছিল সুখজ্ঞান এক্ষোহ

মদন বাণ, তুল্য মনে ভাবিছেন তায়॥ হইলে শয়ন অল্প, জ্ঞান হয় শরতল্প, অনল্প সন্তাপ উপস্থিত। অত-এব ছাড়ি তাই, শয়ন যথায় চাই, অবিহিত হইল বি-হিত। ৩। হিত কর ছিল যারা, অহিত হইল তারা, দেখি তুমি অহিতাচরণ। সকলে সাধিছে বাদ, শুন তার সুস-ম্বাদ, করি আমি কিঞ্চিৎ বর্ণন॥ চন্দন তরুর সঙ্গ, পাইয়া পরম রঙ্গ, সুন্দর যে মলয় পবন। গরল হইতে তায়, অত্যন্ত দাহন প্রায়, সেবা করে সুন্দরী এখন। ৪। কোকিলের যে নিস্বন, যদি প্রবেশে শ্রবণ, ভয়ে অতি কম্পান্বিত কায়া। জৈমিনি মুনির নাম, উচ্চারয়ে অবি শ্রাম, বজ্রাঘাত জ্ঞানে তব জায়া। ৫। পদ্ম তুল্য যে আমন, হাস্যে শোভা অনুক্ষণ, এবে জড় ভাব অতিশয়। কে করে এ দুঃখ ত্রাণ, না দেখি কোন বিধান, সে তারা কাতরা দয়াময় ৷ ৬। নয়ন খঞ্জন তার, অতি চঞ্চল আকার, এখন সে যেন পঙ্গু প্রায়। শুনিয়া এসব কথা, যদি মনে হয় ব্যথা, তবে কর যাহা ইচ্ছা তায়। ৭। ভাবি সদা গঙ্গাধর, বিরচিল গঙ্গাধর, পার্ব্বতীর বিরহ বিলাপ। শুনহে রসিক জন, সেবা কর অনুক্ষণ, অভ-ক্তের এ আর্ত্তি দুষ্প্রাপ। ৮।

পুষ্পেষুঃ সমনায়তে মলয়জোবায়ুস্ত দণ্ডায়তে পীযু-ষাংশুরয়ন্তু ষোডষকল স্তত্তীক্ষ্ণদন্তায়তে। তৎসন্দেশ ব্রায়তে পরভৃতোভৃঙ্গস্তু কালায়তে ত্বংপাতা বিমুখায় বাবতনু জীবেৎ কথং সম্প্রতি। ১।

ময়ার। সর্ব্বদা সুমখ তমি হইলে বিমখ। ইহা দেখি

কেহ নাহি চায় তার মুখ ।। কন্দর্প কৃতান্ত সম করে আচরণ। দণ্ড সম হইয়াছে মলয় পবন ।। ষোলকলা পূর্ণশশী সমন দশন। কোকিল করিছে যমদূত আচরণ। সাক্ষাৎ যেমন কাল সেকাল ভ্রমর। এইরূপে সবে জ্বাল ইছে নিরন্তর ।। পাইয়া বিরহ ছল কেনাবাদ সাধে। সেও ফিরে চায় নাই যে সর্ব্বদা সাধে।। কোমল শরীর তার তাহে এই জ্বালা। সম্প্রতি বাঁচিবে কিসে বল সেই বালা। ১।

শরফরদা রাগেণ।

তব পরিগমন বিচিন্তন শীলা। বিরচিত নিরবধি মানস লীলা। ১। কিং কথয়ামি হে দেবমণে। সীদতি সে আনন্দবনে। ধ্রু। নিগদতি তব হর শরণ গতাহং। তনুতেহতনুরপি মমতনুদাহং। ২। হিমকর কিরণ মদীক্ষ্য ভবন্তং। আগত মিতি পরিধাবতি সন্তং। ৩। স্মরসর জর্জর সুবিমল দেহা। বিলুঠতি ভূমিতলে বিগতেহা। ৪। শীতল মলয়জপবন সুদাহা। নদয়াতবসা সীদতি হাহা। ৫ অবিদিতবিরহা কুলিত শিবায়াঃ। বচনংকিমু নিগদামি হতায়াঃ। ৬। অধুনা চিন্তয় শঙ্করকামং। যাহিন লজ্জয় সম্মুখযামং। ৭। শৃণুজন গঙ্গাধরকৃত রচনং। যদিচে চ্ছসি ভবসাগর তরণং। ৮।

পয়ার। ওহে দেব শিরোমণি কি কহিব কথা। যাহা স্মরণে মনে বাড়ে বড় ব্যাথা ।। সবার আনন্দ আনন্দ কানন। তাতেও তাহার সঙ্গ ...

...কেবল চিন্তা তব আগমন। নাহি আর অন্য বিষয়েতে তার মন॥ বিরহ যাতনা তার নাহিক অবধি। কেবল মানসলীলা সেবে নিরবধি ॥ ১ ॥ কখন কামের বাণে কাতরা হইয়া। কতক করেন স্তব তোমারে ভাবিয়া॥ তোমার শরণাগতা আমি তব দাসী। ভাল বাসি দাসী প্রতি না হও উদাসী॥ অতনু দহিছে তনু সহা নাহি যায়। আসিয়া করহ শীঘ্র তাহার উপায়॥ ভয়েতে তোমার কাছে সেই নাহি যায়। তার মনে এবার কি আবার ঘটায়॥ একবার হইয়াছি তাহাতে অনঙ্গ। এবার নাজানি আর কিবা বাড়ে রঙ্গ॥ এত ভাবি কাম নাহি যায় তব পাশে। কেবল আমারে দহে হৃদয় আকাশে॥ দিবারাত্রি করিছেন এরূপ প্রলাপ। বুঝিয়া দেখহ তার কিরূপ সন্তাপ। ২। অপর শুনহ তার বিরহ বিকার। [illegible]র ভান যেমন আকার॥ দেখি শুভ্রবর্ণ পূর্ণচন্দ্রের কিরণ। মনে হয় হল বুঝি তব আগমন॥ সেই ভ্রমে কুঞ্জহতে বাহিরে আসিয়া। কিরণে করেন যত্ন মনে ধরিগিয়া॥ ধরেছি২ কোথা পলাবে এবার। বড় ফাঁকি দিয়াছ আমারে বার২॥ এত বলি বেগে যান উথলী হইয়া। নাপেয়ে কুঞ্জেতে যান পুনশ্চ ফিরিয়া। ৩। অতিশয় সুকোমল সেই কলেবর। কন্দর্প কঠিন বাণে হতেছে জর্জর॥ ভুতলে লুঠেন কভু হইয়া কাতরা। কভু কোন চেষ্টা হীনা হন স্থির তরা। ৪। [illegible]ল বহয়ে যদি মলয় পবন। তাতে সুখ নাহি কিন্তু [illegible]র দাহন॥ হয়েছেন বিষণ্ণা তোমার প্রিয়া তায়।

হায় তব দয়া নাই এমন দশায়। ৫। এখন বিরহ তার নাহি আস্বাদন। আকুল হয়েছে অতি সেই হেতু মন॥ হতপ্রায় তোমার বিরহে সেই জন। কি কব অপর আর তাহার বচন। ৬। এখন করহ চিন্তা তারহে শঙ্কর। যেন না লঙ্ঘন হয় সম্মুখ প্রহর॥ এহার মধ্যেতে যদি করহ গমন। তবে সে বাঁচিবে নহে জানিহ মরণ। ৭। শুন সবে গঙ্গাধর কৃত এরচন। যদি ইচ্ছা থাকে ভব সাগর তরণ। ৮।

কন্দর্প জ্বর সন্নিপাতবিকৃতিং প্রাপ্য ত্বদুদ্ভূতিভি দোষৈর্দুষ্ট রসানুগৈ র্বরতনুঃ সীদত্যথাস্যাঃ পুনঃ। দৃষ্টি দৃষ্টি বিবর্জ্জিতা শ্রুবিকলা সাভূৎশ্রুতির্নিশ্রুতিঃ কণ্ঠঃ কুণ্ঠতরঃ পরং সুখকরো মৃত্যুঞ্জয়াখ্যোরসঃ। ২।

পয়ার। তোমাতে উত্থিত দোষে দুষ্ট হয়ে রস। হয়েছে কন্দর্প জ্বর করেছে অবশ। [illegible] সীৎকার বিলাপ কম্প আর। নিদ্রানাশ দাহ মূর্চ্ছা আদি অনিবার॥ ক্রমে জ্বর সন্নিপাত বিকার হইল। হয়ে অবসাদ সর্ব্ব শরীর পাড়িল॥ দৃষ্টি হল দৃষ্টিহীন অশ্রুতে বিকল। শ্রবণ শ্রবণহীন কেবল বিফল॥ কণ্ঠহল কুণ্ঠ তার বাক্য কথনেতে। কিছু নাহি ভেদ সন্নিপাত লক্ষণেতে॥ এরোগেতে রক্ষা সেও ঈশ্বরের বশ। বাঁচেন যদ্যপি পান মৃত্যুঞ্জয় রস॥ সন্নিপাত জ্বরে মৃত্যুঞ্জয় রসায়ন। সে হয় আরোগ্য তারে যে করে সেবন॥ হেথা মৃত্যুঞ্জয় রস তোমার মিলন। তুমি মৃত্যুঞ্জয় রসময় রসায়ন। ২।

শ্রীমন্নৈষ্ঠি[illegible] সুন্দরাস্য বিগলন্মাহেশ নিন্দাশ্রুতি প্রোদ্ভূতাতি 'বিমর্ষধর্ষি' তমনাস্ত্যক্ত্বাতপঃ কাননং গচ্ছন্তী পদমান্তরেণ নিভৃতো দণ্ড প্রসৃত্যানতা যেনাবারি গিরীন্দ্রজাকুলতয়া পায়াৎ সবঃ শঙ্করঃ। *। ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে অন্বেষিতাশুতোষো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ। ৪।

পয়ার। এইরূপ [illegible] বিরহ বর্ণন। করি কবি হইলেন উৎকণ্ঠিত মন। দোহাকার এ বিচ্ছেদে পেয়ে অবসাদ॥ মিলন বলিয়া করিছেন আশীর্ব্বাদ। পূর্ব্বেতে পার্ব্বতী পতি পাবার কারণ। তপস্যা করিলা বহু করিয়া যতন॥ তারে বর দেবার কারণ ত্রিলোচন। ব্রহ্মচারী বেসে [illegible] সেই তপোবন॥ উমারে দেখিয়া উপহাস আরম্ভিলা। আপনার নিন্দা বহু আপনি করিলা॥ এ সব শুনিয়া দেবী হয়ে ক্ষুণ্ণমন। ছাড়িলেন সেইকালে সেই তপোবন। [illegible] কর সখি কর নিবারণ। কি জানি আবার নিন্দা করে বা ব্রাহ্মণ। যে করে মহৎ নিন্দা সে কেবল নয়। যে শোনে তাহাতে সেও পাপী এ নিশ্চয়॥ যেখানে গুরুর নিন্দা ছাড়ি সেই স্থান। অন্যত্র যাইবে এই শাস্ত্রের প্রমাণ॥ এত বলি উঠিবেন যেমন ভবানী। দুইহাতে আগুলিলা পথ শূলপানি॥ থাকিবনা মনে রাগ যাইব কেমনে। অধোমুখী সুধামুখী ভাবিছেন মনে॥ এইভাবে ভোলানাথ হইয়া পাগল। নিরবধি তোমাদের করুন মঙ্গল॥ চারিসর্গ সমাপ্ত সঙ্গীত গৌরীশ্বর। আশুতোষ অন্বেষণ ভনে গঙ্গাধর। ৪। *।

অথ অভিসারিকা বর্ণন।

অথ গন্তুমশক্তং তংভবানী ভাবমন্থরং। সখী সমীক্ষ্য সাদেব্যাঃ পার্শ্বমেত্য জগাদতাং। ১।

পয়ার। সখী বাক্য শুনি হরে গমনে উদ্যত। কিন্তু নহে ফলোদয় যত্ন হয় যত ॥ সে কারণ অতি ভারি ভবানীর ভাব। তার ভরে শ্রান্ত অতি মুখে নাই রাব ॥ এরূপ দেখিয়া সখী করিছে বিচার। এরূপে ঘটিল দেখ কিরূপ আবার ॥ অন্বেষণ করি যদি পাইলাম দেখা। মনেতে হইল হর্ষ নাহি তার লেখা ॥ তথাপি না হল মম কার্য্যের সাধন। না হইল শিব শিবা একত্র মিলন ॥ এঁহার বিরহেতে কাতরা সেথা তিনি। তাঁহার বিরহেতে কাতর হেথা ইনি ॥ অভেদয়ে বস্তু তায় দৈবে করে ভেদ শিব শিবা এক ভাব তাতেও বিচ্ছেদ ॥ দৈবে কিনা পারে বল দৈবে কিনা পারে। অঘট ঘটনে পটু বলে সবে তারে ॥ কি করি উপায় এর কি করি উপায়। এঁহার গমন নাহি হইল তথায় ॥ যাহকু এঁহারে সুস্থ হইল দর্শন। নিশ্চয় হইল এই নিকুঞ্জ কানন ॥ সে ধনী বিরহে বেঁচে আছে কিনা আছে। যেতে হল একবার আগে তার কাছে ॥ এরূপ শুনিয়া যদি হয় আগমন। তবে দোঁহে সুখী হন হইয়া মিলন ॥ এত ভাবি সখী শিবে কহিলেন বাণী। এই স্থানে থাক আমি আনিগে ভবানী ॥ এতেক বলিয়া সখী করিলা গমন। পার্ব্বতীর নিকটেতে দিলা দরশন ॥ সখী দেখি কহিছেন শঙ্করী বচন। কতদূরে আসিছেন সেই ত্রিলোচন ॥ সখী কন শুন তার কহি বিবরণ। শ্রীকু-

ঞ্জেতে দেখিলাম্ দেব পঞ্চানন ॥ তোমার বিষম ভাব লাগিয়াছে তাঁয়। গমনে নাহিক শক্তি আছেন তথায় ॥ এহাতে না কর কিছু মনেতে বিচার। তোমারে কহিতে হবে তথা অভিসার। ১।

বেহাগ রাগেণ।

ভবদনুসারে সুখসহচারে শঙ্কর মনুসর তরলিত হারে। নকুরুবিলম্বং রসনিকুরম্বং পশ্যদৃশা সখিগতমতি সারে। ১। সুমুখি সুধীরে সুরভি সমীরে সহরো নিব-সতি নিভৃত নিকুঞ্জে। সুবিমল নীরে তটিনীতীরে বিকচ কুসুমগত মধুকর পুঞ্জে। ধ্রু। মনসিজ শমনং সুখকর গমনং ধ্যায়তি তব সখি সুখদ সুবেশং। তদনু সুদেহং রতি সুখগেহং সুখমনুভবতিস তেন বিশেষং। ২। ক্ষণ মপি গেহে তিষ্ঠতি দেহে ক্ষণমপি পশ্যতি রতিকর বেশং। ক্ষণমপি শয়নং রচয়তি নয়নং ক্ষনমপি বিতরতি দিশি দিশি শেষং। ৩। জলপরিহীনো মূর্চ্ছতিমীনো ন যথা সুখমনুভবতি সুদভ্রং। সতথা বিলুঠতি ভুমিতলে সতি পশ্যতি চাতকইব খমনভ্রং। ৪। শশিকরযুষ্টে রুতপররপুষ্টে মদন মদনকর সুখকর রূপং। রতি সুখকালে কুরুর সালে শিবমতি লোকয় রতিরস ভুপং। ৫। তব সুখ করণং কুসুমাভরণং পরিশীলয় সখিপুলকিত দেহে। ত্যজ মণিহারং স্বহৃদয়চারং রমণ মিলন রিপুমিব সুরতে হে। ৬। সুখরঞ্জনীয়ং রতি রমণীয়ং বিরচিত সুখকর শয়ন মনল্পং। শৃণমম বচনং সত্বরগমনং কুরুসখি ভজ

শশি সেখর তল্পং । ৭ । ইদমাভ সারে নিখিল সুসারে স্মরহর সঙ্গম বিলসিত বচনং । জগদাতি শোকং হরত্ত সুলোকং রময়ত্ত গঙ্গাধর কৃতংচনং । ৮ । ৯ ।

পয়ার । যাহাতে হইবে তব সুখ সমাচার । তোমার গমন হেতু করি অভিসার ॥ করিয়া প্রতীক্ষা যথা আ-ছেন শঙ্কর । চল সখি কর তারে নয়ন গোচর ॥ রসময় রসিক সে রসের কদম্ব । অভিসার ভাবে চল না কর বিলম্ব । ১ । কোথায় আছেন বলি যদি কর ভয় । শুন সখি বলি তার বিশেষ নিশ্চয় ॥ সুবিমল জল যাতে হেন নদীতীর । যথায় বহিছে অতি সুধীর সমীর ॥ তার মধ্যে সুশোভিত নিভৃত নিকুঞ্জ । বিকশিত পুষ্প শোভে মধু-কর পুঞ্জ ॥ সেই কুঞ্জে বসিয়া আছেন সে শঙ্কর । তোমার বিরহে অতি হইয়া কাতর । ধ্রু । কন্দর্প করিছে তার জর২ মন । ভাবিয়া না পান শেষে হইবে কেমন ॥ করি ছেন মনে ধ্যান তব আগমন । যদি হয় তাতে সেই কা-মের শমন ॥ তাতে পেয়ে কিছু সুখ তোমার সুবেশ । ধ্যান করিছেন যাতে সুখের বিশেষ ॥ পূর্ব্ব হৈতে তাতে সুখ করি অনুভব । তার পর ভাবিছেন তব অবয়ব ॥ যেহেতু সে অতিরম্য রতি সুখ ঘর । সেই হেতু তাই ভাবি ছেন নিরন্তর ॥ তাতে সুখ বিশেষ করিয়া অনুভব । এত কষ্টে কাল কাটিছেন সেই ভব । ২ । ক্ষণেক থাকেন গৃহে ভাবিয়া বিশেষ । ক্ষণেক দেখেন নিজ রতিকর বেশ ॥ ক্ষণেতে তোমার রূপ করিয়া বিচার । দেখেন হয়েছে কিনা সমান তাহার ॥ ক্ষণেক করেন রতি শয্যার

রচন। ক্ষণে চারিদিকে [illegible] মিলিয়া নয়ন ।। কোন দিক দিয়া তব হতেছে গমন। এই ভাবি করিছেন তাহা নিরীক্ষণ। ৩। পরে তোমা না দেখিয়া হয়ে অতিদীন। মূর্চ্ছিত যেমন হয় জল ছাড়া মীন ।। যেমন তাহার সুখ মং হয় কিঞ্চিৎ। সেইরূপ তব সুখে মহেশ বঞ্চিৎ ।। সে যেমন ভূতলেতে লুঠিয়া কাতর। সে রজত কান্তি তথা ধূলায় ধূষর ।। যেমন দেখিয়া মেঘ বিহীন আকাশ। তৃষিত চাতক মনে গণয়ে হুতাশ ।। সেইরূপ তব [illegible] পিপাসায়। সতত কাতর হর তোমার আশায়। ৪। অতএব চল সখি যথায় শঙ্কর। নিরবধি তিনি তব প্রেমের কিঙ্কর ।। পূর্ণশশি কিরণে রঞ্জিত বনসব। কোকিল করিছে কিবা কুহুং রব ।। মুকুলে আকুল দেখ রসাল রসাল। কিরূপ হয়েছে দেখ রতি সুখ কাল ।। [illegible] মদন কর সুখকর রূপ। দেখহ নয়নে শিব রতিরস ভূপ। ৫। সুখের কারণ আর করি নিবেদন। মণি [illegible] ছাড়ি পর পুষ্প অভরণ। দেখ সখি তব এই পুলকিত [illegible] কহিতেছে শীঘ্র হবে নিজপ্রিয় সঙ্গ ।। অতএব ছাড় [illegible] য়ের মণিহার। যে মিলনে বিচ্ছেদ ঘটায় অনিবার ।। এই হেতু মিলনের রিপু সেই জন। ক্রীড়াকালে সুখদান না করে কখন। ৬। কি কব সুখের কথা এসুখ রজনী। সুখেতে গমন তব হইবে স্বজনি ।। তোমার সুখের হেতু সেই পঞ্চানন। করেছেন পুষ্প তুলি শয্যার [illegible] সখি সুখকর আমার বচন। করহ তথায় [illegible] মন ।। সে শয্যায় যদি হয় তোমার শয়ন। তবে [illegible]

হবে শশি সেখরের মন ।। [illegible]এব কর গিয়া সে শয্যা ভঞ্জন। কর শান্ত নিতান্ত আপন কান্ত মন। ৭। হর প্রতি পার্ব্বতীর এই অভিসার। সখী উপদেশ বাক্য সকল সুসার ।। তাতে শিব সঙ্গম বিলাষ এবচন। দ্বিজ গঙ্গাধর ইহা করিল রচন ।। জগতের শোক ইনি করুন হরণ। সকল সুলোক মন করুন রমণ। ৮।

কান্তস্তদ্বিরহানলেন বিকলস্ত্বামেব সাঙ্কল্পয়ন্ সর্ব্বস্বং পরিহায় কেবলমসৌ নামৈকশেষোহভবৎ। স্থাণুঃ স্থাণু সমো ভবোভবসমঃ শূলীব শূলীপুনর্ব্বামো বামইবা নিশং সহিবিরূপাক্ষো বিরূপাক্ষবৎ। ২। সন্তপ্তো বিরহানলৈঃ পুনরপি স্বীযারি পঞ্চেষুভির্ম্মর্ম্মচ্ছেদকরৈর্জয়তাং দধ স্মৃতিমগা ন্নাপ্তো বিপর্য্যস্ততাং। শ্বেতঃ শ্যামলতাং শিব স্তু শবতাং সর্ব্বজ্ঞ এযোহজ্ঞতাং লেভেহঙ্গরিপু র্নিজাঙ্গ রিপুতাং মন্যে সমুগ্ধোহরঃ। ৩।

কি কব দুঃখের কথা তব প্রাণকান্ত। তোমার বিরহানলে হয়েছেন ভ্রান্ত ।। ছেড়েছেন সর্ব্বস্ব নাহিক কিছু আর। কেবল করেছে তারে নাম মাত্র সার ।। কি কব২ সখি আশ্চর্য্য আবার। যথা নাম তথা কার্য্য ঘটেছে তাঁহার ।। স্থির বৃক্ষে আর শিবে কহে শাস্ত্রে স্থাণু। তোমার বিরহে সেই স্থাণু যেন স্থাণু ।। ভব শব্দে শিব ভব শব্দেতে সংসার। বহুবিধ যাতনা যাহাতে অনিবার ।। সেই ভব সেই ভব কি কহিব আর। অবিশ্রান্ত অতিশয় যাতনা সঞ্চার ।। শূল রোগী শূলী আর শূলহস্ত শূলী। তোমার বিরহে সেই শলী যেন শলী ।। মনোহরে বাম আর বিপ-

রীতে বাম। তোমার বিরহে বাম নিরন্তর বাম।। বিরূ
পাক্ষ শিব ঊর্দ্ধ দৃষ্টি বিরূপাক্ষ। তোমার বিরহে বিরূপাক্ষ
বিরূপাক্ষ। ২। একেত বিরহানলে তাপিত শঙ্কর। তাতে
পঞ্চশরে তাপদেয় পঞ্চশর।। তাপের উপরে তাপ কি
তাপ প্রতাপ। বুঝিয়া দেখহ তার কিরূপ সন্তাপ।। যদি
না হইত তার নাম মৃত্যুঞ্জয়। অবশ্য হইত তার জীবন
সংশয়।। মৃত্যুঞ্জয় নাম গুণে তাহা না হইল। কিন্তু বিপ-
রীত ভাব তাঁহাতে পাইল।। স্ফাটিক সমান শুভ্র
বর্ণ নিরমল। সে হইল অপরূপ দেখিতে শ্যামল।। শিব
ভাব ঘুচিয়ে হয়েছে শব ভাব। তোমার প্রভাব সেই
ভাবের অভাব।। সর্ব্বজ্ঞ হলেন অজ্ঞ আহা মরি২।
ছিলেন অনঙ্গ অরি এবে অঙ্গ অরি।। তোমার বিরহে
সদা মুগ্ধ সেই হর। সহেনা বিলম্ব আর চলহ সত্বর। ৩।

মন্দান্দোলিত চূতনূতন দলোন্মিশ্রপ্রসূনোদ্গমক্রীড়ৎ
কোকিল কোকিলা নবরসব্যামিশ্ররম্যধ্বনি। শীতাংশু
প্রসৃতাংশু রঞ্জিতবনং কান্তস্তদেকান্তধীঃ শ্লাঘ্যোঽয়ং
সময়োঽভিসারণ বিধৌ বালেবিলম্বঃ কুতঃ। ৪। গাঙ্গ
পূরো দূরং তব বিরহ সন্তাপসহিতঃ সমায়াতঃ শ্রীমানয়
মমত ভানুঃ পুররিপোঃ। সমংসঙ্কল্পেন প্রকট সুখলগ্ন
প্রণয়িনা তদেনাক্ষি ক্ষিপ্রং ত্বমভিসর কান্তং রসময়ং। ৫
গৌরীমুগ্ধ মুখাব্জমত্ত মধুপঃ সর্ব্বোত্তমশ্লোকরূপ
স্ফাটিকরত্ন মুকুট সুধারাতি প্রচণ্ডানলঃ। সূর্য্যেন্দু জ্বল
নাক্ষিতি ত্রিজগতাং পাতামৃতাভিঃ সদা বাগিশ্বাকৃপ্রতি

বুদ্ধি শুদ্ধিজনকো দেবঃ সবোহব্যাৎ শিবঃ । * । ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরেহভিসারিকাবর্ণনে সকামকামরিপুর্নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

পয়ার । অপর শুনহ কহি বিশেষ বচন । একেত সুন্দর এই আনন্দ কানন ॥ তাহে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন । মন্দ২ বহিতেছে মলয় পবন ॥ আম্রতরু নবদলে হয়েছে আকুল । তার মধ্যে২ কিবা শোভেছে মুকুল ॥ বায়ু সহকারে মন্দ২ আন্দোলন । সৌরভ গৌরব তায় না যায় বর্ণন ॥ কোকিল কোকিলা সুখে ক্রীড়া করে তায় । উভয় উভয়ে রসবিশেষে ভাষায় ॥ সেই রস মিশাইয়া করে রম্য ধ্বনি । কেমন এমন বন বুঝহ স্বজনি ॥ তাহে পূর্ণ নিশাকর শীতল কিরণ । সুশোভিত করিয়াছে এনব কানন ॥ তোমাতে একান্ত মন হয়েছেন কান্ত । সুখের সময় এই জানিহ নিতান্ত ॥ কিহেতু বিলম্ব তুমি কর এতে আর । চন্দ্রকান্ত ভেটিতে করিয়া অভিসার । ৪ অপর শুনহ তব গমন কারণ । শুনিয়া অবশ্য তথা করিবে গমন ॥ তোমার বিরহ তাপ লইয়া তপন । করেছেন অতিশয় দূরেতে গমন ॥ শিবের সঙ্কল্প সদা তোমার মিলন । আইলেন শশী তার সহিত এখন ॥ দিবাকর নিশাকর দুই হিতকর । হয়েছেন উভয়ের মিলনে তৎপর ॥ এমন কাহার হয় হে মৃগলোচনি । অতএব চল শীঘ্র কান্ত কাছে ধনি ॥ সেই কান্ত রসময় রসের সাগর । কাহার ঘটয়ে বল এমন নাগর ॥ যেমন বসন্তকাল তেমন এখন । তেমন হয়েছে নিশাকরের কিরণ ॥ অবি

রত বহিতেছে মলয় পবন। তাতে মুকুলিত দেখ আম্র তরু গণ॥ কোকিল কোকিলা করে কুহু২ রব। তোমার সুখের হেতু জানিহ এ সব॥ তুমি রসময়ী তব কান্ত রসময়। ইহার মিলনে কি বিলম্ব আর সয়॥ ৫॥ এই রূপ করি অভি সারিকা বর্ণন। হইল মনেতে স্ফুর্ত্তি উত্তর মিলন॥ তাহার স্মরণ করি আশিষ বর্ণন। করিছেন কবি সর্ব্ব সুখের কারণ॥ গৌরীর সুন্দর মুখপদ্ম মধু ব্রত। তাহাতেই সদা মত্ত নহে অন্য রত॥ চতুর্দ্দশ ভুবনের মস্তক ভূষণ। উত্তম স্ফাটিক মণি উজ্জ্বল কিরণ॥ চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন যার ত্রিলোচন। করিছেন যার দ্বারা ত্রি-লোক পালন॥ অমৃত সমান বাক্য প্রকাশ করিয়া। সুর গুরু বুদ্ধি শুদ্ধি দেন জন্মাইয়া॥ এমন সুন্দর গুণ যাতে প্রকাসন। অসুরের প্রতি কিন্তু যেন হুতাশন॥ ভাবভেদে ঈশ্বরের প্রকাশ এমন। যাহার যেমন ভাব তাহার তেমন॥ এমন অচিন্ত্য শক্তি সেই পঞ্চানন। সর্ব্বদা করুন সুখে সবার রক্ষণ॥ সর্গ অভি সারিকা বর্ণন এর নাম। হইলেন কাম রিপু যাহাতে সকাম॥ কান্ত সহ মিলন মানস করি যায়। যে নায়িকা বলে অভিসারিকা তাহায়॥ শিবা শিব বিহার সঙ্গীত গৌরীশ্বর। হইল পঞ্চম সর্গ ভণে গঙ্গাধর॥ ৫॥

অথ বাসকসজ্জা বর্ণনং।

অথানুরক্তাং গমনেহপ্যশক্তাং প্রিয়া সখী তামবলোক্য ভীতা। শৈলূষকুঞ্জে ভ্রমর প্রগুঞ্জে জগাদদেবং হৃতকামদেবং॥ ১॥

পয়ার। হয়েছেন কাতর অত্যন্ত ত্রিলোচন। এইরূপ সখী মুখে শুনিয়া বচন।। গমনে সত্বরা গৌরী হইলা তখন। অনুরক্তা নায়িকার বটে এলক্ষণ।। কিন্তু প্রিয় অন্তরে কাতরা অনিবার। গমনেতে শক্তি তার না হইল আর।। এইরূপ দশা দেখি সখী হয়ে ভীতা। কি করি উপায় বলি হইলা চিন্তিতা।। তিনি হয়ে অশক্ত না আই লেন হেথা। অশক্তা হইয়া ইনি নাগেলেন সেথা।। কিবা করি ইহাতে উপায় আমি আর। দেখি মহেশের কাছে যাই পুনর্ব্বার।। ইনিতো অবলা জাতি তিনিত সবল। বদিবা আনিতে পারি করে তাঁরে ছল।। তাঁহার এখানে আসা এইতো উচিত। এোহার সেখানে যায়া অতি অনুচিত।। গঙ্গাতীরে কুঞ্জেতে মহেশ উপস্থিত। নাজানি ঘটয়ে যদি হিতে বিপরীত।। অতএব তাঁরে আনি এইতো নিশ্চয়। তাহলে উভয়দিগে আমাদের জয়।। এতবলি সখীগেলা সেই বিল্ব কুঞ্জে। মধুপানে মত্ত যথা মধুকর গুঞ্জে।। যেই স্থানে বসিয়া আছেন সেই দেব। যাহার নয়না নলে ভস্ম কাম দেব।। কহিতে লাগি লা তাঁরে এরূপ বচন। যেরূপে তাঁহার হয় তথায় গমন।।

আলেয়া রাগেণ।

রতি সুখ পুঞ্জ নিকুঞ্জ গতা ভব ভবদভিমত রতি সারা। ত্বমপি তদীয়বলং নহি পশ্যসি জীবতি কথমলিতারা।।১।। ভবানী ভবতব বিরহেদীনা। কুসুমবিশিখ পরিতাপ ভয়াদিব তব পদ পঙ্কজ

লীনা ॥ ধ্রু ॥ স্মিতাতি পত্রিণি শঙ্কিত ভবদুপ গমন বিধৌ কৃতযত্না। বিবিধকুসুমকৃত বেশমনারত মধিকুরুতে মিত রত্না ॥ ২ ॥ স্মরহর ইহকথমনুগচ্ছতি নহি মম সুখকর মভিসারং। ইতি নিজজন মনুপৃচ্ছতি শঙ্কর সম্ভ্রমতো বহু বারং ॥ ৩ ॥ স্ফাটিকমণি সম বিসদ মহোজ্জলদি কুকিরণ মতি সন্তং। শ্লিষ্য তিচুম্বতি নিজভুজবলয়িতমীক্ষ্য যথা হি ভবন্তং ॥ ৪ ॥ কল্পিত বিকচ কুসুমশয়না ভবদনধিগমাগত লজ্জা। তবচরণাম্বুজ ভক্তিপরা পরিরোদিতি বাসক সজ্জা ॥ ৫ ॥ শঙ্করকিমু কথয়ামি তদীয়দশা মবশা মৃতকল্পা। ধ্যায়তি বিলপতি মূর্চ্ছতি নিপততি রোদিতি সাক্ষিতিতল্পা ॥ ৬ ॥ অয়মাগচ্ছতি তব সুখদো হর ইতি বচনং সুখসারং। তজ্জীবন বিষয়ানুমিতি শ্রুতিসীম তনূরুহচারং ॥ ৭ ॥ শ্রীগঙ্গাধর বিরচিতমদ্ভুতমিতি গিরিজাপরিতাপং। সুখযও রসিক জনংহরসেবক মরসিকজন সুদুরাপং ॥ ৮ ॥

পয়ার। শুনভব কি কব ভবানী ভবদীনা। তোমার বিচ্ছেদ তাপে হয়েছেন ক্ষীণা ॥ তাতে পেয়ে কামবাণ তাপ অতিশয়। করেছেন তবপাদ পঙ্কজ আশ্রয় ॥ তাপের উপরে তাপ তাপিতা তারিণী। প্রবল দাহিকা দশা দেহসঞ্চারিণী ॥ সেতাপে কোথায় বুঝি নাপেয়ে নিস্তার। চরণে মনেতে বুঝি ভাবিলেন সার ॥ আইল দশম দশা বিলম্বতো নাই। অবশেষে বিশেষ আশ্রয় মম চাই ॥ বিশেষতঃ পঙ্কজে পঙ্কের গুণধরে। তাপ নাশে নাশুক তাহাও তাল পরে ॥ অথবা কামের পরা

ভর স্থান সেই। আমার আশ্রয় হেন কালে ভাল এই॥ এতভাবি ভবানীসে ভাবের প্রবীনা। হয়েছেন তব পাদ পঙ্কজেতে লীনা॥ ধ্রু॥ ছলে বলে দুঃখদেও এত বড়দায়। তোমার চরিত্র প্রভু থাকুক তোমায়॥ তুমিত বলিলে তারে যাইতে তথায়। অবিশ্বাস না করিয়া তোমার কথায়॥ তব অভিমত রতি মাত্র তাঁর সার। অগ্রে গেলা কুঞ্জে কিছু না করি বিচার॥ তুমিতো দেখিলে নাই এখনো সেবন। কেমনে বলহ তাঁর থাকয়ে জীবন॥ একমাত্র ভরসা কেবল তব আসা। জীবন ধারণে তাঁর সেই মাত্র আশা॥ করি অবলম্বন তোমার আগমন। কতকষ্টে করিছেন জীবন ধারণ॥ তাহে ক্ষণে২ হয় হলো শুভক্ষণ। শব্দ মাত্রে লক্ষ হয় তব আগমন॥ ১॥ পক্ষীর নিপাত শব্দ হলে উপস্থিত। মনে হয় তব আগমন সুনিশ্চিত॥ অগ্রসর হইতে করেন বহু যত্ন। অঙ্গেতে পরেন পরে পরিমিত রত্ন॥ আলিঙ্গন কালে যদি তব অঙ্গে লাগে। এইরূপ মনে ভাব তব অনুরাগে॥ ধারণ করেন বহু পুষ্প আভরণ। কেবল তোমার সদা সন্তোষ কারণ॥ এইরূপ করি বেশ তোমা না পাইয়া। প্রায়মূর্চ্ছা গতা হন বাহিরে আসিয়া॥ ২॥ কখন কহেন সম্বোধিয়া নিজ জন। কোথায় রহিলা সেই ভোলা ত্রিলোচন॥ মম সুখ করাবে এই অতি সার। অনুগত কেন না হইলা হর তার॥ অর্থাৎ আমার কাছে তার আগমন। সেই হয় মম অতি সুখের সাধন॥ কেমনা হইল তাঁর হেন আচরণ। জিজ্ঞাসেন একথা সম্বোধি সখীগণ॥ ভ্রান্ত

মনে এরূপ কীর্ত্তন বার২। শঙ্কর হয়েও নাহি গেলে এক বার ॥ ৩ ॥ এরূপ তাহার মন হয়েছে অশান্ত। ভ্রান্ত কান্ত দর্শনে নিতান্ত নহে ক্ষান্ত ॥ অচেতনে চেতন ব্যাপকে পরিচ্ছেদ। নিরাকারে সাকার নাহিক কিছু ভেদ ॥ এরূপ রহস্য তাঁর শুন দয়াময়। শুনিয়া সেরূপ কর যেবা মনে লয় ॥ স্ফাটিক মণির সম বিশদ বরণ। পূর্ণ শশধরে ধরে উজ্জল কিরণ ॥ সে কিরণ দেখিয়া তোমারে করি জ্ঞান। অসত্য কণ্ঠেতে হস্ত বেষ্টন বিধান ॥ আলিঙ্গন করি পরে করেন চুম্বন। যেমন তোমায় তায় নাহি অন্যমন॥ এপ্রকার তাঁর হইয়াছে প্রেমোন্মাদ। অভাবেতে ভাবোদয় স্বভাবে প্রমাদ॥ ৪ ॥ বিকশিত পুষ্পে করি শয্যা বিরচন। তোমা সহ সুখ হেতু শয়ন কারণ ॥ তব আগমন বিনা পেয়ে অতি লজ্জা। পাইয়া নায়িকা ভাব সেবাসক সজ্জা ॥ তব পাদপদ্মে করি ভক্তি মাত্র সার। করিছেন রোদন না দেখি দুঃখ পার ॥ নায়িকা উদ্‌যোগ করে নায়কের আশে। সে নায়ক যদ্যপি না আসে তার পাশে ॥ তার [illegible] দুঃখ [illegible] সেই তাহা জানে। অন্যে তাহা বুঝিবেক কেমন বিধানে ॥ ইহা ভাবি কর প্রভু তাহার উচিত। আর যে বিলম্ব করা অতি অনুচিত ॥ [illegible] কি কব তাঁহার কথা শুন হে শঙ্কর। মৃত কথা [illegible] [illegible] [illegible]। কখন করেন ধ্যান কখন রোদন। কখন বি[illegible] [illegible] কোটিগুণ ॥ কখন ভূতলে [illegible] শরীর [illegible]। কখন পৃথিবী [illegible] [illegible] সাক্ষাৎ ॥ ৬ ॥

[illegible]হে যবে হয় মূর্চ্ছা দশা। তখন জীবনে আর না থাকে ভরসা ॥ সখি২ পাখা২ জল৩। আন২ এইরূপ [illegible] কোলা হল ॥ সুগন্ধি শীতল বস্তু গাত্রে দেয় কেহ। শীতল বায়ুতে কেহ স্নিগ্ধ করে দেহ ॥ কিন্তু এ সকলে কিছু না হয় বিচার। জীবন আছয়ে কিনা শরীরে তাঁহার ॥ এই আসিছেন তব সুখদাতা হর। সুখসার এই কথা কহিবার পর ॥ লোমহর্ষ শ্রবণ নিকটে হয় জ্ঞান। এই মাত্র জীবন বিষয় অনুমান ॥ মৃত দেহে রোম হর্ষ কদাচ না হয়। এতে জানাগেল আছে জীবন নিশ্চয় ॥ মিথ্যা তব আগমন কথন এমন। অনুমানে জানা গেল তাহার জীবন ॥ এক্ষণে হইলে সত্য তব আগমন। সকল রূপেতে হয় মঙ্গল ঘটন ॥ ৭ ॥ পার্ব্বতীর পরিতাপ অদ্ভুত রচিত। নব্য রস কাব্য গঙ্গাধর বিরচিত। শিবের সেবক হয় যে রসিক জন। তাহারে করুন সুখী এরূপ রচন ॥ যেজন পড়িবে তার ঘুচিবে সন্তাপ। কিন্তু অরসিক জনে জানিহ দুষ্প্রাপ ॥ ৮ ॥

ত্বং প্রীতিরীতি মনুভূয় পুরামৃগাক্ষী [illegible] কুলসু রভীষ্ট সুপুষ্পতল্পং। আস্তীর্য্য তেহদ্যনব[illegible]পান কল্পি তাশা ত্বদ্যানবর্ত্ম নয়না শয়নং নভেজে ॥ ২ ॥ পতৎ পত্রে পত্রে ত্বদুপগমনা শঙ্কিতমনা বহির্গত্বা দৃষ্ট্বা প্রবিশতি গৃহং সা পুনরপি। মুহুস্তল্পং কল্পং রচযতি নিজা কল্পসপিবা বিকল্পা [illegible] নয়তি মৃতকল্পা কিল নিশাং ॥ ৩ ॥ স্মরস্তব [illegible] গুণ মনৌ গুণং প্রজ্ঞয়া

.বিধায় খলু পঙ্কজির্বদন পঙ্কজাতে রিন্দূন। তদন্বনু বিকর্ষণে মবর্বিধিং বিধায়াগতো বিধেহি বদনন্তরং যদি কৃপা কৃপা কেন্তব।। ৪।। শুদ্ধস্ফাটিকনির্ম্মলোওমমহা ভাস্বদ্দলঙ্কে হ্গজা যস্যাঙ্কে প্রতিবিম্বিতং নিজবপুর্বীক্ষ্য দ্বিতীয়া ভ্রমাৎ কেয়ংতেহ্ ঙ্কমুপাশ্রিতা স্মরারিপো ক্রুদ্ধীতি দেব্যা গিরা মুগ্ধঃ পার্শ্ব বিলোকন স্মিত মুখঃ পায়াৎ সবঃ শঙ্করঃ।। *।। ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে বাসক সজ্জা বর্ণনে ধৃষ্টধূর্জ্জটির্নাম ষষ্ঠঃ সর্গ।। ৬।।

পয়ার। অনু ভব করি তব পূর্ব্ব প্রীতি রীত। অনুরক্তা সদা তিনি জানিহ নিশ্চিত।। তব আগমন বার্ত্তা শুনি সেই ধনী। আপন মনেতে হর্ষ অতিশয় গণি।। প্রফুল্ল সুগন্ধি পুষ্প বোঁটা হীন করে। তাহাতে রচিলা শয্যা শয়নের তরে।। তোমার কোমল অঙ্গে যদি বোঁটা লাগে। উদ্দেশে যাতনা তাঁর তব অনুরাগে।। একরূপ তোমাতে তাঁর প্রেমের উদয়। এখন জন্মেছে তায় মনেতে সংশয়।। যেজন আমারে ছাড়ি কোথা নাহি যায়। সে অগ্রে যাইতে কেন বলিল হেথায়।। সে মুখেতে হেন বাক্য কভু শুনি নাই। শুনিয়া নূতন বাক্য মনে ভয় পাই।। এত ভাবি দুই দিগে ধাইতেছে আশা। নাজানি হয়েনা হবে মহেশের আশা।। আশা দীর্ঘা বলবতী মা শুনে বারণ। তবু আশা তব আসা পথেতে নয়ন।। এত সাধে করি শয্যা নাতজে শয়ন। কিতার কা তমা আর কব ত্রিনয়ন।। হা। পবন প্রতাপে প্রাতে যদি পড়ে পাত। তব আগমনে শঙ্কা হয় অকস্মাৎ।। বাহিরে

আসিয়া পুন তোমা না দেখিয়া। বিমনা হইয়া যান গৃহেতে ফিরিয়া ।। বারং২ এইরূপ হয় যাতায়াত । তথাপি তোমার সহ না হয় সাক্ষাৎ ।। অন্য কর্ম্ম নাহি আর কি করি এখন । এই ভাবি হয় পুনঃ শয্যার রচন ।। কভু নানা বিধ জল্প কভু নিজ বেশ । কখন বাহিরে গতি কখন প্রবেশ ।। এইরূপ বিবিধ মনেতে গতি তার । নহে স্থিরতরা তারা আর বাঁচা ভার ।। পাশানের কন্যা তাই সব তাকে শয় । কিন্তু মৃত কল্পা তব বিরহে নিশ্চয় ।। এতকষ্টে হইতেছে তার নিশা ভোগ । তবু যদি হয় তব মনের সুযোগ ।। ৩ ।। এরূপ বিচ্ছেদ তাপ কি কহিব আর । কামের দৌরাত্ম্য তাতে শুন আর বার ।। তব যশঃ ধনুক করিয়া সেই স্মর । তব গুণ গুণ তাতে যুড়িয়া সত্বর ।। তব পঞ্চ বদন পঙ্কজ পঞ্চবাণ । স্ববুদ্ধিতে করি নব বিধির বিধান ।। পার্ব্বতীর পঞ্চ প্রাণ আদান কারণ । নিকুঞ্জ কাননে তথা করেছে গমন ।। পুরাতন বাণে কিছু করিতে না পারি । করিল নূতন বিধি বুঝহ বিচারি ।। কি কব তোমার আমি কি কব তোমায় । পরে যাহা হয় কর যদি কৃপাতায় ।। কৃপার সাগর তুমি কৃপা সাগর । কৃপা কবি একবার চলহ সত্বর ।। কেন বিড়ম্বনা আর কেন বিড়ম্বনা । দেখিলে সেজন বাঁচে তাওকি জানো ।। ৪ ।। বিচ্ছেদ বর্ণিয়া মনে পাইয়া বিষাদ । করিছেন কবি সকলেরে আশীর্ব্বাদ ।। মিলন কৌতুক তায় করিয়া বর্ণন । কিরূপ সকলে তাহা করহ শ্রবণ ।। মার্জ্জিত স্ফাটিক হতে অত্যন্ত নির্ম্মল । এমন উত্তম দীপ্ত

সুন্দর ধবল।। এরূপ যে শিব অঙ্গ যেমন দর্পণ। প্রতি বিম্ব রূপে হয় সকল দর্শন।। বাম ভাগে থাকিয়া পার্ব্ব তী নিজ অঙ্গ। দেখিয়া বাড়িল তার অতিশয় রঙ্গ।। অন্য নারী সঙ্গ২ঙ্গ ভাবিয়া ভবানী। শঙ্করে প্রণয় কোপে ক হিছেন বাণী।। আই মরি কিলাজ২ হায় হায়। ওই তব অঙ্গে হর কিও দেখা যায়।। ভাল স্মর হর তুমি ভাল স্মর হর। অন্য নারী সঙ্গ তব আমার গোচর।। সত্য কহ মিথ্যা নাহি কহত নিশ্চয়। কেও নারী যে করেছে ও অঙ্গ আশ্রয়।। কি কব তোমায় অতি এ আশ্চর্য্য যোগ। স্বকীয়া সাক্ষাতে হলো পর কীয়া ভোগ।। সাক্ষা তে তোমার গুণ প্রকাশ এমন। অসাক্ষেতে কত হয় না জানি কেমন।। নাহি গাছ পাথর হয়েছে যে বয়স। তবু পরকীয়া ভোগে এত বড় রস।। এরূপ দেবীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন। মুগ্ধ হয়ে নিজ পার্শ্ব করি নিরীক্ষণ।। দেখেন কেবল একা আছেন পার্ব্বতী। ভাবিছেন কেন হলো এর অন্য মতি।। পরে প্রতিবিম্ব দেখি হৈলা হাস্য মুখ। এমন শঙ্কর তোমাদের দেন সুখ।। ষষ্ঠ সর্গ সমা প্ত সংঙ্গীত গৌরীশ্বর। ভব ভাব্য কাব্য বিরচিলা গঙ্গা ধর।। ইহাতে বাসক সজ্জা নায়িকা বর্ণন। সকলে শুন হ করি তাঁহার লক্ষণ।। বাস গৃহে সজ্জা করি থাকে কান্ত আশে। যে নায়িকা তাহাকে বাসক সজ্জা ভাষে।। ৬।।

অথ উৎকণ্ঠিতা বর্ণনং।

লতা প্রসূনং। আনন্দকানন নিকুঞ্জ মনিন্দবিন্দু প্রোজ্জ্বল অকিরণং শিবয়া ব্যলোকি॥ ১॥ প্রসরতি মলয় সমীরে মধুকর ধীরে মধুমত্তে। নও গতবতি শিতিকণ্ঠে সোৎকণ্ঠার্ত্তা জগাদৈষা॥ ২॥

পয়ার। অতঃপর উৎকণ্ঠিতা করিব বর্ণন। উৎকণ্ঠিত হলো যাতে পার্ব্বতীর মন॥ এখানে কুসুম শয্যা করিয়া নির্ম্মাণ। সখী পাঠাইয়া দিলা শিব সন্নিধান॥ তাহার বিশেষ না পাইয়া সমাচার। ভাবিয়া না পান কিছু করিয়া বিচার॥ কেনবা আইলা সেই নির্দ্দয় মহেশ। আমারে ছাড়িয়া কিবা গেলা কোন দেশ॥ কিম্বা বুঝি মম প্রেম পরীক্ষা কারণ। কোন স্থানে লুকায়ে আছেন ত্রিলোচন॥ যাহবার হইয়াছে মম দুঃখ হেথা। না জানি বিতথ কোন ঘটিয়াছে সেথা॥ কি করিব কোথা যাব করি কি উপায়। অবিচ্ছেদে এ বিচ্ছেদ সহা নাহি যায়॥ যার অদর্শনে হয় পলকে প্রলয়। তার হেন বিচ্ছেদ বল কেবা সয়॥ যাহাকে আমার বলি সেনহে আমার। হায়২ কি যন্ত্রণা ঘটিল এবার॥ অনেক বিষয়ে ব্যাপ্ত পুরুষের মন। না হেথাও হতে পারে তাঁর আগমন॥ হেদে দেখ আপন ভাবিয়া নিজ জন। পাঠায়ে দিলাম সেও না এল এখন॥ তাহার মনন ছিল মম অতি সারা। সে বিষয়ে আমি না করিনু অঙ্গীকার॥ তাই বুঝি মনে ক্ষোভ পাইয়া শঙ্কর। অভিমানে নির্জ্জনে আছেন স্বতন্তর॥ এবড় আশ্চর্য্য তাঁর মনের উদয়। কেমনে হইল তাঁর এমন নিশ্চয়॥ আপুনি আসিব বলি

যে বলিল আগে। প্রতীক্ষায় রহিলাম তাঁর অনুরাগে ॥ সে কথা কোথায় গেল নাহি স্থির তার। মনে অভিমান তায় ঘটিবে আবার ॥ বাহক তাহক সখী কেননা আ-ইল। এ সুখ রজনী মম দুঃখে পোহাইল॥ এইরূপ চিন্তা তথা করিতে২। কাননেতে দৃষ্টি পাত হৈল আচম্বিতে ॥ একেত শোভার শেষ আনন্দ কানন। তাহাতে পুষ্পিত সব তরু লতা গণ ॥ দূরে কুহু২ রব করিছে কোকিল। বাহক হয়েছে তার সুগন্ধি অনিল ॥ কোকিলের শব্দ আর পুষ্পের সুগন্ধ। একাকী বহেন বায়ু এবড় প্রবন্ধ॥ তাহার প্রবাহে লতা কুসুম কম্পিত। তাহে পূর্ণশশি শুভ্র কিরণে রঞ্জিত ॥ এরূপ দেখিয়া দেবী নিকুঞ্জ কানন। বাড়িল দ্বিগুণ দুঃখ না যায় বর্ণন ॥ ১ ॥ বহিতেছে মলয় পবন মন্দ২। মত্তহয়ে মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥ কাল গুণে মত্ত হলো মধুকর ধীর। হেন কালে কেবা বল হয়ে থাকে স্থির ॥ তবু নীল কণ্ঠ না আইলা এই স্থানে। কোন রসিকার যোগ হয়েছে সেখানে ॥ এই ভাবি উৎকণ্ঠিতা হইয়া ভবানী। কাতরা হইয়া কিছু কহিছেন বাণী ॥ ২ ॥

বিভাস রাগেণ।

যদুত বচনেন নিশি কুঞ্জবন মেকয়া। কলিত মধু গন্ধভিল সোহপি নবশোকয়া ॥ ১ ॥ হাহতা কিমকরব মীশপরিবঞ্চিতা ॥ ধ্রু ॥ মদতি সুখদানকৃত অভী সুখ কানন। সপুনরতি রহসি হত পিবতি রসিকাননং ॥২॥

ইহহি নিবসামি কথমসম সঙ্গ জর্জ্জরা। মরণ মপিনাস্তি, স্তবদহ মতি দুর্জ্জরা॥ ৩॥ ভাতি দহনায়মম পূর্ণশশি যামিনী। কাপিসুখ মনুভবতি গিরিশহৃদিকামিনী॥ ৪॥ হরবিরহদহন পরিতাপ কৃতদূষণং। কিমিত কলয়ামি কুসুমাদিকৃত ভূষণং॥ ৫॥ প্রিয়মতি দহতি তনু মতনু শর সঙ্গতা। তদতি সুখদেয় মপি যাওগিরিশ সঙ্গতা॥ ৬॥ কুসুম পরিকল্পিত সুতল্পমতি শীতলং। মমত্ত পরিতাপ শিব তপ্ত ধরণীতলং॥ ৭॥ ইতিগিরিসদার পরিজল্প ন মনল্পকং। ভবও গঙ্গাধর সুচিও বরতল্পকং॥ ৮॥

পয়ার। হায়২ কি বঞ্চনা করিলেন শিব। হইলাম হত প্রায় বল কি করিব॥ ধ্রু॥ যার সত্য বাক্যে দৃঢ় তর করি মন। সেবিলাম একা নিশি এ কুঞ্জ কানন॥ হল নব বিচ্ছেদেতে নব শোক অতি। তবুনা আইলা কি দৈব দুর্গতি॥ ১॥ মম সুখ দান হেতু আসিয়া কানন। আমার সহিত না করিয়া আলাপন॥ নির্জ্জনে রসিকা নারী করিয়া সন্ধান। তাহার অধরা মৃত করি পান॥ আমি দুঃখে মরি তার অতিশয় সুখ। সহেনা২ আর এ বিষম দুখ॥ ২॥ কামের বিষম শরে হইয়া জর্জ্জরা কেন হেথা করিবাস হইয়া কাতরা॥ মরণ হইত যদি এ সময়। সেও ছিল ভাল কষ্ট না হত উদয়॥ তাহা কেন হবে মম আশিষে দুর্জ্জরা। সর্ব্বনাশে হইলেও না হইব মরা॥ ৩॥ পূর্ণ শশি যুক্ত যামিনী। আমার কেবল অঙ্গ সন্তাপ কা[illegible] রিণী॥ যে নারী করেছে হর হৃদয়ে শয়ন। সেই সুখ

অনুভব করিছে এখন ॥ ৪ ॥ হরের বিরহ অগ্নি তাপ সহকার। যত অলঙ্কার মম জ্বলিত অঙ্গার ॥ এখন ভূষণ নহে কেবল দূষণ। তবে কেন ধরি অঙ্গে এসব ভূষণ ॥ ৫ ॥ কুসুমের মাল্য বলে পূর্ব্বে ছিল জ্ঞান। এখন দিতেছে তাপ যেন কাম বাণ ॥ এহলেও হতেপারে পুষ্পেতে নির্ম্মিত। কামের কুসুম বাণ জগতে বিদিত ॥ কিন্তু যার হইয়াছে গিরিশ মিলন। তাহাকে দিতেছে সুখ এমাল্য এখন ॥ করিনু সুখের শয্যা পুষ্পেতে কেবল। শয়নে অত্যন্ত সুখ সর্ব্বদা শীতল ॥ বিপরীত হল ফল, সুখ গেল তল। মম তাপ কর যেন তপ্ত ধরাতল ॥ ৭ ॥ এইরূপ অতিশয় পার্ব্বতী জল্পন। মহেশের বিরহে কাতর হয়ে মন ॥ এই বাক্যরূপ শয্যা তাহাতে শয়ন। সর্ব্বদা করুন গঙ্গাধরের সুমন ॥ অর্থাৎ সর্ব্বদা হৌক নিমগ্ন তাহাতে। সর্ব্ব ভাবে সর্ব্ব লাভ হইবে যাহাতে ॥ ৮ ॥

কিং রুদ্ধঃ প্রিয়য়াবনে চতরয়া মালূর পত্রাদিনা কিম্বা বিস্মৃত ধর্ম্ম কর্ম্মসময়ঃ কৈঃ সেবকৈঃ স্থাপিতঃ। কিম্বা দিব্যকষায় পাণবসতো ঘূর্ণনবনে ভ্রাম্যতি কান্ত ক্রান্তমনা, মনাগপিযতঃ সঙ্কেত্য মাংনাস্মরৎ।

পয়ার। আমার বিরহে পূর্ব্বে ছিলেন কাতর। এক্ষণে অন্যথা ভাব ঘটেছে সত্বর ॥ তাহার কারণ এই আমার নিশ্চয়। রসিকা কামিনী বনে ঘটেছে আশ্রয় ॥ সেই করিয়াছে রোধ এখানে আসিতে। নতুবা কে পারে বল এমন বঞ্চিতে ॥ কিম্বা কোন [illegible] পত্রে শিবা

হৈল মন। গান বাদ্য বিল্ব পত্র করিয়া অর্পণ॥ ভোলা হইয়া ভোলানাথে করিল স্থাপিত। ভুলে গেলা ধর্ম্ম কর্ম্ম নিশ্চিত॥ ভক্তের অধীন তিনি ভক্ত পেলে হয়। ভক্ত আগে পশ্চাৎ আমারে যে গণয়॥ অথবা খাইয়া সিদ্ধি বুদ্ধি হারাইয়া। ভ্রমিছেন বনেং ঘূরিয়া॥ এসব কারণ বিনা আমার বিরহে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব তাঁহারে নাহি সহে॥ অতএব ঘটিয়াছে বুঝি কিছু তায়। সত্য এই মম মনে এই মাত্র ভায়॥ আমারে সঙ্কেত করি পাঠাইয়া বল। তবে কেন না হইল আমারে স্মরণ॥ মনের অন্যথা ভাব অবশ্য হয়েছে। অসাধ্য দেখিয়া সখী কোথায় রয়েছে॥ লজ্জায় আমার কাছে আসিতে না পারি। পথ মধ্যে রহিল কি মনেতে বিচারি॥ গর্ব্ব করি গেছে সখী আনিতে মহেশ। সে গর্ব্ব হইল খর্ব্ব বুঝি সবিশেষ॥ এত দূরে উৎকণ্ঠিতা হইল বর্ণন। দ্বিজ গঙ্গাধর ইহা করিলা রচন॥ সঙ্কেত করিয়া প্রিয় না করে গমন। ক্রমেং হয় যদি সময় লঙ্ঘন॥ বিরহেতে তাহার কাতরা যে বনিতা। রস শাস্ত্রে কহে সেই নারী উৎকণ্ঠিতা॥ ৩॥

এবং মহেশ নমুজিতয়তী ভবানী দৃষ্ট্বা সখীং বতম খণ্ডপথ সন্নিধানে। বুদ্ধা হরং সুরধুনীরমণং তদানীং তা ... বিপ্রলব্ধা॥ ৪॥

পয়ার। এই রূপ উৎকণ্ঠিতা হইল বর্ণন। এবে কহি শুন ... বিরক্ত॥ সখী পাঠাইয়া দিয়া প্রিয় সন্নিধান॥ ... প্রতীক্ষায় সঙ্কেত যেখানে॥ কিন্তু দৈব

যোগে কান্ত না করে গমন। সেই নারী বিপ্রলব্ধা শাস্ত্রের লিখন ॥ ০ ॥ এখানে কাতর শিব শিবার বিরহে। শরীরে তাঁহার সুখ তিল মাত্র নহে ॥ তাহে সখী বাক্য শুনি গমনে উদ্যত। মনে উঠিতেছে ভাব কত শতং ॥ কিন্তু দৈব ঘটনার কি আছে অসাধ্য। অসাধ্য করয়ে সাধ্য অবাধ্যেরে বাধ্য ॥ যাতে নহে মন তাতে করায় মিলন। যাতে মন তাহা নাহি করায় দর্শন ॥ অচেষ্টায় পায় সুখ চেষ্টায় বিফল। সকল হইতে এই দৈব মহাবল ॥ সেই দৈব যোগে গঙ্গাতীরে কুঞ্জে বাস। আপনি করিলা আসি দেখ কৃত্তিবাস ॥ হবে যাহা কেবা তাহা করিবে খণ্ডন। ছাড়ি গৌরী গঙ্গা সহ হরের মিলন ॥ আইলেন গৌরী সহ করিবারে খেলা। সে খেলা কোথায় গেলা গঙ্গা সহ মেলা ॥ শুনহ রসিক জন অপূর্ব্ব কথন। প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ কথা করিব বর্ণন ॥ গঙ্গাতীরে বিল্ব কুঞ্জে হলো হর ধাম। বিচ্ছেদে কাতর অতি বাম যেন বাম ॥ হেথা সুরধুনী সখী দেখি সেই রূপ। মনে ভাবিছেন একি দেখি অপরূপ ॥ একাকী একুঞ্জে কেন বসিয়া মহেশ। না জানি মনেবা কিছু ঘটেছে বিশেষ ॥ হইলেও হতে পারে না হইবে কেন। বঞ্চনার এই ফল মনে পড়ে যেন ॥ সৌভাগ্য সবার সম নহে চিরকাল। তরঙ্গিণী তীরেতে যেমন তরু জাল ॥ একতীর ভাঙ্গয়ে পূরয়ে আর তীর। তেমন সৌভাগ্য গতি যেমত নদীর ॥ কিন্তু নাহি বোঝা যায় কি হইবে শেষে। যা হৌক অঙ্কুর ঘটে বুঝিনু বিশেষে ॥ মনে হর পরস্পর হয়েছে বিরা

তানাহলে সাধে কেন হয়েছে বিষাদ॥ আগে সুর ধনী কাছে দিগে সমাচার। দেখিতার মনে কিবা উঠয়ে বিচার॥ এত ভাবি সখী গেলা গঙ্গা সন্নিধানে। কহিলা সকল কথা বিশেষ বিধানে॥ তবতীরে মহেশ্বর একাকী বসিয়া। আছেন বিষাদ ভাবে দেখ শীঘ্র গিয়া॥ ভাবে বুঝি চণ্ডীসঙ্গে হয়েছে কোন্দল। যেরূপ সেরূপ হৌক তোমার মঙ্গল॥ দরিদ্রে ভাবয়ে সদা কোথা পাব নিধি। সেই নিধি দ্বারদেশে ঘটাইল বিধি॥ তোমার সৌভাগ্য চন্দ্র নিকটে উদয়। পাইবে পরম প্রীত দেখিলে নিশ্চয়॥ হল ভাল হৈমবতী হারাইলা হরে। ভবভোগ্য ভাগ্যের উদয় তব পরে॥ শীঘ্র যাও পরগলে স্ফাটিক রতন। পাইবে পরম সুখ করহ যতন॥ এইরূপ সখী বাক্য শুনি সুরধুনী। হর্ষে শিব সন্নিধানে আইলা আপনি॥ বিল্ল কুঞ্জে বিচ্ছেদে বিমর্ষ বসে হর। ভাবিছেন ভোলানাথ কাতর অন্তর॥ হেন কালে তথা আসি গঙ্গা উত্তরিলা। শিব দেখি শশিমুখী হর্ষিতা হইলা॥ কহিছেন কেন প্রভু এমন দুর্দশা। তোমারে দেখিয়া দুঃখ হইল সহসা॥ একিং একাকী না দেখি হেন কভু। প্রেয়সী নিরাশি বসি রেখা কেন প্রভু॥ সে তোমার তুমি তার নাহিক বিচ্ছেদ। এমন সুখের প্রেমে কে করিল ছেদ॥ না যায় সকল কাল অবার [illegible]। এবিষয়ে সর্ব্বদর্শী আপনি প্রকাশ। ভালং আগমন হয়েছে এ দেশে। অধিনী বলি [illegible] পড়েছে কি [illegible]॥ [illegible] ভাগ্যোদয় অদ্যি এত ভাগ্যোদয়। চকোরী [illegible] পূর্ণ চন্দ্রোদয়॥ নিকটে

পেয়েছি যদি পূর্ব্ব ভাগ্যোদয়ে। ছাড়িয়া নাদিব আজি রাখিব হৃদয়ে।। নির্জ্জনে পেয়েছি কান্ত ক্ষান্ত কেন হব। ভক্তিভাবে ঐ পাদপদ্ম ধরি রব।। এত বলি গঙ্গা গঙ্গাধর বাম পাশে। বসিলেন মনোরথ পূরণের আশে।। রসময় রসিকা রসের নাহি ভঙ্গ। ক্রমে২ উথলিল রসের তরঙ্গ।। সেরস তরঙ্গ রঙ্গে সুরতরঙ্গিণী। হইলেন শিবসহ সুরত রঙ্গিণী।। কি কহিব নানা মত রসের উদ্ভব। ভবানীর পূর্ব্ব ভাব ভুলিলেন ভব।। পার্ব্বতীর সখী আছে সমীপে ইহার। এরূপ হইলামত্ত অন্ত নাহি তার।। কিন্তু সখী দেখি মহেশের ব্যবহার। বাহিরে আপনি গেলা চিন্তিয়া অপার।। কি করি কেমন করে যাইব তথায়। বিরহে কা তরা তারা আছেন যথায়।। তুমি শান্তাহও আমি আনি গিয়া হরে। এতবলি আইলাম এখানে সত্বরে।। ভাল করিলাম কার্য্য সাধন তাঁহার। কিরূপ কহিব কথা সেখা নে এবার।। যদি নাহি যাই তথা সেও ভাল নয়। কিজা নি কি ঘটে তথা নাহিক নিশ্চয়।। গিয়া কিবা কব [illegible] না গেলেও নয়। উভয় শঙ্কট হল এবার নিশ্চয়।। [illegible] টে নাগেলে দোষ অনেক প্রকার। গেলে [illegible] দোষ বিচ্ছেদ আকার।। যাইবার হবে করি [illegible] ন। কাতরা হইলে কব প্রবোধ বচন।। এতবলি সখী [illegible] করিলা গমন। পার্ব্বতীর সন্নিধানে দিলা দরশন।। অন্য বারে আইলেন হয়ে হাস্যমুখী। এবার আইলা নতমুখী অতিদুখী।। সাধিতে না পারি কার্য্য অতি শয় [illegible]। একাকিনী আইলা এবারে প্রিয়হীনা।। একপ

দেখিয়া দেবী সখীর আকার। মনে বুঝিলেন সেই প্রিয় ব্যবহার ॥ আমার বৈরিণী যেই তাহার এ দেশ। আমা র সহিত তার সর্ব্বদা বিদ্বেষ ॥ তাহার মানস হরে একা করে ভোগ। আমার কারণে তাহা না হয় সংযোগ ॥ সে জানে অনেক কলা পুরুষ ভুলাতে। জ্ঞান হয় বুঝি ভোলা ভুলেছেন তাতে॥ আমারে পাঠায়ে দিয়ে নিকু ঞ্জ কাননে। অন্যা সহ ক্রীড়া তাঁর হৈল সংগোপনে॥ এই সত্য২ কভু মিথ্যা নয়। সেই সত্য মনে, যাহা শীঘ্র প্রাপ্ত হয়॥ অন্যথা এমন ভাবে সখীর গমন। এখানে হইল কেন তার কি কারণ ॥ এত বলি বিপ্রলব্ধা ভাব পেয়ে তারা। কহিছেন সখীরে নয়নে বহে ধারা ॥ ৪ ॥

অথ বিপ্রলব্ধা বর্ণনং।

গারা ভৈরবী রাগেণ।

শঠ পঞ্চানন বঞ্চিত-চিত্তা। বিলসদনূন সতী-ব্রত বিত্তা ॥ ১ ॥ হরি হরি রোদিমি পরিগত কুঞ্জা। বিহরতি সাতুপরা সুখপুঞ্জা॥ ধ্রু ॥ মনিময় নূপুর রণিত সুচরণা। কাম মহার্ণব কৃত সন্তরণা॥ ২ ॥ সরসন জঘন বিবিধ গতি লোলা। মণ্ডিত গণ্ড সুকুণ্ডলদোলা ॥ ৩ ॥ মৃদুতর সুবলিত ভুজলতিকান্তাং। সাপরি পশ্যতি সুশয়িত কা ন্তাং ॥ ৪ ॥ রসময় সঙ্গমরস পরি পূর্ণা। বদন সুধাসব পান বিঘূর্ণা ॥ ৫ ॥ প্রিয়জন সরস কথা বশ হৃদয়া। বিস্মৃত পূর্ব্ব রতারপি সদয়া ॥ ৬ ॥ রতি সুখ সময় [illegible]॥ [illegible] সুশয়না ॥ ৭ ॥

শ্রীগঙ্গাধর ভণিত মুদারং। রসয়তু রসিক জনা নমু খারং ॥ ৮ ॥

পয়ার। অবলা সরলা আমি সতী পতি ব্রতা। নির বধি তাহাতে কেবল আমি রতা ॥ তাহার অসাধ্য নাই শঠ পঞ্চানন। কুহকেতে বঞ্চিত করিল মম মন ॥ ১ ॥ কেবা জানে শেষে হবে এমন বিধান। জানিলে কে আসিত বলহ এই স্থান ॥ ভুলায়ে আনিল মোরে সুখের কারণ। তাহা গেল দূরে দুঃখ হল অগণন ॥ যাহার কপালে যাহা থাকে তাহা হয়। কে করে অন্যথা তাহা বলহ নিশ্চয় ॥ তাহার কপটে কুঞ্জে করিয়া গমন। হরি২ করিতেছি কেবল রোদন ॥ তাহার কপাল ভাল করিছে বিহার। সুখের নাহিক শেষ কি কব তাহার ॥ ধ্রু ॥ ক্রীড়ার সময়ে তার অঙ্গের দোলন। মণিময় নূপুরেতে শব্দিত চরণ ॥ করিতেছে কাম মহার্ণব সন্তরণ। সেই সুখে সুখী সদা হইতেছে মন ॥ ২ ॥ শুভেছে রসনা দাম এমন জঘন। ঘন২ হইতেছে তার আন্দোলন ॥ তাহে ক্ষুদ্র ঘন্টিকার শব্দ সুমধুর। এইরূপে বুঝি মন ভুলাল বঁধুর ॥ সেই ভাবে দুলিতেছে, কর্ণের কুণ্ডল। তারদীপ্তে গণ্ড দেশ করে ঝলমল ॥ হেন গণ্ড দেখে কেবা না করে চুম্বন। ভোলাইল ভাবনে ভোলার ভাল মন ॥ ৩ ॥ মৃদুতর সুবলিত ভুজলতা তার। তাহাতে আশ্রয় করি সুখে অনিবার ॥ অতি শান্ত হয়ে কান্ত আছেন শয়নে। সেধনী দেখিছে সুখে আপন নয়নে ॥ ৪ ॥ [illegible] [illegible] মৃতে পরিপূর্ণা। [illegible] অধরা মৃত [illegible] [illegible]

আপনার হিতাহিত না করে বিচার। কান্তের যেমন মন তাইকি তাহার ॥ ৫ ॥ কহিতেছে কান্ত কত প্রিয় রস কথা। তাহা শুনি তাহার ঘুচিছে মনো ব্যথা ॥ এইরূপ বুঝি বশীভূত হয়ে মন। বিপরীত রতিতেও নাচাহে প্রার্থন ॥ ৬ ॥ সেরতির সুখের সময় যেই রস। সেইরসে হইয়াছে নয়ন অলস ॥ স্মরহর পরিসর হৃদয়ে শয়ন। করিয়া আছেন বুঝি এই লয় মন ॥ ৭ ॥ গঙ্গাধর বিরচিত পার্ব্বতী বচন। করুন রসিক জনে রস বিতরণ ॥ ৮ ॥

সখিনতে বিনতে পরিদূষণং যদিহনাগত এষমম প্রিয়ঃ। পুনরয়ং মম ভাগ্যবিপর্য্যয়ো যদধুনা মধুনা বিরহার্পণং ॥ ৫ ॥ অন্যাং নৈবমনোগতাং প্রকুরুতে মাং [illegible]ঃ সদা দত্বার্দ্ধাঙ্গমচিন্তয়া প্রিয়তয়া ভূত্বার্দ্ধনারীশ্বরঃ। সোহয়ং মাং স্বয়মেব নির্জ্জন বনে সংপ্রেষ্য গত্বান্যত্র আমন্যাং ভজতেনচ স্মরতিমাং ধিক্ সৌভগংমেহস্তিঃ ॥ ৬ ॥ যোদ্বাভ্যাং লোচনাভ্যামনুদিন মপিমাং [illegible]ভ্রূভঙ্গিংন যাতঃ পশ্চাল্লালাট নেত্রং ব্যিদধদতি সুখং আপকাপত্য হীনঃ। পঞ্চাস্যৈর্ম্মদ্গুণানাং কথন মপি সদা যোহকরোদেকভাবঃ কস্মাত্তস্যেয়মীহা ভবদতি সরসা [illegible] নারী প্রসঙ্গা ॥ ৭ ॥

পয়ার। শুনি সখী এইরূপ পার্ব্বতীর কথা। অতি [illegible]চিতেতে প্রবেশিল ব্যথা ॥ নতমুখী হইয়া রহিলা সেই স্থানে। পরে দেবী তারে কহিছেন সবিধানে ॥

না আইল হেথা প্রিয় তাহে নাহি রোষ। সখি তোর ইহাতেও কিছু নাহি দোষ॥ পুনঃ এই জানি মম ভাগ্য বিপর্য্যয়। আমারে ছাড়িয়া প্রিয় তাতে রত হয়॥ মধু হয়ে করিলেক বিরস অর্পণ। কে খণ্ডিতে পারে সখি ললাটলিখন॥ ৫॥ আর এক শুন সখি আশ্চর্য্য কথন। কেমনে হইল তার অন্যাপ্রতি মন॥ আমারে সর্ব্বদা ধ্যান যেই জন করে। অন্য নারী মনেতেও নাহিক কিছু রে॥ অচিন্ত্য সে প্রেম নহে চিন্তার গোচর। অর্দ্ধ অঙ্গ দিয়া মোরে অর্দ্ধনারীশ্বর॥ হেন জন কাশীমাঝে আমারে আনিয়া। অন্যদিকে গেল কুঞ্জবনে পাঠাইয়া॥ একবার আমারে না করিল স্মরণ। নয়ে অন্য নায়িকা রসের আলাপন॥ মরণ হইতে এই যাতনা অধিক। বুদ্ধিহীনা আমার সৌভাগ্যে ধিক২॥ ৬॥ অপর শুনহ সখি বিশেষ বচন। পূর্ব্ব কালে শঙ্কর ছিলেন দ্বিলোচন॥ মম অপরূপ রূপ হেরি দুনয়নে। পরিপূর্ণ তৃপ্তি তাঁর না হইল মনে॥ পশ্চাৎ ললাট নেত্র করিয়া স্থাপন। অতিসুখ পাইলেন করিয়া দর্শন॥ অন্তরে বাহিরে সদা প্রেমের প্রকট। কিঞ্চিৎ নাহিক ছিল মনেতে কপট॥ পঞ্চ মুখে এক ভাবে মম গুণগান। তাঁহার ঘটিল কেন এমন বিধান॥ এরূপ সরস চেষ্টা অন্য নারী প্রতি আমাছাড়ি হৈল তার কিরূপ দুর্গতি॥ ৭॥

ততঃ সখীপর্ব্বত নন্দিনী বচঃ শ্রুত্বা সমাকর্ণ্য জগাদ তাং পুনঃ। স্মরাপগাপ্রীতিকরস্মরাঙ্কিতাশয়াং গিরং রোষিতদোষখণ্ডিকাং॥ ৮॥

...য়ার । শুনি সখী এইরূপ পার্ব্বতী বচন । ...বকে নাগিলা পরে কি করি এখন ॥ দেখিলাম যেরূপ হরের ব্যবহার । প্রকাশ করিলে হবে অনর্থ অপার ॥ তাহ আবরিয়া যদি থাকি মৌন ভাবে । কেবল আমার দোষ বুঝিবেন তাবে ॥ এহত নহেক ভাল তবেবা কি করি বিচারে... নহেক্ষণ পোহায় সর্ব্বরী ॥ যার দায় সেই জানে আমার কি হয় । সত্য কথা কহিব তাহাতে কিবা ভয় ॥ ইহাতে হইবে এক আশ্চর্য্য উদয় । শিবা শিব কলহ কে মন রূপ হয় ॥ দেখিব কৌতুক বড় অভিলাষ মনে । পশ্চাৎ মিলায়ে দিব নিকুঞ্জকাননে ॥ আপনার দোষ খণ্ডে সত্য বাক্য হয় । এবাক্য কহিতে কিবা হবে দোষোদয় ॥ এতভাবি কহিতে নাগিলা সে বচন । যেরূপে হইবে নিজ দোষের খণ্ডন ॥ সুরধুনী প্রীতি কর শঙ্কর যে রূপ । বিস্তারিয়া বিবরণ ক্রীড়া অনুরূপ ॥ ৮ ॥

শরফরদা রাগেন ।

পূর্ণ সুধাকর দীধিতি সুন্দর ধবল কলেবরধারী । মৌলি মিলৎ শশি খণ্ড সুমণ্ডন যোষি দনাবৃতকারী ॥ গা। হর ইহ দেবধুনী তট কুঞ্জে । বিয়োগিনি বিহরতি মধুকর পুঞ্জে ॥ ধ্রু ॥ পরিমিলিতা সুরশৈবলিনী রসকেলি পারায়ণ শীলা । ভবদম্বু ভাবিত সুরস বিলোপক মোহ করোত্তমলীলা ॥ ২ ॥ সুরতটিনী গুণগান পরোন স্মরতি ভবন্তুমু জাতং । প্রিয়াতিতামনু চুম্বতিতন্মুখ মিন্দু শতা ধিক তাতং ॥ ৩ ॥ নির্জ্জন সঙ্গত পশুপতিপতি মদ লক্ষ

মুহূর্ত্ত বিশেষা। নিপততি তদুরসি চুম্বতি তন্মুখ মলসজ্জ ঘনগতিরেষা ॥ ৪ ॥ কিমিতি বিরোদিষি শিরশিব শিব ইহ নারাস্যন্তি সুখশালী। রসিকা রস পরিপূর্ণ মনো রথবর নলিনাদ্ভুত মালী ॥ ৫ ॥ কুরুতে নিজহৃদিদয়িতা মপিদয়িত শ্ছলতোঽর্থিত সঙ্গাং। সকল ভুবন জনকোঽপি শিরসি পরিদধে তরলতরঙ্গাং॥ ৬ ॥ সুরসরিতা কৃত মতিসয় সৌভগ মনুবর্ণয়িতুমশক্তা। ত্রিভুবন নাথ হরে ণ শিরোমণিবদিয় মধারি বিরক্তা ॥ ৭ ॥ শ্রীগঙ্গাধর ভণিত মিদং শশিমৌলি মহাদ্ভুত খেলং। বিষয় বিষাতি বিঘূর্ণিত মানস মধি সুখয়ত্বনুবেলং ॥ ৮ ॥

পয়ার। শুন২ বিরহিণি বিশেষ কথন। তথা ত্রিলোচন যেইরূপ আচরণ॥ সুরধুনীতীরে বিল্লকুঞ্জ মনোহর। গুণ২ শব্দে সদা গুঞ্জে মধুকর॥ সেই স্থানে করিছেন মহেশ বিহার। পরে কহি শুন সখি বিশেষ তাহার॥ ধ্রু॥ পূর্ণ সুধাকরের কিরণ কি সুন্দর। তাহাহতে শুভ্রবর্ণ সেই কলেবর॥ তাহাতে মিলেছে শশি খণ্ডের ভূষণ। তাহা দেখি থাকে কি নারীর আবরণ॥ হেনরূপ মহেশ্বর করিয়া ধারণ। নাশিছেন কামিনীর লজ্জা সম্বরণ॥ কেবা ধৈর্য্য হয় তার এরূপ দেখিয়া। বিশেষতঃ আপনার সমীপে পাইয়া॥ ১॥ অতএব সুরধুনী আসিয়া মিলিলা। নিরবধি রসকেলি পরায়ণ শীলা॥ তোমাতে উদয় আছে যতেক সুরস। এমন তাহার লীলা করিল বিরস॥ হইলা মহেশ মুগ্ধ সেই লীলারসে। ভুলিলা তোমারে হয়ে তার বশে॥ ২॥ পঞ্চমধ্যে তবগুন গাইছেন

হর। এখন গঙ্গার গুণ গানেতে তৎপর॥ বুঝি ভবঙ্গন আর নাহিক স্মরণ। তাহইলে হবে কেন এরূপ ঘটন॥ যে দেহ তোমাকে হর করিলা অর্পণ। সেই দেহে করিছেন গঙ্গা আলিঙ্গন॥ শত২ চন্দ্র হৈতে দীপ্ত সেই মুখ। চুম্বন করিয়া কত পেতেছেন সুখ॥ ৩॥ এইরূপ হর হৈতে পাইয়া আদর। কিরূপ করিলা শুন গঙ্গা তার পর॥ নির্জ্জনে পাইয়া একা পশুপতি পতি। তাতে নব সঙ্গমেতে আনন্দিতা অতি॥ কিরূপ আনন্দ তার নাহিক তুলনা। খাইল লজ্জার মাথা যাহাতে ললনা॥ কখন হরের হৃদি করেন শয়ন। কখন তাহার মুখ করেন চুম্বন॥ অলস ভরেতে মন্দ জঘনের গতি। অপরূপ কিবা সেই বিপরীত রতি॥ সরস্বতী সুগুপ্ত প্রবাহ পঞ্চানন। তদুপরি গঙ্গা গঙ্গা প্রবাহ যেমন॥ যমুনা প্রবাহ তুল্য এলো কেশপাশ। প্রায় যেন মুক্ত বেনী প্রয়াগ প্রকাশ॥ ৪॥ হায়২ কেন মিছে করিছ রোদন। আরকি এদেশে আসিবেন পঞ্চানন॥ রসিকার রসে পরিপূর্ণ মনোরথ। ভুলিয়া গেছেন তিনি এদিকের পথ॥ বর অরবিন্দের অদ্ভুত মাল্য গলে। সুখেতে আছেন সদা আপন কৌশলে॥ ৫॥ আর এক দেখিলাম অদ্ভুত ব্যাপার। শুনিলে তোমার মনে হবে চমৎকার॥ পুরুষে প্রকাশ ভাব স্পষ্ট জানাযায়। নারীর নিগূঢ ভাব ব্যাঙ্গেতে বুঝায়॥ ছলেকলে যদি নারী পতি সঙ্গচায়। রসিক নাগর করে হৃদয়ে তাহায়॥ এহাতেই মান বাড়ে কামিনীর অতি। এর বাঞ্ছা চায় নাই নারী উর্দ্ধ গতি॥ কিন্তু যাহা

দেখিলাম কিকব কথায়। হৃদয় লঙ্ঘিয়া স্থান পেয়েছে মাথায়॥ এই ত্রিভুবনের জনক যেই জন। তাহার উচিত নহে করিতে এমন॥ তরল তরঙ্গা গঙ্গা চঞ্চলা তাহাতে। কিগুণে ধরিলা মাথে গুণ নাহি যাতে॥ ৬॥ সুরধুনী কৃত যেই পুণ্য অতিশয়। তাহার বর্ণনেতে সমর্থা কেবা হয়॥ ত্রিভুবন নাথহর সর্ব্ব দেব মণি। মস্তকে রাখিলা যারে যেন শিরোমণি॥ তথাপি সে সুরধুনী সতত বিরক্তা। না জানি কি করিতেন হলে অনুরক্তা॥ ৭॥ চন্দ্রশেখরের এই অদ্ভুত চরিত। এ অতি আশ্চর্য্য গঙ্গাধর বিরচিত॥ বিষয় বিষেতে বিঘূর্ণিত মন যার। তাহারে করুন অতি সুখি অনিবার॥ ৮॥

স্বৈরিণ্যা সহসঙ্গমা চতুরয়া মুগ্ধস্তদাশক্তধী র্বিস্মৃত্যা ন্য বরাঙ্গনাবহুগুণাংস্তস্যাঃ সমুৎকর্ষতাং। হীনায়া অপি সন্তনোতিগুরুতাং নালোকয়ত্যাত্মনস্তৎ কার্য্যং কুরুতে যথা প্রিয়তমা প্রীতিং ভক্তেদানতঃ॥ ৯॥ ভ্রত্র্যবং ক্রিয়তে তদীয়রসসংমত্তেন হিত্বা স্বকং ধৈর্য্যং তত্ত্বিজ দোষ দর্শন মকুর্ব্বন্ত্যোহবলাঃ কুর্ব্বতে। যা নানাপথগা মিনী কুটিলগা সারা জড়া স্বৈরিণী তস্যা দুষ্কর সেবকিং প্রভুশিরঃ সংগোপনালম্বনং॥ ১০॥

কান্তেত্বদ্বদনং ময়াতি সুধিয়া চন্দ্রাধিকং নিশ্চিতং যদ্বস্ত্রাতিসুখং গুণাকরমিদংসদ্ভিঃ সদাগীয়তে। ইত্যা কর্ণা সমুদ্যদিন্দুনিহিতং বক্তুং তদূর্দ্ধীকৃতং সর্ব্বাণ্যাঃ পরি চুম্বিতং স্মরহরেণাব্যাৎসদা বোঽনিশং॥ *॥ ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে বিপ্রলব্ধাবর্ণনে বিদগ্ধবধজোনাম

পয়ার। সর্ব্বসুর সেব্যশিব সর্ব্বশাস্ত্র সার। কিহেতু এমন মন হইল তাহার॥ সর্ব্বশিব্র সরোরুহে যার সদা বাস। যোগিগণ যাহারে দেখিতে করে আশ॥ তাহার কেমনে বুদ্ধি হইল তথায়। সোহাগে রাখেন নারী আপন মাথায়॥ যদিবল এ সকল ঘটিল কেমনে। কহিশুন মুনে কর যে হয় বিধানে॥ চতুরা স্বৈরিণী নারী যে করে সঙ্গম। অবিলম্বেহয় তার মনোগত ভ্রম॥ আপনি হইয়া মুগ্ধ ভাবে অনুক্ষণ। অন্যনারী বহুগুণ না করে স্মরণ॥ স্নেহয় যদ্যপি হীনা না করে বিচার। তাহার পূজ্যতা করে সর্ব্বত্র প্রচার॥ আপনার গৌরব সৌরভ দূরে রয়। যাতে প্রীতি ভজে সেই সে কর্ম্ম করয়॥ আপুনি কখন হয় তারকাছে নত। বশ্য নায়কের ভাব আরকব কত॥ ৯॥ যদিবল ভোলানাথ সর্ব্বত্রবি ভোলা। নারীর প্রসঙ্গে কেমনা হবেন ভোলা॥ সোহাগে করিলা যদি মস্তকে স্থাপন। নারীর কেমনে হল এরূপ মনন॥ ইহা যদিবল তার শুনহ উত্তর। স্বৈরিণী নারীর গুণ কতমহত্তর॥ পাইয়া নারীর রস তাতে হয়ে মত্ত। পতি যে কার্য্যেতে হন যখন প্রবর্ত্ত॥ তখন করয়ে নারী তাহাই স্বীকার। কোথায় থাকয়ে তার ধৈর্য্য সমাচার॥ যদি কেহ করে পরে দোষ আরোপণ। সে কালেতে নাহি হয় তাহার দর্শন॥ সামান্য নারীর জানি এই ব্যবহার। তাহার সে রূপ হবে কিবিচিত্র তার॥ কুটিল গতিতে নানা পথে যেবা যায়। অসারা সর্ব্বদা জড়া স্বচ্ছন্দে বেড়ায়॥ প্রভাশিরে সংগোপনে তাহার গমন। এহাতে দুষ্কর

কিবা আহার ঘটন॥ কবিকহে বুঝ এর ভাবার্থ নিশ্চয়। স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান রূপ হয়॥ যেই গৌরী সেই গঙ্গা নাহিক প্রভেদ। রসপোষ কারণে প্রভেদ কহে বেদ॥ অতএব অভেদ দেখিবে সর্ব্বজন। কাব্য রস হেতু মাত্র প্রভেদ বর্ণন॥ ১০॥ বিচ্ছেদ বর্ণন কবি পাইয়া বিষাদ। বর্ণিয়া মিলন করিছেন আশীর্ব্বাদ॥ একদিন পার্ব্বতী সহিত মহেশ্বর। কৈলাস পর্ব্বতে বিহরেন তদন্তর॥ অপূর্ব্ব সে পূর্ণচন্দ্র হইল উদয়। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার করিলেক ক্ষয়॥ চন্দ্র দেখি হইয়াছে কাম উদ্দীপন। মনে হলো করি গৌরী বদন চুম্বন॥ কিন্তু সে মানিনী গৌরী কেমনে সহিবে। যে প্রকারে হয় ছল করিতে হইবে॥ কখন হইবে নাই হইলে সরল। অতএব কিঞ্চিৎ করিতে হবে ছল॥ বলিলে স্বীকার নাহি স্ত্রী জাতির হয়। মনে এই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না সয়॥ ছলে তুষ্ট নারীজাতি প্রকাশে ডরায়। অতএব ছল করা উচিত এহায়॥ এতেক ভাবিয়া হর হৈমবতী প্রতি। কহিছেন মৃদু২ মন্দ স্বরে অতি॥ শুন কান্তে কিসুন্দর তোমার বদন। চন্দ্রেতে তুলনা নাহি ঘটয়ে কখন॥ চন্দ্র হতে অধিক ধরয়ে এই গুণ। তাহার বিশেষ কথা বিবরিয়া শুন॥ চন্দ্রেতে কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক এই মুখ। দিনে দীন ভাব চন্দ্র মুখ দেয় সুখ॥ তোমার এমুখ সবে বলে গুণাকর। চন্দ্রেরে সকল লোক বলে দোষাকর॥ এইরূপ সাধুলোক সদাকরে গান। চন্দ্র হতে অধিক এ মুখের ব্যাখ্যান॥ এই কথা শুনি চন্দ্র করিতে দর্শন। পার্ব্বতী উর্দ্ধেতে মুখ করিলা যখ

র ।। অমনি করিলা হর যে মুখ চুম্বন । হেন মুগ্ধ গৌরীমা দের করুন রক্ষণ । গঙ্গাধর কৃত বিপ্রলব্ধার বর্ণন । হইল সপ্তম সর্গ এই সমাপন ।। * ।। ৭ ।।

অথ খণ্ডিতাবর্ণনং ।

নিশাব সানেহথসমাগতং হরং সমীক্ষ্যদূরা দতি রোষদূষিতা । সমগ্রনক্তং স্মরবাণবিক্ষতা সখীজনং তং পুনরাহপার্ব্বতী ।। ১ ।।

পয়ার । অতঃপর শুন সবে খণ্ডিতা বর্ণন । শুনিয়া সন্তুষ্ট হবে সকলের মন ।। অন্যনারী সম্ভোগের চিহ্ন লয়ে কান্ত । নায়িকা নিকটে আসে যদি হয়ে ভ্রান্ত ।। তাহারে দেখিয়া নারী হয়ে রাগান্বিতা । আপুনি ধরেন নাম পরেতে খণ্ডিতা । খণ্ডিতা নায়িকা হয়ে পরে করে মান । ক্রমেতে শুনহ এর বিশেষ বিধান ।। সুরধুনী মনো রথ পূর্ণ করিহর । নিশি শেষে সেই দেশে আইলা সত্ব র ।। দূরেহতে দেখি গৌরী মহেশ আকার । এমনি হই লা যেন ব্রণে দিলক্ষার ।। মনেতে যাছিল তার হইয়াছে ভঙ্গ । সমস্ত রজনী কামবাণে ক্ষত অঙ্গ ।। ক্রোধ যুতা হয়ে সখী করি সম্বোধন । করিছেন পার্ব্বতী হরের নিবারণ ।। ১ ।।

ঝিজিট রাগেণ ।

পূর্ণ শাশ যুক্ত রজনীর সফলতা । অত্রদিশি শেখ নিশি কেয়ঞ্চিধস্তা ।। ১ ।। ক্রহি সখি যাতুমিম মত্রাঁ

নাশকৃতং। নাপিমমসৌখ্যকর মন্য ললনারতং ॥ ধ্রু ॥ এক করণত্বমপি যেন মম কল্পিতং। তেন মম তাপকর কার্য্যমিদমুথ্থিতং ॥ ২ ॥ যোহত্তি সুখহেতুরপি তাপচয় কারণং। তাপকর মালি কথমস্য বিনিবারণং ॥ ৩ ॥ শঙ্খ শশিকুন্দ রজতাদ্রি ধবলাম্বরং। নৈবমম দৃশ্যমর বিন্দমপি পাণ্ডুরং ॥ ৪ ॥ কিঞ্চিদপি মন্মনসি ভাতি নহি যংবিনা। তেন রহিতাস্মি পরযোষি দনুভাবিনা ॥ ৫ ॥ অত্রহিমনির্ঝর পয়োহপি দহনাযতে। নীলনলিন স্রগপি কালভুজগাযতে ॥ ৬ ॥ এবমপরাপি মম যংকৃত সুখা ভনা। তেনমম ভাতি কিমু সৌখ্য মকৃতাত্মনা ॥ ৭ ॥ এতদতি রম্য মনুবদতি গঙ্গাধরে। কোহপি নহিপাস্যতি রসস্তু বনিতাধরে ॥ ৮ ॥

পয়ার। অগ্রে যেই থেকে শিব উগ্রহন শেষে। তার আগমন আর কিহেতু এদেশে ॥ বল সখি হেথাহতে অন্যত্র যাইতে। কিফলে এখন আশা নাপারি বুঝিতে ॥ অন্য রমণীতে রত হয় যেই জন। আমার সে সুখকর নাহয় কখন ॥ ধ্রু ॥ পূর্ণশশি সেবিত এ সুখের রজনী। আমার বিফলে গেল দেখহ স্বজনী ॥ প্রিয়া পাশে রজনী বঞ্চিয়া নিশি শেষে। আমারে জানাতে কেন আইল এদেশে ॥ দেখ সখি মহেশের কি ধৃষ্টতা অতি। নাহি লজ্জা ভয় আগমন অব্যাহতি ॥ ১ ॥ দুই অঙ্গ এক অঙ্গ হইল যখন। তখন আমার শ্লাঘা করিত যে জন ॥ রস ময়ী রসিকা রমণী তুমি ধন্যা। তোমাতুল্যা কামিনী ভুবনে নাই অন্যা ॥ পতির বাসনা পূর্ণ করে যেই নারী।

সেই ধন্যা মান্যা গণ্যা কেবা তুল্যা তারি ।। অর্দ্ধ অঙ্গ দিয়া মম পুরাইলে আশ। হইলাম বিক্রীত ওপদে আমি দাস ।। এইরূপ ছিল যার কথন নিশ্চিত। সেও তাপকর কার্য্য করিল উত্থিত ।। অতুল সুখের দাতা তাপদাতা হলে। কি যাতনা হয় শেষ নাহি শেষ হইল।। ২।। যেজন আছিল অতি সুখের কারণ। অত্যন্ত দুঃখের হেতু হৈলে সেই জন।। কভু করা যায়নাই তাহার দর্শন। দেখিলে কেবল হয় তাপ উদ্ভাবন।। অতএব এসময় তার নিবারণ। কেন সখি হবে মম তাপের কারণ।। দর্শনে বিষম তাপ অদর্শনে নয়। অতএব অদশন ভাল এসময় ।। ৩ ।। উহার দর্শন দূরে থাকুক এবার। শুক্লবর্ণ বস্তু সখি না দেখিব আর ।। শঙ্খ শশি কুন্দপুষ্প রজত পর্ব্বত। শুক্লবস্ত্র শ্বেতপদ্ম এরূপ যাবৎ ।। অদ্যাবধি দেখিবনা কখন নয়নে। যাথাকে কপালে সখি হবে সেই ক্ষণে।। ৪ ।। যাহা বিনা মম মনে কিছু নাহি ভায়। শয়নে স্বপনে মনে দেখিতাম যায়।। এপ্রকার মম মন যার প্রতি ধায়। কিবা ধর্ম্ম সেই জন ফিরে নাহি চায় ।। পর নারী সঙ্গরস করি অনুভব। ছাড়িল আমারে সে লম্পটগুরু ভব।। ধিক২ আমার জীবনে ধিক২। নাজানি কপালে আর কি আছে অধিক।। সকল তাহার বাম প্রিয় যার বাম। কারহতে তার সিদ্ধ নহে মনস্কাম ।। ৫ ।। এসব প্রত্যক্ষ সখি দেখহ এখন। যে ছিল সুখের হেতু সে দুঃখ কারণ ।। শীতল নির্ঝর জল যেমন দহন। তাপ দিতে নহে ক্ষান্ত ভ্রান্ত করে মন ।। নীল পদ্ম মাল্যগলে,

দেখি হয় ভ্রম। দংশিল আমারে যেন কাল ভুজঙ্গম ।। এরূপ যাতনা আর কত যে যাতনা। সকল কারণ সেই তুমিকি জাননা।। যেজন দিলেক এত যাতনা আমারে। তাহা হতে আর সুখ হবে কি প্রকারে ।। জান সখি সদা তার নহে ভাল মন। কেবল জ্বালান মাত্র এরূপ ঘটন ।। ৭ ।। এই অতি রম্য বিরচিলা গঙ্গাধর। ইহাতে করিয়া রসপান নিরন্তর ।। বনিতা অধর যেই রসের নিধান। তাতে রস কেহ আর না করিবে পান ।। ৮ ।।

দরবিকশিতায়াং নলিন্যা মথগামিন্যা মতি শেষায়াং। ইতিবাদিন্যাং গিরিজায়াং তদন্তিক মপাগতঃ শূলী।। ১।। ততোঽন্যনারী কৃত সঙ্গমং হরং বিলোক্য সাকোপ বিদূষিতা সতী। অবাঙ্‌মুখী ত্যক্ত বিভূষণাসনাশিবং সমুদ্দিশ্য বভাণ খণ্ডিতা ।। ২ ।।

পয়ার। এইরূপ বাক্য তথা কহিতেং। হইল রজনী শেষ প্রায় আচম্বিতে ।। পূর্ব্বদিকে পেয়ে কিছু কান্তের উদ্দেশ। নলিনীর হইয়াছে প্রকাশ বিশেষ ।। হেনকালে পার্ব্বতী নিকটে পশুপতি। আইলেন ভয়ে ভীত মন্দং গতি ।। ১ ।। তদন্তরে হরে গৌরী করি নিরীক্ষণ। অন্য নারী সম্ভোগের যেরূপ লক্ষণ।। বাড়িল প্রণয় কোপ হইল দূষণ। খুলিয়া ফেলিলা সব অঙ্গের ভূষণ ।। ভূমিতে বসিলা ছাড়ি উত্তম আসন। অধোমুখী শিবে না করিয়া নিরীক্ষণ ।। হইয়া খণ্ডিতা তায় প্রণয় ভৎর্সন। কহিতে নাগিলা উপযুক্ত যে বচন ।। ২ ।।

ভৈরব রাগেণ।

কিংকারণ মত্র গমন মেতদ সুখ কাননে। কাম বিশিখ, পূর্ণ সুশিখ পাবক সমতাপনে ॥ ১ ॥ তামনুসর লম্পট হর, যাতব সুখ দায়িনী। কেলি নয়ন পুষ্প শয়ন সঙ্গম সুখ শায়িনী ॥ ধ্রু ॥ কিমিদং তবরূপ মঙ্গল মঙ্গু তত রমীদৃশং। সহসা মম ভাতি মনসিশিতিবাসসিযাদৃশং ॥২ ॥ কজ্জল মলিনীকৃতমিদমধুনা দশনাম্বরং। তনুতে তব নামগরল পানা দধিকম্বরং ॥ ৩ ॥ দরমীলিত নযনাধিক সুন্দরমিদমাননং। কল্যোসরইব বিভাতি সরসীরুহশোভনং ॥ ৪ ॥ বক্ষসিতব পদযাবকলাঞ্ছন মধুনা স্ফুটং। সরসী বহিরক্তোৎ পলমাভাত্যধিকং স্ফুটং ॥ ৫॥ মদন স্মরতার্পণ পণ দহনালয়মীক্ষণং। অধুনা তব ভাতি ভদতি শৈত্যমিলন লক্ষণং ॥ ৬ ॥ দশনক্ষতমধরং কিমু গোপাযসিমাদৃশাং। বিজ্ঞাপয়তীয়মদ্য তবযালসতাদৃশাং ॥ ৭ ॥ ইতি শঙ্কর মোহনকর গিরিজাপরি ভাষণং আস্বাদয় রসিকোত্তম গঙ্গাধর বাসনং ॥ ৮ ॥

পয়ার। যাও২ তাহার নিকটে যাও২। সর্ব্বদা যথা সুখ অবিশ্রান্ত পাও ॥ নানামত ক্রীড়া যাতে হয় উপ্তাবন। এমন সুগন্ধি পুষ্পে রচিত শয়ন ॥ তাহাতে সঙ্গম আশে সুখে যেই নারী। শয়ন করিয়া থাকে তুমিত তাহারি ॥ যাও২ জানাগেল তুমিহে লম্পট। কতক্ষণ মিছা আর থাকিবে কপট ॥ ধ্রু ॥ এ অসুখ কাননে কেনহে আগমন। এদেশ সে দেশ নয় বিদেশ যেমন ॥ ছাড়িয়া সুখের দেশ দুঃখের সম্ভোগ। করিতে এদেশে কেন হই

ল সুযোগ ।। সদা তাপদেয় হেথা অনঙ্গের বাণ । সুশিখ পাবক সম তাহার বিধান ।। অতএব হেথা থাকা নাহি প্রয়োজন । যথা সুখ তথাকর সচ্ছন্দে গমন ।। ১ ।। হায়২ কিবা রূপ হয়েছে তোমার । এমত অদ্ভুতরূপ নাদেখি কাহার ।। পরি য়াছ নীলবস্ত্র শৃঙ্গ আছে করে । নয়ন অরুণ অতি রজনী জাগরে ।। পড়িতেছে ভেঙ্গে২ তব এই অঙ্গ । নহে ঊর্দ্ধে নাহি পায় ভূতলের সঙ্গ ।। বারু ণী মদিরা পানেমত্ত যে বলাই । তাহার সমান এই উচি ত বলাই ।। দেখি মম মনে এই লতেছে সত্বর । না হই লা হলধর যেন হলধর ।। ২ ।। আর এক অপরূপ দেখি তেছি হর । কজ্জলে মলিন তব হয়েছে অধর ।। তাহার নয়ন কৃত চুম্বনের ফল । কিবা শোভা অধরে করেছে ঝলমল ।। নীলকণ্ঠ নাম হইয়াছে বিষপানে । নীলাধর নাম তব হল এবিধানে ।। ক্রীড়া সুখ আর এক নাম প্রচা রিলে । এককার্য্যে দুইফল ভাগ্য গুণে মিলে ।। এওত তোমার ভাল হইল এবার । নীলাধর এ অধিক নামের প্রচার ।। নীলকণ্ঠ হতে স্বাদুতর এই নাম । অনায়াসে পুরাবে ভক্তের মনস্কাম ।। ৩ ।। হায় কিবা সুশোভিত সুন্দর বদন । ঈশৎ মুদ্রিত যাতে হয়েছে নয়ন ।। প্রভাত কালেতে যেন রম্য সরোবর । ঈশৎ স্ফুটিত পদ্মে শোভে নিরন্তর ।। ৪ ।। আর এক অপরূপ করি নিরীক্ষণ । তোমার হৃদয়ে ভাল হয়েছে ঘটন ।। কামরণে অগ্রসর হইল হৃদয় । তাতে বুঝি ধনী দিয়েছিল পদ দ্বয় ।। তাতে ব্যক্ত অলক্তের চিহ্ন যে লেগেছে । সরোবরে যেন রক্ত

কুমল ফুটেছে ॥ ৫ ॥ ভালং অদ্ভুত সেজেছ হে মহেশ্বর। আর ভাল লাগিবেনা পুর্ব্বকেলে বেশ॥ সে যাহাহউক ভাল জিজ্ঞাসি তোমারে। কন্দর্প দাহনশক্তি গেল কোথা কারে॥ ললাট লোচন তব অনল আলয়। যার তেজে কামদেব ভস্মরাশি হয়॥ এখন নাহিক বুঝি তাতে অগ্নিলেশ। তাহলে কামের বশে হতোনা এবেশ॥ জ্ঞান হয় বুঝি সেই জলময়ী সঙ্গ। পাইয়া ললাট অগ্নি দিল বুঝি ভঙ্গ॥ এনয় দোষের কথা হলে হতে পারে। জলবিনা সে অগ্নিকে কে বল সংহারে॥ হউক তাহাতে মম নাহি কিছু খেদ। শীতলা দাহিকা শক্তি করয়ে উচ্ছেদ॥ শীতল সঙ্গমে হল শীতল নয়ন। আর কি সে কন্দর্পের করিবে দাহন॥ এখন হইল কাম হতে পরাজয়। পরে দুঃখ দিলে এইরূপ ফলোদয়॥ ৬॥ এপ্রকার কহিতেং মহেশ্বর। ভয়ে বস্ত্র অঞ্চলেতে ঢাকিলা অধর॥ লজ্জার সমুদ্রে পড়ে নাসরে বচন। মনেহল পাছে দেখে অধর দংশন॥ অতএব আবশ্যক ইহার গোপন। ইহাভাবি দিতেছেন বস্ত্র আচ্ছাদন॥ দেখিদেবী মহেশের এই আচরণ। ঈশৎ হাসিয়া কহিছেন বিবরণ॥ দশনেতে ক্ষত তব অধর এখন। কিফল পাইবে তাতে করিয়া গোপন॥ মনে বুঝি ইহার করিলে সুগোপন। লুক্কায়িত হবে তব রাত্রি জাগরণ॥ দেখিতেছি যেই তব অলস নয়ন। জানাইয়া দিতেছে সে রাত্রি বিবরণ॥ সবদিক এলো দেবে কোন দিক চাপা। হয়েছে প্রকাশ আর রবেকিহে ছাপা॥ ৭॥ এইরূপ অপরূপ সঙ্কর মো

হন। খণ্ডিতা হইয়া চণ্ডী করিলা কীর্ত্তন ॥ শুনহে রসিক রাজ রসের আস্বাদন। যাহাতে সর্ব্বদা আছে গঙ্গাধর মন ॥ ৮ ॥

কিংমাং বঞ্চয়সেহনয়া কুটিলয়া রীত্যা গতায়াং নিশি যাতে মন্মথ দাহিশক্তি গিলিনী তস্যাঃ সমীপং ব্রজ। নাহং তৎসদৃশী গুণৈ গুরুতয়া যাভুংশিরঃস্থায়িনী মহ্যংপাদতলস্থলে ত্রিনয়ন স্থানং নদত্তং ত্বয়া ॥ ৩ ॥ মাম্যাং বিলোকয় হরাহর। তৎপ্রলোভ্যং চিন্তাং যথান ভজতেকুরুস্ব তথাত্বং। কিন্ত্বেবদাম্যপরমাপ্তপরাভবেন মারেণ দগ্ধকরণেন পরাজিতোঽসি ॥ ৪ ॥ সন্ধ্যাযোং পিতৃকাননে পরিচলচ্চক্রানিল প্রোদ্গতৈ স্তম্ভূমাধিক ধূম্র ধূলিপটলৈ র্যোধূর্জটি ধূষরঃ। অব্যাদ্রাজত পর্ব্বতাগ্রবিলসৎ সদ্রত্নমুক্তা সমাসক্তাগার গতঃ নবঃ সমস্তুখঃক্রীড়ন্ ভবান্যাভবঃ ॥ ❋ ॥ ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে খণ্ডিতা বর্ণনেমুগ্ধ মহেশ্বরোনাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ❋ ॥

পয়ার। করিয়াছ একবার বিষম বঞ্চনা। তাহার উপরে কেন একপ বলনা ॥ এমন কুটিল রীতি করিয়া উদয়। বঞ্চনার উপরে বঞ্চনা ভাল নয় ॥ সমস্ত রজনী সুখ দিলে এক জনে। অধিনী আছেনা আছে পড়িলনা মনে ॥ এখন দেখিলে যেই হল রাত্রি শেষ। জ্বালাতে কেবল মাত্র আইলে এদেশ ॥ কন্দর্প দাহিকা শক্তি তব নেত্রে ছিল। করিয়া কুহক যেই তাহারে গিলিল ॥ তাহার নিকটে যাও হইবে মঙ্গল। এস্থানে থাকিয়া তব

কিছু নাহি ফল।। আমিত কখন নহি তাহার সমান। গুণে গুরুতরা সেই সদাপায় মান।। এহেতু মস্তক মধ্যে তারে দিলে বাস। প্রত্যক্ষ একথা নাহি করি উপহাস।। পদতল স্থলে স্থান নাদিলে আমায়। রাখিলে তাহারে যত্ন করিয়া মাথায়।। সেধনী সগুণা তার পেয়েছ হে গুণ। আমি গুণ হীনা তাই আমাতে বিগুণ।। ৩।। ত্রিনয়ন ত্রিধারায় কর্‌হ অর্পণ। আমারে নাকর হর আর বিলো কন।। তাহার যাহাতে বাঞ্ছা তার আহরণ। করগিয়া শীঘ্র যেন নাচিন্তে সেজন।। তোমারে কি কব আর বিশেষ কথন। দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়েছে এখন।। তোমাহতে পরাভব যেজন পাইল। সেই জন পরাভব তোমারে করিল।। ললাট অগ্নিতে যারে করিলে অনঙ্গ। তাহাহতে হল হারি থেকে দৃঢ় অঙ্গ।। ৪।। এইরূপ কবি করি খণ্ডিতা বর্ণন। মনেতে হইল কিছু দুঃখের ঘটন।। এহেতু মিলন রস করিয়া আস্বাদ। অনুগত জনে করিছেন আশীর্ব্বাদ।। শ্মশানের ধূমে ধূম্র যে ধূলি পটল। সন্ধ্যাকালে চক্রবাতে করিছে চঞ্চল।। সেই ধূলি বৃথা ধূর্জটি ধায়া ধাই। ভবানী সহিত ক্রীড়া করেন সদাই।। রজত পর্ব্বতে বাস করেন কখন। রত্ন মুক্তা পরিপূর্ণ নাহিক খণ্ডন।। শ্মশানে কৈলাসে যার সদা সম সুখ। কোথায় নাহিক অনুভব হয় দুখ।। ভবানী সহিত সেই দেব পঞ্চানন। তোমাদের সর্ব্বকাল করুণ রক্ষণ।। গঙ্গাধর বিরচিত খণ্ডিতা বর্ণন। হইল অষ্টম সর্গ এই সমাপন।। ৮।। *।।

অথ কলহান্তরিতা বর্ণনং।

শ্রুত্বেতিবাক্যং গিরি সম্ভবায়াঃ পঞ্চাননে সন্নমিতা ননে তাং। তদীক্ষণাতি প্রণয় প্রকোপাং প্রিয়া সখী প্রাহ মুদেশ সৌখ্যাং ।। ১ ।।

পয়ার। কলহান্তরিতা ভাব কহি অতঃপর। শুনি সর্ব্ব জন সুখী হইবে সত্বর ।। মান ভরে প্রাণনাথে করিয়া নিরাস। পশ্চাৎ যে নারী মনে গণয়ে হুতাশ ।। কল হান্তরিতা তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। সখী সব কৌতুকী যাহাতে বড় হয় ।। শুনহ রসিক জন হয়ে এক মন। কল হান্তরিতা ভাব করিব বর্ণন ।। এরূপ পার্ব্বতী বাক্য করি য়া শ্রবণ। পঞ্চানন নতানন হইলা তখন ।। হেন কালে সখীজন হয়ে উপস্থিত। দেখিলেন হল ইকি হিতে বিপ রীত ।। আসিব বলিয়া হর হেথা না আইলা। সুরধুনী সন্নিধানে রজনী বঞ্চিলা ।। নিশি শেষে এদেশে করিলা আগমন। না করিলা হিতাহিত কিছুই চিন্তন ।। কিন্তু এঁরে এরূপ দেখিয়া শৈল সুতা। হয়েছেন অত্যন্ত প্রণ য় কোপ যুতা ।। যাহবার হইয়াছে ফিরিবার নয়। কিন্তু এইক্ষণে এই উপযুক্ত হয় ।। ছাড়ি ক্রোধ ভাব যদি মহে শেরে নুন। তা হইলে আমাদের সুস্থ হয় মন ।। এত ভাবি প্রিয় সখী কহিছেন পরে। যে কথন মহেশের সুখ বৃদ্ধি করে ।। ১ ।।

কালেঙড়া রাগেণ।

যম্মিলনং তবতোষণকরণং। পশ্চাদ্দশাতং বিধুমুখি

রমণং ॥ ১ ॥ মাকুরু গিরিশে মানিনি মানং। বিকট বিশাল ভুজঙ্গ সমানং ॥ ধ্রু ॥ কিমিতি সুখালয় সেবন হীনা। বিফল মহোপরি রোদিষি দীনা ॥ ২ ॥ ইদমপি তব সৌভাগ্য মনল্পং। যোজয় গিরিশং সুখকর তল্পং ॥ ৩ ॥ ক্ষণমপি সুখমিতি পণ্ডিত বচনং পার পালয় কুরু শিবসঙ্গমনং ॥ ৪ ॥ মৃগমদ কুঙ্কুম কুসুম বিশেষং। কিমু বিফলী কুরুষে নিজবেশং ॥ ৫ ॥ যেন বিনা নহি জীবসি বালে। কিমু বিমুখাসি শিবে সুখ কালে ॥ ৬ ॥ বহু বিবুধার্চ্চিত পদযুগ নলিনং। অব লোকয় পতি মতিশয় মলিনং ॥ ৭ ॥ শ্রীগঙ্গাধর কৃত মতিরুচিরং। সুখদ মহো জন কীর্ত্তয় সুচিরং ॥ ৮ ॥

পয়ার। মানিনি করোনা আর মহেশেরে মান। অতিশয় ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গ সমান ॥ যেজন ভুজঙ্গ পোষে তারে সেই খায়। বিষের জ্বলনে শেষে প্রাণ থাকা দায় ॥ এইরূপ যে কামিনী পোষে সদা মান। সেই মান হতে তার থাকা ভার প্রাণ ॥ অতএব ছাড়ি মান করিয়া সম্মান। মহেশ্বরে গৃহেনও হয়ে সাবধান ॥ ধ্রু ॥ যাহার মিলন তব তোষের কারণ। সেজন সম্মুখে দাণ্ডাইয়া অনুক্ষণ ॥ একবার স্বচক্ষুতে কর নিরীক্ষণ। বিধুমুখি এতোমার সুখদ রমণ ॥ ১ ॥ এইরূপ শুনি সতী সখার বচন। পূর্ব্ব কথা সব মনে করিয়া স্মরণ ॥ মানের উপরে অতি মানের ঘটন। করিতে লাগিলা দেবী তখন রোদন ॥ এইরূপ দেখি সখী কহিছে বচন। কেনকর [illegible] আর বিফল রোদন ॥ পাইয়া সুখের স্থান সেব

নেত্রে হীনা। মনে ভাবিতেছ হয়ে অতিশয় দীনা॥
এহেতু ছাড়এ ভাব লহ ভাবান্তর। দেখে কান্ত কর শান্ত
মন নিরন্তর॥ ২॥ তোমার সৌভাগ্য কত কি কহিব
শেষ। [illegible] যদি কর তবু নাহি হয় শেষ॥ এসৌভাগ্য
[illegible] মহেশ সন্মুখে। উপস্থিত তব সুখে নহেনিজ
সুখে॥ করিয়াছ সুখ শয্যা যাহার কারণ। সেই উপস্থি
ত কেন করহ বারণ॥ যোজনা করহ হরে এসুখ তল্পে
তে। এমত ঘটনা আর হবেনা অল্পেতে॥ ৩॥ যদি কহ
রাত্রি নাই হইয়াছে শেষ। এখন কি হবে আর রসের
বিশেষ॥ ইহার উত্তর শুন করি নিবেদন। ক্ষণমপি সুখং
এই পণ্ডিত বচন॥ পণ্ডিতের বাক্য সখী করহ পালন।
শিবের সহিত কর স্বচ্ছন্দে মিলন॥ ৪॥ মৃগমদ কুঙ্কুম
কুসুমআদি যত। এহাতে করেছ বেশ কব আর কত॥
যার লাগি তববেশ তাহার সঙ্গম। হইলে সার্থক নহে
সে কেবল শ্রম॥ অতএব শিবসঙ্গে এবেশ সফল। অন্য
থা এখনি হবে কেবল বিফল॥ ৫॥ যাহা বিনা বাঁচ নাই
তুমি একক্ষণ। সেই শিবে বিমুখী এবুদ্ধি বিলক্ষণ॥
হায়২ বৃথা কেন যায় সুখ কাল। করশিব সহবাস ঘুচুক
জঞ্জাল॥ ৬॥ বহু দেবে সেবে যার চরণ নলিন। সেপ
তি দেখহ সতী অত্যন্ত মলিন॥ তথাপি তোমার দয়া
কেন নাহি হয়। না পারি বুঝিতে তব ভাবের নিশ্চ
য়॥ ৭॥ গঙ্গাধর কৃত এই সুন্দর বচন। সর্ব্বকাল কর
সবে ইহার কীর্ত্তন॥ পাইবে পরম সুখ নাহিক অন্যথা।
অনায়াসে ঘুচিবে মনের সব ব্যথা॥ ৮॥

মুগ্ধেকিং কুরুষে বিলম্বন মমৃং দেবং গৃহং প্রাপয় সৌভাগ্যং তব সন্নিধৌ পরিণতং দৃষ্ট্বাপি নোপশ্যসি। আহো নির্দ্ধন মেতি যদ্যপি নিধিঃ স্বচ্ছন্দতো মন্দধীঃ কিম্বাতং সনিরস্যতি প্রতিপদং যং ... কাঙ্ক্ষতি ॥ ২ ॥ দূয়সেহ্যনবলোক্য যংক্ষণং তত্রমান ... কুমন্ত্রণা। যদ্য কর্ম্মকর এযত্তেপ্রিয়ো নপ্রিয়ঃ কিমিতি হব্যবাহবৎ ॥ ৩ ॥

পয়ার। তুমি মুগ্ধা নায়িকা কি কহিব তোমারে। কেন কর বিলম্ব কিবুঝেচ বিচারে॥ তোমার সৌভাগ্য এ সম্মুখে পরিণত। দেখেও দেখনা মনে আর আছে কত॥ হায়২ নিধি কোথা পাইবে নির্দ্ধন। প্রতিক্ষণ যার সেই করে অন্বেষণ॥ স্বচ্ছন্দেতে সেই নিধি যদি কাছে আসে। কোন মন্দবুদ্ধি বল তাহারে নিরাসে॥ যার সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করয়ে প্রতিক্ষণ। কে নিরাস করে তায় পাইলে দর্শন॥ ২ ॥ ক্ষণেক না দেখে যারে বাড়য়ে যন্ত্রণা। তাতে মান এতোমার বড় কুমন্ত্রণা॥ যদি বল অকর্ম্ম করেছে এ নাগর। তবু এহ প্রিয় নাহি ভেবো সতন্তর॥ যাহা বিনা বাঁচি নাই এমন যে জন। সে যদি করয়ে বহু বিরুদ্ধা চরণ॥ তবু সেই প্রিয় নহে অপ্রিয় কখন। এহার দৃষ্টান্ত সখি দেখ হুতাশন॥ করয়ে সর্ব্বস্ব দাহ সদা যে আগুন। কোন জন বল তারে ভাবয়ে বিগুণ॥ ৩ ॥

অশৃণ্বতীং সখীবাক্যং তাং ত্যক্ত্বা প্রগতে শিবে।

পয়ার। এ সকল সখী বাক্য শুনিয়া তখন। রহিলেন মৌনে হেট করিয়া বদন।। পঞ্চানন নতাননা দেখিয়া ভবানী। ভাবিতে লাগিলা কিছু না কহিয়া বাণী।। উঠে হে প্রেম এই মাত্র তরঙ্গ। কত শত ধৈর্য্য সেতু করি রবে ভঙ্গ।। এখন ইহার মুখে পড়া ভাল নয়। কি জানি স্ত্রীসায়ে যদি দেশান্তরে লয়।। অতএব হলে এর কিছু মন্দ গতি। আসিয়া করিব সাধ্য সাধন সম্ভতি।। আপনি করেছি দোষ এতো মিছা নয়। ইহাতে হইবে দুঃখ এই ত নিশ্চয়।। যেরূপ যাহার কর্ম্ম সেইরূপ ফল। অবশ্য করিবে ভোগ এই দৈব বল।। এত ভাবি স্থানান্তরে করিলা গমন। কেহ নিবারণ না করিলা সখীগন।। পার্ব্বতী ছাড়িয়া যদি গেলা ত্রিলোচন। অতি উৎকণ্ঠিত হৈল পার্ব্বতীর মন।। বলে সখি হলো ইকি বিপদ ঘটন। ভাবিলাম এক, হলো অন্য উদ্ভাবন।। যদ্যপি ছাড়িয়া যান ভোলা ত্রিলোচন। তবে মিছা আর কেন জীবন ধারণ।। পশ্চাৎ সেরূপ ভীতা হইয়া ভবানী। সখী সম্বোধিয়া কহিছেন মৃদুবাণী।। ৪।।

জয়জয়ন্তী রাগেণ।

অতি সুখ বর্দ্ধন বাগমৃতেন। মৎ কটু বচন বিষ সঙ্গেন।। ১।। কথমহং জীবামি বিনা রমণেন। বিরহ দবানল পরি সমনেন।। ধ্রু।। অবিরত মম দৌরাত্ম্য সহেন। গুরুণাগম্য তদেহ বহেন।। ২।। মৎ সুখ কারণ গন্ধবহেন। দেহ বিধারণ পঞ্চ মুখেন।। ৩।। মদন মদন কর

রূপ ধরেণ। ডমরু গবল যুত কমল করেণ ॥ ৪ ॥ কাশ কুসুম সমশুভ্রতরেণ। মান ভুজগ বশরত্ন বরেণ ॥ ৫ ॥ বিরহ সরিৎ পতি পারকরেণ। কামতিমিঙ্গিল দেহ হরেণ ॥ ৬ ॥ কার্য্যং কিং সখিমমমানেন : ... ত মিলনেন ॥ ৭ ॥ শ্রীগঙ্গাধর কৃত রচনেন। ভবতু সতাং সুখ মমৃত ময়েন ॥ ৮ ॥

পয়ার। আমি তার রমণী সে আমার রমণ। তাহা বিনা কেমনে বাঁচিব সখীগণ ॥ দেখ সখি আইল বিরহ দাবা নল। মন তৃণ কুটিরেতে হইল প্রবল ॥ প্রিয় বিনা কে করিবে তাহার সমন। না হল সমন তবে আসুক সমন ॥ ধ্রু ॥ অমৃত সমান যার মধুর বচন। শুনিলে সর্ব্বদা হয় সুখের বর্দ্ধন ॥ আমার যে কটুবাক্য যেন হালাহল। না সহিয়া প্রাণনাথ হইলা চঞ্চল ॥ ১ ॥ অবিরত আমার দৌরাত্ম্য যেই সহে। মৃত দেহ মস্তকে করিয়া কেবা বহে ॥ দক্ষ যজ্ঞে দক্ষমুখে শিবনিন্দা শুনি। করিলাম দেহ ত্যাগ তখনি আপুনি ॥ কি সখি কহিব তার আমাতে যে স্নেহ। মস্তকে করিয়া বহিলেন মৃতদেহ ॥ চক্র করি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিলা। আমি পীঠ তাতে ভব ভৈরব হইলা ॥ ২ ॥ সেই হর মম দেহ ধারণ কারণ। পঞ্চমুখ প্রাণ সর্ব্ব সুখের সাধন ॥ ... প্রাণ বায়ু দেহে ধরি পঞ্চ মুখ। আপন অধীনে রাখি দিতেছেন সুখ ॥ সেইরূপ পঞ্চমুখ ধরি পঞ্চানন। হয়েছেন মম সদা সুখের কারণ ॥ ৩ ॥ আহা মরি কিবা রূপ কথনে না যায়। মদনের মোহ হয় দেখিলে যাহায় ॥ দক্ষ

হস্ত কমলে ডমরু ধৃত তায়। বাম হস্ত কমলেতে শৃঙ্গ শোভা পায়॥ ৪॥ কাশ পুষ্প সম অতিশয় শুভ্রতর। মান ভুজগের বশ কর রত্নবর॥ ৫॥ বিরহ সমুদ্র যার নাহিক পাথার। অনায়াসে যিনি তাহা করেদেন পার॥ যদিকল কামতিমিঙ্গিল আছে তায় বিরহি জনেরে গ্রাসে নাহিক উপায়॥ পঞ্চাননে কি করিবে সেই পঞ্চ শর। যেহেতু আপনি হয় তার দেহ হর॥ ৬॥ অতএব করাইয়া তাহার মিলন। রাখ২ সখি এই যায় হে জীবন॥ অগ্রেতে জানিহ প্রাণ পশ্চাৎ সেমান। পাব কত মান পরে যদি থাকে প্রাণ॥ এই হেতু বলি সখি মানে কিবা কায। থাকুক মরুক বা পড়ুক তাতে বাজ॥ ৭॥ গঙ্গাধর কৃত এই অমৃত রচন। এতে হকু সজ্জনের সুখের ঘটন॥ ৮॥

মানিন্যা মম সন্নিধান মধুনা যদ্যাগতো বল্লভ স্তস্মৈ ভাগ্য সুখৈরবং সখিতদা নালোকিতো যন্ময়া। তস্মে মান ভুজঙ্গ সঙ্গগরল ব্যাঘূর্ণতোত্থাপনং মানোহয়ং কইহাতিতাপ জনকো বাঞ্ছেতকাতং পুনঃ॥ ৪॥ ভর্ত্তু র্ভাব পরীক্ষয়া যুবতয়ঃ সর্ব্বাবিবিচ্যান্যয়া সংভুক্তং নিজ কান্তমীক্ষ্য সুখতো মানং পরং কুর্ব্বতে। ইত্যাহত ইহাগতঃ সতু মম প্রাণাপহারোদ্যতো নাহং মানম মানযান মধুনা সংপ্রার্থয়ে কামতঃ॥ ৫॥ সখি সমানযতং বৃষবাহনং ডমরু ডম্ ডম সংরব পণ্ডিতং। যদসবো মম যান্তি বিনাশিবং পুনরসৌ কনু মান উদঞ্চতি॥ ৬॥ ঋঃ॥

পয়ার। সখী সম্বোধিয়া দেবী কহিছেন পুনঃ। কি মম দুর্ভাগ্য বিশেষিয়া সখি শুন।। হইলাম মানিনী আপনি ক্রোধ ভরে। কদাচিৎ আর সেই হেরিবনা হরে।। একথা শুনিয়া কেবা আসে বল তথা। তথাপি আইলা মান নাহি গণি ব্যথা।। এত বড় ভাগ্য মম কি কহিব আর। বিরক্তাতে অনুরক্ত রূপে ব্যবহার।। ওবে আমি যে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত। করি নাই সে আমার দৈবের ব্যাঘাত।। আমারে করেছে মান ভুজঙ্গ দংশন। তার বিষে সর্ব্বাঙ্গ করেছে আকর্ষণ।। তাহাতে উঠিল ক্রমে অত্যন্ত ঘূর্ণন। সেই দোষে হয় নাই হরের দর্শন।। বুঝিতেনা পারি সখি কিরূপ এমান। নাহিক সুখের লেশ দুঃখের বিধান।। তাপের জনক এই মান দুরাচার। কোন নারী হেন মান বাঞ্ছা করে আর।। ৪ ।। অন্য নারী ভুক্ত কান্ত দেখিয়া যুবতি। বিবেচনা করি মান করে তার প্রতি।। আমারে অধিক ভাল বাসে নিজ স্বামী। সকলে দেখুক এই মান করি আমি।। আমারে ছাড়িয়া অন্য নারীতে গমন। তার প্রতিফল পায়ে ধরাব এখন।। এ সুখের হেতু মান সকলে করয়ে। এই গূঢ় অভি প্রায় নারীর হৃদয়ে।। এই দেখে আমি মানে করিনু আহ্বান। সে মান আসিয়া নিতে চায় মম প্রাণ।। সুখের মস্তকে বাজ পড়ুক এমন। থাকে কি না থাকে প্রাণ নাহি জানি এখন।। অতএব সখি এই মনেতে বিচার। মানেরে মানসে স্থান নাহি দিব আর।। ৫ ।। সখি তারে আনগিয়া করিয়া যতন। কোথায় আছয়ে সেই বৃষভ বাহন।।

ডমরুর ডম্ ডম্ রবে সুপণ্ডিত। দেখিবা মাত্রেতে যাতে মন হয় প্রীত ॥ শিববিনা এখন যদ্যপি যায় প্রাণ। পুন র্ব্বার কোথায় উদয় হবে মান ॥ থাকয়ে যদ্যপি প্রাণ কত হবে মান। কোথায় থাকিবে মান যদি যায় প্রাণ ॥ অতএব মান প্রতি দিয়া তিলাঞ্জলি। শিবের চরণে সম র্পিলাম সকলি ॥ ৬ ॥

ততঃসখী সাকথিতা প্রহর্ষিতা ভবা ভব প্রাপ্তবিশু দ্ধভাবয়া। শিবাশিব প্রীণন মাত্রসাধনা জগাদতাং বিস্ম য় ফুল্ললোচনা ॥ ৭ ॥

পয়ার। এইরূপে ক্রোধহীনা হইয়া পার্ব্বতী। শিবে তে বিশুদ্ধভাব প্রকাশিলা অতি ॥ পরে সখী সেই বাক্য করিয়া শ্রবণ। হর্ষে পুলকিত অঙ্গ হইল তখন ॥ শিবাশিব প্রীত মাত্র যাহার সাধন। তা নাহলে ঘটয়ে সর্ব্বদা ক্ষুণ্ন মন ॥ তাহার উদ্রেক শুনি দেবীর বচন। বিস্ময়ে উৎফুল্ল নেত্র হইল তখন ॥ কহিতে লাগিলা পরে কৌতুক বচন। কিরূপ সকলে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৭ ॥

কাফি সিন্ধু রাগেণ।

ত্রিদিবসুর সেবিত পদ যুগ কমলং। ভব সুখ হেতু সম্পগমমলং ॥ ১ ॥ মানিনিকিমিতি বিরোদিষি বালে। পরিহায় শিবং কথমিচ্ছসি কালে ॥ ধ্রু ॥ তব সুখদো হর এবহতাশে। ত্বাদৃগনেক বরাস্তিতদাসে ॥ ২ ॥ শশি নঃ সখি কতিকুমুদবনানি। জগতিন সন্তিকিমপি সুখ দানি ॥ ৩ ॥ কুমুদিনী বিধবেব সুখায়। [illegible]

নিয়ত হিতায়॥ ৪॥ হিতগিরমপিন শৃণোষি যদর্থং। সুখমনুভব ঘটিতং তদনর্থং॥ ৫॥ ভবতু বিবুধতটিনী সুখ পুঞ্জং। ত্বমিহবিলোকয় পুষ্পিত কুঞ্জং॥ ৬॥ যোগিমনোহপিন যাতি যমীশং। তংপ্রতি নংকরণং কথমীশং॥ ৭॥ শ্রীগঙ্গাধর সুখকর বচনং। রময়তু ভক্তমনো মিতরচনং॥ ৮॥

লঘু তোটক। শুনহ মানিনি মম বচন। এখন কি হবে করি রোদন॥ যাচিয়া নাগর এল যখন। বাড়িল তোমার মান তখন॥ ক্রোধেতে তাহারে ত্যজিলে ভালে। কেমনে চাহিছ এমন কালে॥ ধ্রু॥ যাহার কমল যুগচরণ। বিধাতা বাসব করে সেবন॥ সে হর তোমার সুখ কারণ। নিকটে আইলা পরে যখন॥ তুমি ফিরে নাহি চাহিলে তায়। পরে চাহতারে একি দায়॥ ১॥ তব সুখ দাতা কেবল হর। কেমনে তাহারে ভাবিলে পর॥ তুমিতো যেমন তেমন তার। কতশত আছে সমীপে তার॥ ২॥ দেখহ শশির কুমুদ বন। কতশত আছে নাহি গণন॥ সকলেতে সুখ দিতেছে তারে। তাহার বারণ কে করে কারে॥ ৩॥ কুমুদিনী সুখদিতে কেবল। জেনো বিধু আর সব বিফল॥ তেমনি তোমার এহিত কর। জানিহ কেবল সেই যে হর॥ ৪॥ বলিলাম সবে হিত বচন। শিবসহ সদা কর মিলন॥ তাহা না শুনিলে যার কারণ। ঘটিল অনর্থ সেই এখন॥ মনেতে ভেবোনা আর যে দুখ। ভাল অনুভব কর সে সুখ॥ ৫॥ বাড়িল গঞ্জনার সুখ অঙ্গার। কত ভাগ্য বলা

না যায় তার॥ তুমি একাকিনী থাক এখন। দেখহ কেবল নিকুঞ্জ বন॥ ৬॥ যদিবল তুমি আনগে তারে। তাহারে দেখিতে কে বল পারে॥ যাহারে নাপায় যোগির মন। আমি পাব তাঁরে এবা কেমন॥ ইন্দ্রিয়ের গতি নাহিক ঈশে। আমার ইন্দ্রিয় পাইবে কিসে॥ ৭॥ শ্রীগঙ্গাধরের এই বচন। সুখকর পরিমিত রচন॥ সুপ্রীত করুন ভক্তের মন। কেবল আমার এ নিবেদন॥ ৮॥

অন্বিষ্টো বরকামিনীভিরধুনা নাম্রোহগ্রতস্তেস্থিতো বাচানাপি বিলোচনৈঃ প্রিয়তমঃ সম্বোধিতোহবংত্বয়া। হস্তপ্রাপ্তমপি প্রিয়ং বিধু মুখি প্রোল্লঙ্ঘ্য দূরংগতং পশ্চাদিচ্ছসি বিত্তমাসি সততং শিক্ষেদৃশী তেকুতঃ॥ ৮॥ শ্রীমৎ পর্ব্বত নন্দিনী বিমুখতা মানোক্য পঞ্চাননঃ পূর্ণানন্দ সমুদ্রসান্দ্র লহরীমগ্নোহপি সম্ভ্রান্তধীঃ। মামানন্দয় সুন্দরীতি বিলপন্নুদ্ধৃত্য পঙ্কেরুহং চুম্বং স্তম্ভ খবিভ্রমং স্মরহরো বঃ প্রীতি মাযচ্ছতু॥ ॥ ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে কলহান্তরিতা বর্ণনে সোৎকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠো নাম নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

পয়ার। সদাবর কামিনী গণের যে চেষ্টিত। হয়ে নম্র অগ্রেতে তোমার ছিলা স্থিত॥ বাক্যে কিম্বা নয়নে তাঁহার সম্বোধন। করিলেনা প্রিয়তম যদ্যপি সে জন॥ শুন২ বিধু মুখি কি কহিব আর। হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে কান্তে পুনর্ব্বার॥ এখন দূরেতে তিনি করিলা গমন। তথাপি তাহারে চাহ বুদ্ধি বিলক্ষণ॥ কোথায় শিক্ষিলে হেন বুদ্ধি কার কাছে। আগে ছেড়ে দিয়া

অন্বেষণ করে পাছে ॥ ৮ ॥ এইরূপ করি কবি বিশেষ বর্ণন। কহিছেন সকলেরে আশিষ বচন॥ পাষাণ নন্দিনী যদি হইলা বিমুখ। তাহাতে শঙ্কর মনে পাইলেন দুখ॥ পূর্ণানন্দ সমুদ্রের নিবীড় তরঙ্গ। তাহাতে যদ্যপি মগ্ন নাহিক, বিভঙ্গ॥ তথাপি সম্ভ্রান্ত বুদ্ধি হইয়া তখন। হস্তেতে প্রফুল্ল পদ্ম করিয়া গ্রহণ॥ দেবী মুখ পদ্ম মনে করিয়া চিন্তন। কহিতে নাগিলা তারে প্রলাপ বচন॥ হে সুন্দরি কেন মিছে কর কোপ আর। আমারে আনন্দ যুক্ত করাও এবার॥ একথা বলিয়া পদ্ম করিলা চুম্বন। সেই হর প্রীতি দেন সকলে এখন॥ কলহান্তরিতা ভাব নায়িকা বর্ণন। দ্বিজ গঙ্গাধর এই করিলা রচন॥ নব্য কাব্য রসাল সংগীত গৌরীশ্বর। তাহার নবম সর্গ হেল সাঙ্গতর॥ ৯॥

অথ মানভঞ্জন বর্ণনং।

অথ প্রদোষে সমহেশ্বরো মহেশ্বরী গুণাকর্ষিত মানসঃ স্বয়ং। সমীপ মাগত্য গিরীন্দ্রকন্যকাং জগাদ তন্মান বিভঙ্গ কারণং॥ ১॥

পয়ার। অতঃপর মান ভঙ্গ করিব বর্ণন। যাহাকরি প্রীতি যুক্ত হৈলা পঞ্চানন॥ এইরূপে বিরহে তাপিত দুই জন। ভাবিছেন কেমনেতে হইবে মিলন॥ এখানে পার্ব্বতী যথা উৎকণ্ঠিত মন। ততোধিক উৎকণ্ঠিত হৈলা পঞ্চানন॥ অন্তরে অধিক সাধ বাহিরে বিষাদ। কেকে সাধিবে তায় হয়েছে প্রমাদ॥ সকল ঘচেছে

মাত্র লজ্জা ব্যবধান। লজ্জা না পাইলে লজ্জা নহে সমা ধান॥ কিন্তু সদা অধৈর্য্যসে পুরুষের মন। অধিক সহি তে নারে বিলম্ব কখন॥ আবার গৌরীর গুণে টানিতেছে তায়। এতেমন আর মন থাকিবে কোথায়॥ এইরূপ ব্যবহারে দিন অবসান। রজনী স্বজনী হয়ে হৈলা অধি ষ্ঠান॥ রজনী আইলা অগ্রে দেখায়ে প্রদোষ। যেহেতু বিরহি জনে সেহয় প্রদোষ॥ মিলনের সম্ভাবনা থাকয়ে যথায়। প্রদোষ নাশিয়া দোষ সন্তোষ ঘটায়॥ এমনি প্রদোষ কালে সেই মহেশ্বর। গিরি কন্যা নিকটেতে আইলা সত্বর॥ তদন্তর তার মান ভঙ্গের কারণ। কহি তে লাগিলা কিছু বিনয় বচন॥ ১॥

ইমন রাগেণ।

ভণসি যদিযৎ কিমপি তদপি মম সাম্প্রতং হরতি অর্দয়া ধি মতিরেকং। অধর সুধয়াযুতং তববচন মীদৃশং কৃপণ ধনতীতি কথমেকং॥ ১॥ প্রিয়েক্রীতদাসে কিমিতি বিতনোষি গুরুমানং। সহজনতমস্তকে গূঢ়চরণে বৃথা ভবতি মণি মন্ত্র সুবিধানং॥ ধ্রু॥ অনল জলজাভমপি নয়নমিদমস্তু তং শ্রুতিগমপি সহ প্রিয়মুদারং। কিরতি যদমর্ষবিষ মেতদতি দুস্তরং মমতু গরলাধিক বিকা রং॥ ২॥ তবনয়ন কোণ পরি বীক্ষণ বলাদহং গরল মপিবঞ্জগদনিষ্টং। বিতর বিতরাশু শুভ দৃষ্টি ময়ি সোত্ত নেহ নঙ্গ হতমঙ্গমব শিষ্টং॥ ৩॥ ত্বমসি মম গর্ব্বগিরি রমণজন মান্যতা ত্বমসি মম মদন [illegible]

ম্পূর্ণ সুখহেতুরসিচেতনা ত্বমসিমম ভবনুভব শা স্ত্রং ॥ ৪॥ ভক্তজনবাঞ্ছয়া যদিচ গঙ্গাধর স্তদপিতব চরণ পতিতোহং হং। তেন তব গৌরবং কিমুত তদ্গৌরবং বিমৃশ জহিমান গত মোহং ॥ ৫ ॥ মমশিরসি সাধুনী বসতি যদিমন্যসে তএকির চরণ শত পত্রং। সপদি পরি হসও মামীক্ষ্য রমণীজিতং কুসুমধনুরখিল বৃজিন এহাঁ। ৬ ॥ কোকনদ মদদমনবদনমিদমস্তু তং মমতু পরি তাপ কর মেকং। কথয়কথমীদৃশমচিন্ত্যসুখ কারণং ন সতিবিতনোতি মধুসেকং ॥ ৭ ॥ ইতি গিরিশ চাটুবচনা মৃতমনুক্ষণং পিবতরসতন্দ্র সুবিতানং। ভণতি গঙ্গাধরে ভজনরসভাবুকা স্ত্যজত বিষবিষয় রস পানং ॥ ৮ ॥

পয়ার। আমি প্রিয়ে তোমার সর্ব্বদা কেনা দাস। একথা সকল লোকে আছয়ে প্রকাশ ॥ তবে কেন তাহা র উপরে গুরু মান। বিস্তার করিছ ধনি একোন বিধা ন ॥ লঘু মধ্য মান যাতে নহেত উচিত। তাতে গুরুমান ইকি দেখি বিপরীত ॥ লঘুমান বাক্য সাধ্য মধ্যমেতে মান। নাগর পড়য়ে পায় দেখি গুরুমান ॥ গুরুমাণ করে নারী করি এইমন। যেমন কুকর্ম্ম পায়ে পড়ুক তে মন ॥ ইহাভাবি যদি ধনি করিে থাক মান। বুঝিয়া দেখি লে মান পাবে অপমান ॥ নিয়ত চরণে পড়ে আছে যেই জন। পায়ে পড়াইয়া তারে কিবা প্রয়োজন ॥ সর্পের মস্তক নোয়াইবার কারণ। সকলেতে মণি মন্ত্র করে আহরণ ॥ আপনি নোয়ায় মাথা যদি ভুজঙ্গম। তাস মনি মন্ত্রের গ্রহণ মাত্র ভ্রম ॥ সেইরূপ যেজন সর্ব্ব

দা পুড়ে পায়। মানকরা কেবল বিফল জেনো তায়॥ ধ্রু॥ অতএব ছাড়ি মান কয় প্রিয়ে কথা। শুনি শীঘ্র ঘুচুক আমার মনো ব্যথা॥ তিরস্কার পুরস্কার যেবা লয় মন। যে হৌক্ সে হৌক্ এক বলহ বচন॥ একেতো তোমার বাক্য স্বভাব সরস। অধর সুধায় মাখা হবে বড় রস॥ অতিশয় মম এই মনের বেদনা। অবশ্য হরিবে ইথে না হিক ভাবনা॥ কল্পলতা হইতেও বড় তব কথা। ভক্তে বাঞ্ছাধিক দত্ত দিতেছে সর্ব্বথা॥ যাহার এরূপ গুণ সে কেন আবার। কৃপণ ধনের ন্যায় করে ব্যবহার॥ মম প্রতি যোগ্য নহে হেন ব্যবহার। বদন তুলিয়া কথা কয় এক বার॥ ১॥ আর এক অপরূপ তব ব্যবহার। শুনি প্রিয়ে যাহা হয় করহ বিচার। প্রফুল্ল কমল সম নয়ন তোমার। সদা মম প্রিয় কর দেখিতে উদার॥ অতি সে আশ্চর্য্য রূপ কি কহিব তায়। সে এখন ক্রোধ বিষ বর্ষে ইকি দায়॥ সামান্য এ বিষ নয় অত্যন্ত দুস্তর। কালকূট হইতেও বড় তেজস্কর॥ সে বিষ করেছি সহ্য আপন শক্তিতে। এবিষ সহিব ইহা না আসে যুক্তিতে॥ আর এক অপরূপ নয়নে তোমার। দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে আমার॥ শ্রুতি গামি হলে তার ক্রোধ নাহি রয়। এইরূপ পণ্ডিতের আছয়ে নিশ্চয়॥ তব নেত্র শ্রুতি গামি দেখহ নিশ্চিত। তবে কেন এতে ক্রোধোদয় আচম্বিত॥ ইহা ভাবি ক্রোধ দৃষ্টি করি পরিহার। প্রেম দৃষ্টে প্রিয়ে প্রাণ বাঁচায় আমার॥ ২॥ এইরূপ হয় যদি শুভ দৃষ্টি পাত। তবে বাঁচি নতবা মরণ অকস্মাৎ॥ তব শুভ

দৃষ্টি বলে অসাধ্য সাধন। করিয়াছি শুন প্রিয়ে তার বিব রণ॥ যে কালে হইয়া ছিল সমুদ্র মথন। কাল কূট বিষেতে ব্যাপিল ত্রিভুবন॥ সকলে লইল আসি আমার শরণ। বিষ পান করি কর জগৎ রক্ষণ॥ এরূপ কহিল যদি দেবতা সকল। ভয় হল দেখি সেই প্রবল গরল॥ চাহিলে আমায় তুমি নয়নের কোণে। অমনি কিঞ্চিৎ ভয় না হইল মনে॥ কেবল তোমার কৃপা দৃষ্টি মাত্র বল। জগৎ অনিষ্ট পান করিনু গরল॥ যে নয়ন বলে বিষ করিয়াছি পান। সেই করে বিষদান একোন বিধান॥ সর্ব্বদা দেখিনা তুমি কিসে হবে রোষ। তবে রোষ সে কেবল মম ভাগ্য দোষ॥ সবগেছে দেহ মাত্র আছে অবশেষ। তাহা কাম শরে প্রায় কাটিতেছে শেষ॥ কর২ প্রিয়ে প্রেম দৃষ্টি বিতরণ। গেল প্রায় রাখ২ এদেহ এখন॥ ৩॥ তোমার অধীন আমি তোমা ছাড়া নই। তুমি সর্ব্ব বস্তু মম নাহি তোমা বই॥ সর্ব্ব কার্য্যে তুমি গর্ব্ব পর্ব্বত আমার। অসাধ্য সাধন করি কৃপায় তোমার॥ সেই হেতু দেবগণে মম যে মান্যতা। সে মান্যতা তুমি প্রিয়ে সেনহে অন্যথা॥ অপর শুনহ প্রিয়ে বিশেষ কথন। আমি যে করেছি পূর্ব্বে মদন দমন॥ সে নহে দমন তার সেনহে দমন। যদি হতো তবে কেন দহে মম মন॥ তবে যে মরণ তার নয়ন অনলে। হয়েছিল এই কথা সর্ব্বজনে বলে॥ মরেও মরেনা হেন কি ছার সে মার। ফলেতে প্রবল শত্রু হয়েছে আমার॥ অনঙ্গ হইয়া আরো হয়েছে নির্ভয়। অদশ্য হইয়া দাহ

করিছে নির্দ্দয়॥ তাহার দমন অস্ত্র তুমি যে এখন। ভয়েতে নয়ন মম করেছে শয়ন॥ তুমি যদি কর কৃপা তবে শত্রু জয়। নতুবা নির্দ্দয় প্রাণ বধিবে নিশ্চয়॥ অতএব দিয়া প্রিয়ে প্রেম আলিঙ্গন। সদর্প কন্দর্প দর্প করহ হরণ॥ আর এক শুন প্রিয়ে অধীন বচন। শুনিয়া কর্ত্তব্য যাহা করহ এখন॥ তুমি সর্ব্ব ধন মম তুমি সর্ব্ব ধন। তোমা বিনা নাহি মম কিঞ্চিৎ সাধন॥ আমি শিব শবরূপ তুমি হে চেতনা। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি যেরূপ ঘটনা॥ করিতে না পারে কেহ যার পরিমান। এমন আমাতে যে সম্পূর্ণ সুখজ্ঞান॥ তাহার কারণ তুমি একথা নিশ্চয়। তোমা ছাড়া কোথাকার কিবা সুখ হয়॥ [illegible] সুখ অনু ভবের কারণ। বেদ আদি শাস্ত্র সব আছে নিরূপণ॥ সে শাস্ত্র সকল তুমি তোমাছাড়া নয়। বল আর সুখের কারণ কেবা হয়॥ যাহার অধীন যার সুখের আস্বাদ। তার সহ উচিত কি তাহার বিবাদ॥ ৭॥
এই বাক্যে কিছু দেখি অনুকূল মন। পরে করিছেন শিব স্বদোষ খণ্ডন॥ আমার প্রসিদ্ধ নাম আছে গঙ্গাধর। ইহা ভাবি যদি মন করহ অন্তর॥ তাহার বিশেষ কথা শুন শৈলসুতা। শুনিলে কখন না হইবে ক্রোধযুতা॥ সগরসন্তানগণ উদ্ধার কারণ। ব্রহ্মলোক হতে গঙ্গা পড়েন যখন॥ তখন কহিলা গঙ্গা সেই ভগীরথে॥ কেবল ধরিবে বেগ যাব কোন পথে॥ না বেগ ধরিলে এই বেগ যুক্ত জল। ভূতল করিয়া ভেদ যাবে রসাতল॥ তবে ভগীরথ ভক্তিভাবে ভুলাইয়া। আমারে কহিল

অতি বিনয় করিয়া।। ভক্তের অধীন আমি ভক্ত ছাড়া নই। ভক্তে যাহা দেয় তাহা মস্তকেতে বই।। সেই ভক্ত বাঞ্ছায় ধরিয়া সুরধুনী। গঙ্গাধর নাম মাত্র লোক মুখে শুনি।। তাই সদা আছি তব পড়ে পদতলে। কর্ম্ম অনুরূপ ফল হাতেং ফলে।। এতে তব গৌরব কি গৌরব তাহার। আপনার মনে ইহা করহ বিচার।। এহেতু আমারে দেখি নির্দ্দোষ আকার। মান প্রাপ্ত মোহ দূরে কর পরিহার।। ৫।। ইহাতেও সুপ্রসন্না [illegible] দেখিয়া। পরে কহিছেন হর শেষ বিচারিয়া।। মস্তকেতে আমার আছয়ে সেই নদী। ইহা তব মনে'ত সঙ্গত হয় যদি।। তাহার উপরে রাখ চরণ কমল। পরীক্ষা করিয়া দেখ আছে কিনা জল।। এই কর্ম্ম তিন অর্থ সাধিবে [illegible]। ভাগ্য বশে ঘটয়ে এরূপ ব্যবহার।। মস্তকে চরণ যদি করহ অর্পণ। প্রথমতঃ হব আমি নির্দোষ ভাজন।। দ্বিতীয়তঃ হবে মম মস্তক ভূষণ। তৃতীয়তঃ সকল দুখের বিখণ্ডন।। যদি মম পূর্ব্ব ভাগ্য থাকয়ে প্রবল। একবার দেহ মাথে চরণ কমল।। যদ্যপি সে শক্র কাম হাসয়ে সহসা। দেখিয়া আমার এ রমণীজিত দশা।। হাসেত হাসুক সেহ নাহি তায় ক্ষতি। উপহাসে কিবা আসে ঘুচুক দুর্গতি।। ৬।। এই বাক্যে দেখি কিছু সরস বদন। করিছেন পরে নিজ মানস প্রার্থন।। প্রফুল্ল কমল সম তোমার বদন। দেখিয়া আনন্দ যুক্ত হয় সদা মন।। এখন ধরেছে সেই কোকনদ রূপ। কখন দেখিনা হেন [illegible] রূপ।। নাথ হইবে সুখী আশ্চর্য্য দেখিয়া।

যদি করে থাক ধনি এমত ভাবিয়া ।। কিন্তু মম দুঃখকর হয়েছে কেবল । দেখিয়া মনের দুঃখ বাড়িছে কেবল ।। অত্যন্ত সুখের মন যে হয় কারণ । তাহার উচিত নহে এরূপ ধারণ ।। যদ্যপি এরূপ মুখ করেছে ধারণ ; থাকুক তাহাকে আমি না করি বারণ ।। যেরূপ কমল হৌক্ অলি মধু পায় । একথা অন্যথা নহে সর্ব্ব জনে গায় ।। তবে কেন তব মুখপদ্ম মধুসেক । করেনা আমাতে এ আশ্চর্য্যাতিরেক ।। ভ্রমর নাহিক হয় কমলের পর । তবে কেন হেন, সতী বলহ উত্তর ।। ৭ ।। গিরিশের ছল যুক্ত অমৃত বচন । রসতন্ত্র বিস্তার নাহমতে নিরূপণ ।। পান কর হে ভাবুক ভজন রসিক । অনাআশে পদেং পাবে সুখাধিক ।। গঙ্গাধর বচনে দেখহ এবিধান । ছাড় বিষ বিষয় ঘটিত রস পান ।। ৮ ।।

মানং চণ্ডিহৃদিস্থিতং তবসদা মদ্দুঃগ্রজং রোষজং তদ্রোষং রবিরস্তুগঃখরকরৈ রাদায় মে বীক্ষ্যদৃক । পূর্ণ শ্চেষ সুধাকরোহ মৃতকরৈঃ সঞ্চালয়ং স্তেমনো মানো ন্মূলন হেতবে প্রযততে তেনাদিতস্তংত্যজ ।। ২ ।। শঙ্কাং ত্যজাশু ময়িচণ্ডি মনোমমেদং স্পৃষ্টং স্মরালয়তয়া নকয়াপি ভীতেঃ । সত্যং নচেদিদমবৈষি শপেত্বদীয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুযুগলং মদতীবদৈবং ।। ৩ ।। নতমুখি গত মানে মুঞ্চ মানং ময়ীমং ভবদতুলপদস্থে কিঙ্করে হেতু শূন্যং । যদিতব স্ববিচারৈ র্দণ্ডযোগ্যোভবেয়ং তদল মতি বিলম্বৈ র্যং সুখং তৎকুরুত্বং ।। ৪ ।। মারে কিং

কথয়ামি চাটুবচনং দেয়ন্তু সর্ব্বাত্মিকে কিংতেহদ্য প্রণ দামিতেনিজসখী বাক্যং নবাগীশ্বরি। শ্রোত্রপ্রীতি করং পদাম্বুজতলে পাতোহপি জাতঃপুরা বৈফল্যং ভজতে সদা নতমুখি ত্বস্মান ভঙ্গৈযণা ॥ ৫ ॥ সমুদ্রমথনোদ্ভব প্রবলকালকূটাধিক প্রচণ্ড তনুতাপনাতুল মনোজবাণান লংণা প্রসিঞ্চ সুধয়া ধরপ্রভবয়া ত্বদেকাশ্রয়ং হিমাচল ভবে ভবং ত্বমনুজীবয়াতঃ পরং ॥ ৬ ॥ ত্বমেব খুজ শোণকোণরুপয়াক্ষীরোদপাথোধিসংজাতাত্যদ্ভুত কাল কূটমপিবং ত্রৈলোক্য পীড়াকরং। কোয়ং পুষ্প শরাসনেষুদহনঃ সংযোগিভীরুঃ ক্ষণং মামালোকয় সুন্দরীতি বিলপন্ বঃপাতু বিশ্বেশ্বরঃ ॥ ০ ॥ ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে মানিনীবর্ণনে চতুরচন্দ্রমৌলির্নাম দশমঃ সর্গঃ ॥ ॥ ১০ ॥

পয়ার। এইরূপ কহি বহু বিনয় বচন। দেখিলেন কিছু যেন সুপ্রসন্ন মন ॥ পুনর্ব্বার কহিছেন সুমধুর কথা। যাহা শুনি মান যান পেয়ে মনোব্যথা ॥ তুমি চণ্ডী সদা কোপে থাক অনুক্ষণ। যাহাকর তাহাই তো মার বিলক্ষণ ॥ দেখ হইয়াছে তব প্রিয়তম মান। দিয়াছ হৃদয় মধ্যে যারে তুমি স্থান ॥ আমারে হৃদয় হতে করি বহির্গত। নিরন্তর হইয়াছ মানে তুমি রত ॥ এ মানের জন্মদাতা নামতার রোষ। বুঝিয়া দেখহ তার কত গুণ দোষ ॥ করিতেছে কেবল আমার নেত্রতাপ। বুঝিয়া দেখহ তার কিরূপ প্রতাপ ॥ অতএব এমান রক্ষণ [illegible] অপর শুনহ এতে আশ্চর্য্য উদয় ॥ চন্দ্র সূর্য্য

এই দুই আমার নয়ন। তারা তব মানেতে তাপিত অনুক্ষণ।। ক্রুদ্ধ হয়ে তব মান ভঙ্গের কারণ। করিছে কিরূপ চেষ্টা শুন বিবরণ।। খরকর বিস্তারিয়া নিজ খর কর। তব ক্রোধে নয়ে অস্ত হইলা সত্বর।। কারণের অভাবেতে কার্য্য থাকা ভার। এই হেতু মান কিসে থাকিবে তোমার।। পূর্ণ সুধাকর সুধাকর বিতরণ। করি ... তোমার মন করি সঞ্চালন।। করিছেন যত্ন মান উন্মূল কারণে। বুঝিয়া দেখহ ধনী আপনার মনে।। অতএব অগ্রে মান করি পরিহার। আমার নেত্রের প্রীতি কর অনিবার।। নতুবা ভাঙ্গিল মান এই দুই জন। রাখ দেখি সুধামুখি রাখহ কেমন।। মানে২ ছাড় প্রিয়ে আপনার মান। নতুবা ছাড়িতে হবে পেয়ে অপমান।। ছাড় মান হৌক্ মম আশ্রয় ও মন। আমার মনেতে তুমি আছ অনুক্ষণ।। ২।। যদি বল তোমা প্রতি রবে ... মন। তব মনে অন্য নারী সতত মিলন।। উভয়ের মন যদি হয় সমভাব। তাহলে উভয়ে বাড়ে প্রেম ময় ভাব।। মম মন শুদ্ধ তব মন নারী সঙ্গ। এই হেতু হয় মধ্যে২ প্রেম ভঙ্গ।। ইহার উত্তর প্রিয়ে শপথ পূর্ব্বক। কহিতেছি আমি ধীর ললিত নায়ক।। মম দৈব দোষে তুমি করিয়াছ মান। তদবধি মম মনঃ স্বামী পঞ্চবাণ।। তথায় থাকিয়া নিজ অস্ত্রে দিয়া শান। সদা ডাকিতেছে বিরহিরে হান২।। বিশেষতঃ অবঘাতে মরেছে মদন। পিশাচ হইয়া মন করিল সদন।। এই হেতু অন্য নারী আমার হৃদয়। আশ্রয় করিতে নারে মনে পেয়ে

ভয়॥ অতএব অন্য নারী আছে মম মনে। এরূপ কই না মনে হইল কেমনে॥ তবেত শপথ করা কর্ত্তব্য আমার। নতুবা প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥ পূজ্য বস্তু স্পর্শ করি করয়ে শপথ। এইরূপ সর্ব্বকাল আছে শাস্ত্র পথ॥ তোমার হৃদয়ে আছে স্বয়ম্ভু যুগল। আমাহতে পূজ্য মম যাহতে কুশল॥ আমি পূজ্য যে স্বয়ম্ভু একাকী উদ্ভূত। একত্র স্বয়ম্ভু যুগ্ম একবড় অদ্ভুত॥ আমি দেব দেব এ হইল মম দেব। এহেতু প্রকুচ হয় দেব দেব দেব॥ অতএব স্পর্শ করি তব কুচদ্বয়। করিব শপথ মনে করেছি নিশ্চয়॥ তব আজ্ঞাবিনা তাহা নাপারি করিতে। আজ্ঞাকর একবার স্পর্শন করিতে॥ ৩॥ তথাপি গেলনা মান দেখি পঞ্চানন। পুনর্ব্বার কহিছেন ছলোক্তি বচন॥ নত মুখি ত্যজমান নাহি মম দোষ। কিঙ্করে কে করে বল এতবড় রোষ॥ তোমার অতুল পদে আছি সদা পড়ে। চিরকাল গেল বল কোথা যাব নড়ে॥ যদি বল অপরাধ করেছি তোমার। নিকটে নিযুক্ত আছি যাহয় বিচার॥ যদিতব সুবিচারে দণ্ড যোগ্য হই। তোমার যাহাতে সুখকর তাহা সই॥ প্রভু স্থানেদণ্ড, দাসে করয়ে প্রার্থন। দণ্ড হলে ত্যজে নাই করয়ে গ্রহণ॥ হেন দণ্ড প্রার্থনা করিছে মম মন। কর তাই বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন॥ ৪॥ এরূপ কহিলা কত বিনয় বচন। তথাপি ভাঙ্গেনা মান দেখি ত্রিলোচন॥ মনেতে ভাবিয়া এক করিলা নিশ্চয়। এমান ভাঙ্গিবে নাই যেহেতু দুর্জ্জয়॥ যতেক আছিল মান ভঙ্গের

কারণ। কাহতেও নাহি হবে এমন ভঞ্জন ।। সেই যদি ভাঙ্গে যে করেছে এই মান। তবেতো নিস্তার আর নাহি পরিত্রাণ । যাহৌক্ তাহে ক্ এতে নাহি হব ক্ষান্ত। দেখা যাকু কত দূরে কর মা শান্ত ।। এরূপ ভাবিয়া হর কহিছেন বাণী। ছাড় মান রাখ প্রাণ এবার ভবানী ।। না পারি বুঝিতে ভাব এবিষম দায়। যতেকউপায় সব হল অনুপায় ।। যাহার মুখেতে ছাই কপালে আগুন। তাহার ভাগ্যেতে কেনা হইবে বিগুণ। প্রিয়া হলো অপ্রিয়া উপায় অনুপায়। কিরূপে ভাঙ্গিব মান বলহ উপায় ।। নায়ক করিয়া ছল নানা কথা কয়। নায়িকারে ভুলাইতে করিয়া নিশ্চয় ।। সেছল আমার প্রতি হতেছে বিফল। ভুলাবো কি ভুলে যাই কি তোমার কল ।। তুমি মায়া সকল ছলের শিরোমণি। তোমার নিকটে ছল এ আর কেমনি ।। এই হেতু ছল কথা কি কব তোমায়। না ফলিবে শেষে আরো ঘটিবেক দায় ।। নায়িকার প্রিয় কর বসন ভূষণ। দানেতে খণ্ডয়ে মান শাস্ত্রের লিখন ।। যদি বল তুমি না করহ কেন তাই। দেখিলাম তাহাও তোমাতে ঘটে নাই ।। তুমি সর্ব্বরূপা কিছু তোমা ছাড়া নয়। তোমায় তোমাকে দিলে কি তোমার হয় ।। অতএব কি দিব এমন কিবা আছে। খুজিয়া না পাই কিছু দি তোমার কাছে ।। একারণে বিফল হইয়া গেল দান। মানের নিকটে কিসে পাই পরিত্রাণ। আর এক মান ভঙ্গে আছয়ে উপায়। সখীগণ নায়িকার নিকটেতে যায়। নায়কের হয়ে তারা

বহু কথা কয় । শুনি গৌরীশ্বর ।
রের প্রতি ক্রোধ কদ্ব্য হয় রমণী হৃদয় ।। যোগ্য
কি হলো তোমার ।। এবর । এসময়ে সে উপায়
শুনিয়া যেরূপ হয় করহ নিজ যদি শুন সমাচার ।
তোমার নিকটে সখী গণ বারম্বার অশিষ্ট তুমি
বাক্য রটে ।।
তোমার কি হবে প্রীতি তাহার শ্রবণে । বাক্য বি
ফল হইল তে কারণে ।। যদি বল পায়ে উ
পায় । অত্যন্ত দুর্জয় মান তৎক্ষণাৎ যায় ।। সে উপায়
অনুপায় আমার হইবে । পায়ে পড়া পায়ে পড়ে কিবা
সুখ দিবে ।। হৃদয়ের ধন হয়ে যদি পড়ে পায় । মানিনী
ভাবয়ে নিজ গৌরব তথায় ।। যেরূপ দুষ্কর্ম্ম তার হই
য়াছে কল । পড়ে আছে পায়েতে হৃদয়ে যার স্থল ।।
এত ভাবি সেমান ত্যজয়ে সেইক্ষণে । তোমা আমা
ছাড়া এই ভাব সর্ব্বজনে ।। অকারণে চরণে পড়িয়া
আছি যার । মানভঙ্গে সেরূপ কি হয় হেতু তার ।। যদি
হলো সকল কারণ অকারণ । তবে তব মানকিসে করি
নিবারণ ।। কৃপাকরি আপনি ছাড়হ যদি মান । তবে এ
বিষয়ে আজি পাই পরিত্রাণ ।। ৫ ।। এইরূপ শিব বাক্য
করিয়া শ্রবণ । ভবানী হইলা পরে ভবে হৃষ্টমন ।।
ঈশৎ কটাক্ষপাত শিব প্রতি করি । পুনরপি অধোমুখী
রহিলা সুন্দরী ।। অভাবে কিঞ্চিৎ ভাব পেয়ে ত্রিলো
চন । কহিতে লাগিলা পরে নিজ প্রয়োজন ।। সমুদ্র ম
ধনে যে উঠিল হলাহল । ত্রিভুবন মধ্যে সেই অত্যন্ত প্রব
ল ।। তাহতেও প্রচণ্ড মদন বাণানল । যাহার তুলনা

কোথা নাহি স্থল ॥ অধিক করিছে মম শরীরের দাহ। এ যাতনা কি প্রকারে করিব নির্ব্বাহ ॥ নাদেখি উপায় কিসে করিব নির্ব্বাণ। যদ্যপি অধরসুধা তুমি কর দান ॥ তোমার জনক সে বিখ্যাত হিমাচল। তদুদ্ভব তব অঙ্গ অত্যন্ত শীতল। কার্য্যেতে কারণগুণ থাকয়ে নিশ্চিৎ ॥ একথা সকললোকে আছয়ে বিদিত ॥ অতএব অঙ্গে অঙ্গ করহ অর্পণ। বাহ্যদাহ শীতল হইবে এই ক্ষণ ॥ অধর সুধায় দান প্রেম আলিঙ্গন। এ উভয় কার্য্য মম সুখের সাধন ॥ করিয়া উভয় কর্ম্ম বাঁচায় এ ভবে। তোমা বই নাই আর অন্যাশ্রয় ভবে ॥ এইরূপ করি কবি মানিনী বর্ণন। আশীর্ব্বাদ করিছেন হয়ে হর্ষমন ॥ সেইরূপ শিব বাক্য কবিয়া ঘটনা। যে রূপ পার্ব্বতী প্রতি করিলা প্রার্থনা ॥ পরিহর মান প্রিয়ে পরিহর মান। দয়া করি এদাসের দেহ প্রাণদান ॥ অনঙ্গ দহিছে অঙ্গ আমার এক্ষণ। কেবল তোমার মান তাহার কারণ ॥ যদি তব কৃপাদৃষ্টি হয় এক বার। তবে কি করিতে পারে মারদুর্নিবার ॥ তোমার কটাক্ষ গুণ আমি ভাল জানি। সে কারণে সর্ব্বাধিক্য করে তারে মানি ॥ যেকালে হইয়াছিল সাগর মথন। মম ভাগ্যে কালকূট উঠিল তখন ॥ সেই কালকূট ত্রৈলোক্যের পীড়াকর। দেখিয়া সভয় মম হইল অন্তর ॥ তব নেত্র পদ্ম কটাক্ষের কৃপাপেয়ে। পান করিলাম তাহা হর্ষযুক্ত হয়ে ॥ কোন্ ছার কন্দর্পেরপুষ্পবাণানল। বিয়োগি দেখিবামাত্র করে স্বায় বল ॥ সংযোগীর কাছে

যেই সদাপায় ভয়। তারে আর নাহি মম ভয় এ নিশ্চয়।। কিন্তু সকলের মূল তব আলোকন। তাহা বিনা সকল আমার অনাটন।। যদি তুমি ক্ষণকাল চাহ এই দাসে। সংযোগী হইয়া কাম জিনি অনায়াসে।। এ প্রকার বিলাপ করত মহেশ্বর। গৌরী সবাদের রক্ষা কর সত্বর।। এইরূপে হলো এই মানিনী বর্ণন। যাহাতে চতুরচন্দ্রমৌলিরকীর্ত্তন ।। দশসর্গসমাপ্তসঙ্গীতগৌরীশ্বর। ভক্তিভাবে ভাবিভবে ভণে গঙ্গাধর।। ১০ ।।

অথ শিবসমীপ গমনার্থ পার্ব্বতী প্রতি সখীর উপদেশ।

তাং প্রীণয়িত্বা মধুরৈর্বচোভির্গতে হরে মন্মথকেলিশয্যাং। সমুদ্যতাংতত্র সুজাতলজ্জামুমাং জগৌকাপি সখী চলাক্ষীং ।। ১।।

পয়ার। এরূপ কহিয়া কত মধুর বচন। প্রীতিযুক্তা করিয়া তাঁহাকে ত্রিলোচন।। কন্দর্প কেলির শয্যা করিয়া উদ্দেশ। আপনি চলিয়া গেলা অগ্রেতে মহেশ।। হেথা শিবপ্রতি শিবা উৎকণ্ঠিত মন। ঝটিতি হইলে হয় তথায় গমন।। কিন্তু লজ্জা বৈরিণী সাধিছে তায় বাদ। যাবই, কেমনে যাই বিষম প্রমাদ।। উভয় মিলনে বাদী ছিল পূর্ব্বে মান। সে যদি পলালো পেয়ে বহু অপমান।। আবার আইলা লজ্জা সাধিতে সেবাদ। বাদের উপরে বাদ একবড় প্রমাদ।। হইল উদ্‌যোগ ভঙ্গ লজ্জার কারণ। চাহিছেন চারিদিকে চঞ্চললোচনে।। কোন

সখী এইরূপ তাঁহাকে দেখিয়া। কহিছেন উভয় মিলন ঘটাইয়া ॥ ১॥

গায়। ভৈরবী রাগেণ

রময় সুখাকর সময়মিমং পরিচিন্ত্য শিবং সুখ সারং। কলয়নি তম্নপদেরসনামিহ কৌস্তুনিকা মবিচারং ॥ ১॥ শয়ন গতং সখিপশ্য মহেশং। সপদি বিধেহিপতিপ্রিয় বেশং ॥ ধ্রু ॥ রচয় কুচোপরি কুঙ্কুমলেপন মাশু তোষ পরিতোষং। স্মরমত্যুণিতলিঙ্গবিলেপনমিবশিব সুখসন্তোষং ॥ ২ ॥ বিয়ফলাতিবিনোহিত পরিসুখ দশনবসন মনুকূলং। তদতি স্মরঞ্জনকারণমুজ্জ্বলকর মিহভজতাম্বূলং ॥ ৩॥ মল্লীকুসুমসুমাল্যমিদং সখি যোজয় বিজয় কবর্য্যং। সহিবিপরীতরতৌ লভতামনু তচ্চ্যুতকুসুমসপর্য্যাং ॥ ৪ ॥ শ্রীফলদলকুসুমসুগন্ধং হরকণ্ঠগতা রতিকালে। ভজতু কুচস্থিত কুঙ্কুমরাগ মলং ভবমোহিনি বালে ॥ ৫॥ মণিময় নূপুর যুগল মিদং পরিশীলয় পদযুগপৃষ্ঠে। মদনবিজয়করশব্দকরং সখি বিলসিত সিদ্ধিগরিষ্ঠে॥ ৬॥ নীল বসন মনুশীলয় সুন্দরি রজত শিখরি সমভাসে। পরিসরহরহৃদয়ে মিলিতা সখি রাজসি নিজ সুখবাসে ॥ ৭॥ শ্রীগঙ্গাধর বর্ণিত মিতিগিরিজাশ্রিত বেশ বিশেষং। অনুশীলয় রসিকাশু ভবার্ণব পারকরং রসশেষং ॥ ৮॥

পয়ার। মান ভাঙ্গি তব মন করি সুসন্তোষ। কুসুম শয্যায় শয়ে দেখ আশুতোষ ॥ নাকর, বিলম্ব, কর

প্রতি প্রিয় বেশ। যাও২ প্রতীক্ষায় আছেন মহেশ।। ধুং
যদিবল কিরূপ করিব আমি বেশ। কহি শুন তাহার কিঞ্চিৎ উপদেশ।। সুখের আকর এই বসন্ত সময়। মনেতে চিন্তিয়া ইহা করহ নিশ্চয়।। বসময় শিবের সঙ্গম সুখ যাতে। এ সময় মনোযোগ কর তুমি তাতে।। নিতম্বেতে দেহ কুসুমের চন্দ্রহার। ইহাতে করোনা তুমি কিঞ্চিৎ বিচার।। দৃষ্টিমাত্রে প্রীতি যুক্ত হইবেন হর।। তোমার সৌভাগ্য আর কিবা অতঃপর।। ১।। স্তনের উপরে কর কুঙ্কুম লেপন। তাহা দেখি সন্তোষ হবেন ত্রিলোচন।। স্বয়ম্ভু লিঙ্গেতে যেন লেপিত চন্দন। শিব সুখ পুষ্টতা করয়ে অনুক্ষণ।। ২।। রতি কার্য্যে অনুকূল তব ওষ্টাধর। বিম্বফল হতেও সুরক্ত কি সুন্দর।। সুগন্ধি তাম্বূল সখি কর২ সেবন। অনায়াসে হইবেক তাহার রঞ্জন।। শুনহ ইহার গুণ আছয়ে অপর। শৃঙ্গার রসের এই উদ্দীপন কর।। ৩।। মল্লিকাপুষ্পের মাল্য অতি সুগঠন। বিজয় কবরী দেশে করহ বন্ধন।। বিপরীত রতি সখি যখন ঘটিবে। মস্তক হইতে সেই কুসুম পড়িবে।। ইহাতে হইবে তাঁর বিশেষ পূজন। এক কার্য্যে দুই কার্য্য হইবে ঘটন।। ৪।। শ্রীকর্ণের দল পুষ্প যুক্ত মালা যেই। হরের গলেতে সদা বিহরিছে সেই।। উভয় মিলন পরে হইবে যখন। স্তনের কুঙ্কুম তাতে লাগিবে তখন।। মরকত মণি মধ্যে প্রবাল যেমন। শোভাপায় সেইরূপ হবে সুশোভন।। তোমারে দেখিয়া মুগ্ধ হবেন শঙ্কর। তুমি ভব মোহিনী বিখ্যাত চরাচর।। ৫।। সর্ব্ব

সিদ্ধি দানে গুরুতর সুগঠন। হেন পাদ পদ্মে পর নূপুর ভূষণ॥ যে কালে করিবে সখি মদন বিজয়। করিবে আশ্চর্য্য শব্দ সেকালে নিশ্চয়॥ সে শব্দ শুনিয়া স্তব্ধ হবে মনোভব। আপন ইচ্ছায় পরে পাবে পরাভব॥ ৬॥ নীল বর্ণ বসন করহ পরিধান। তাহাতে হই বে অতি শোভার বিধান॥ রজত পর্ব্বত সম শুভ্র অতিশয়। অতি পরিসর সেই হরের হৃদয়॥ সে হৃদয়ে তব যবে হইবে মিলন। কি শোভা হইবে তাহা নাজায় বর্ণন॥ অপর কি কব ভব সুখের ভবন। সুখে শোভা পাইবে তাহাতে অনুক্ষণ॥ ৮॥ গঙ্গাধর বর্ণিত গিরিজাশ্রিত বেশ। ভবার্ণব পারের কারণ রস শেষ॥ করহ র সেক ভক্ত তদনু শীলন। অনায়াসে ভবার্ণব হবে সন্তরণ॥ ৯॥

মুগ্ধে পশ্য চকোরিকাং শশিসুধাপানে প্রমত্তাং মুদা শ্রুত্বাকোকিলকাকলীং পরভৃতা সংরৌতি রাগান্বিতা। বাসন্তী বত পুষ্পবত্যা করৈশ্চূতং গৃহীত্বা নিজান্দোলৈঃ প্রেরণ মেবতে নিজমুতে হিত্বা বিলম্বং ব্রজ॥ ২॥

পয়ার। এইরূপে করি বেশ যাও শীঘ্র তথা। আশুতোষ প্রীতি তায় করোনা অন্যথা॥ উত্তম নায়িকা সহ উত্তম নায়ক। মিলনে না হয় কভু দুঃখের দায়ক॥ অমিলনে যে দুঃখ সে বাক্য অগোচর। একথা অন্যথা নয় খ্যাত চরাচর॥ একারণে এত যত্ন করে সখীগণ। কোনরূপে হলে হয় উভয় মিলন॥ নকেবল সখীগণ

এতে যত্ন বান। অনেকে করিছে দেখ এরূপ বিধান॥ এতে আর অপরূপ কি কহিব সই। ঊর্দ্ধ দৃষ্টে একবার দেখ যদি অই॥ শশি সুধাপানে মত্তা চকোর রমণী। তোমা শিখাইতে তার হেন যত্ন গণি॥ দেখাইছে তোমারে অধর সুধাপান। এহাতে মনেতে তুমি না ভাবিহ আন॥ আর দেখ কোকিলের শুনি মধুধ্বনি। কোকিলা করিছে রব আসিয়া আপনি॥ কোকিলা করিয়া এই রূপ ব্যবহার। দিতেছে তোমারে এতে উপদেশ আর॥ মহেশের সহ তুমি কহগিয়া কথা। তাহলে তাঁহার মনে ঘুচিবেক ব্যথা॥ এবিষয়ে অপরূপ দেখ সখি আর। অচেতনে চেতন ভাবের ব্যবহার॥ দেখহ মাধবী লতা হয়ে পুষ্প বতী। ঋতুভাব প্রকাশে করিছে সেই অতি। শাখা রূপ করে আম্র বৃক্ষে জড়াইয়ে। বায়ুতে দুলিছে যেন কামোন্মত্তা হয়ে॥ এই ভাবে করিতেছে তোমারে প্রেরণ। যাও২ শীঘ্র হরে দেহ আলিঙ্গন॥ অচেনা তরু কান্তে আছে জড়াইয়া। চেতনা রূপিণী আছ কেমন করিয়া॥ অতএব বিলম্ব করিয়া পরিহার। শীঘ্র যাও হর সহ করহ বিহার॥ ২॥

শ্রুত্বা সখী বচন মিন্দু মুখী সুসজ্জাং সন্তম্বতী ত্রিচতুরাণি পদানি গত্বা। সম্বীক্ষ্য কেলিশয়নে নিজনাথ মীশং ব্রীড়াযুতা নত মুখী স্থিরতা মবাপ॥ ৩॥ লজ্জয়া লজ্জয়া দ্বারে বারিতা তামবারিতে। সখীস্মিতমুখী [illegible]াং বীক্ষ্যাহ পার্ব্বতীং॥ ৪॥

পয়ার। এইরূপ শুনি দেবী সখীর বচন। আপনার বেশ বিস্তারিলা সুশোভন ॥ পরে শিব সন্নিধানে করিতে গমন। তিন চারি পদ গতা হইয়া তখন ॥ কেলি শয্যা শয়নে আছেন মহেশ্বর। প্রথমে হইল তাঁর চক্ষুর গোচর ॥ দেখিয়া হইল লজ্জা কিঞ্চিৎ আবার। নত মুখী হইয়া রহিলা পেয়ে দ্বার ॥ হৃদয়ের বস্ত্র পায়ে পড়িয়া যখন। সাধিলেন ভবুমান তাঙ্গেনা তখন ॥ কিরূপে এখন তাঁরে দেখাইব মুখ। আমাছাড়া যেজনের নাহি কোথা সুখ ॥ এতভাবি সঙ্গে পেয়ে লজ্জা সহচরী। মহেশ নিকটে নাহি গেলেন শঙ্করী ॥ সখীগণ নিকটেতে পুন আশা তার। এই হেতু হলো স্থিতি দ্বার দেশে তাঁর ॥ ৩ ॥ এইরূপে দুই দিকে হলোনা গমন। মৌন ভাবে দ্বার দেশে রহিলা তখন ॥ লজ্জা লজ্জা হীনা তাই এরূপ করিলা। অবারিত দ্বারে তাঁরে যাইতে না দিলা ॥ একবার পূর্ব্বে লজ্জা হইয়া প্রবলা। করিল উদ্যোগ ভঙ্গ পাতি নানা ছলা ॥ কতো কষ্টে যদি তায় করে বিসর্জ্জন। হইল সুসাধ্য প্রায় উভয় মিলন ॥ হায়২ লজ্জা গুণে বলিহারি যাই। দ্বার দেশে আবার করিল আসি তাই ॥ যেজন সবার লজ্জা তার লজ্জা নাই। অপরূপ একথা কহিব কার ঠাঁই ॥ লজ্জা রূপা লজ্জা ফাঁদে পড়িয়া তখন। আর কি হইল ভাব করহ শ্রবণ ॥ পূর্ব্বে শিব প্রতি উৎকণ্ঠিত ছিল মন। কতক্ষণে করি পুনঃ তাঁহার দর্শন ॥ ঘুচাইল সেই ভাব লজ্জায় এখন। শিব প্রতি মন্দ অভিলাষের ঘটন ॥ এও [illegible] এক [illegible]

[illegible]। উভয় কারণে হাস্য মুখী সখী জন ॥ পরে প্রাণ্ব
[illegible]র প্রতি কহিছেন বাণী। যাহা শুনি শিব সহ মিলিল
ভবানী ॥ ৪ ॥

কালেঙড়া রাগেণ।

অলিকুল সঙ্কুল মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জ মিলিত বর সুখ স
দনে। প্রবিশ শিবে শিব সমীপ মিহ তেন বিহর দর সুহ
সিত বদনে ॥ ১ ॥ যুবতি মনোলয় রতি সুখ সঞ্চয় বির
চিত নবকিশলয় শয়নে। প্রবিশ শিবে শিব সমীপমিহ
তেন বিহর বরচঞ্চল নয়নে ॥ ২ ॥ অবিরত কৌসুম সৌর
ভ সঙ্গম সুরভি সুশীতল মৃদু পবনে। প্রবিশ শিবে শিব
সমীপমিহ তেন বিহর মধুকোকিল রবণে ॥ ৩ ॥ তিমি
রবিভঞ্জন জগদনুরঞ্জন পীবর শশধর বর কিরণে। প্রবি
শ শিবেশিব সমীপমিহ তেন বিহর মণি সুরণিত চর
ণে ॥ ৪ ॥ কলিত মধূম্মদ লম্পট ষট্পদ মুখরিত কো
কিল কুল কলনে। প্রবিশ শিবে শিব সমীপমিহ তেন বি
হর কুচকলস সুচলনে ॥ ৫ ॥ মধু সময়োদ্ভব বহুনবপ
ল্লব সুসমকুসুমনববিটপিবনে। প্রবিশ শিবে শিবসমী
পমিহ তেন বিহর ঘণ্পীবরজঘনে ॥ ৬ ॥ নিজললনা
[illegible]নন কলরব কলরব লব মুখরে। প্রবিশ শিবে
শিবসমীপমিহ তেন বিহর জিতশশধরনখরে ॥ ৭ ॥
[illegible]াধর পদযুগপুষ্কর কৃতনতি গঙ্গাধররচনে। ভবত
[illegible]সুখসমুদ্ভব[illegible]প্রিয়সখী বচনে ॥ ৮ ॥
[illegible] [illegible] [illegible] দেখি ভাবোদয়। উপস্থি

তুসুখ ত্যাগে করেছ নিশ্চয় !! হেদে দেখ সম্মুখেতে বসন্ত উদয়। এ সময় দ্বারে থাকা উপযুক্ত নয় ।। ভ্রমিতেছে দেখহ ভ্রমর পুঞ্জ২। করিতেছে সুশোভিত অশোক নিকুঞ্জ ।। তাহাতে মিলিত ভাল সুখের সদন। তাতে সুখ শয্যায় শয়িত ত্রিলোচন।। হেনকালে হেথা থাকা নহে সুশোভন। কর শিবা শিবের নিকট প্রবেশন ।। ঈশৎ সুহাস তব প্রকাশ বদনে। জ্ঞান হয় গূঢ় ভাব আছে তব মনে।। অতএব বিলম্ব উচিত নহে আর। শিব সহ সুখে সখি করহ বিহার ।। ১ ।। নবপল্লবেতে রতি শয্যা বিরচিত। রতি সুখ সমূহ যাহাতে উপস্থিত ।। দেখি যুবতির মন যাতে হয় লয়। হেন সুখ স্থান ছাড়ি কোথা বল রয় ।। অতএব হেথা থাকা নহে সুশোভন। করশিবে শিবের সমীপ প্রবেশন ।। অতি মনোহর তব চঞ্চল নয়ন। অন্তরেরভাব করিতেছে প্রকাশন ।। এই হেতু বিলম্ব উচিত নহে আর। শিবসহ সুখেসখি করহ বিহার ।। ২ ।। অবিরত কুসুমেতে করিয়া সঙ্গম। সুগন্ধি শীতল বায়ু বহিছে সুসম ।। সুগন্ধি শীতল মন্দ বায়ু যথা বয়। কোন নারী নায়ক ছাড়িয়া দূরে রয় ।। এই হেতু হেথা থাকা নহে সুশোভন। কর শিবে শিবের সমীপ প্রবেশন ।। বসন্ত কোকিল যেন ডাকে সুমধুর। তাদৃশ তোমার ধ্বনি অমৃত প্রচুর।। তাহার সার্থক শিব সহ রসালাপ। অন্যথা জানিহ সেই কেবল বিলাপ ।। অতএব বিলম্ব উচিত নহে আর। শিব সহ সুখে, সখি করহ বিহার ।। ৩।। আর কেন পূর্ণ শশধরের কিরণ।

করিতেছে সকল তিমির বিভঞ্জন ।। আপনার অনুরাগে জগৎ রঞ্জন । করিতেছে কি আশ্চর্য্য কর নিরীক্ষণ ।। হেনকালে হেথা থাকা নহে সুশোভন । কর শিবে শিবের সমীপ প্রবেশন ।। চরণে পরেছ মণিময় অভরণ । যাহা বাজে চরণ চলনে অনুক্ষণ ।। শিব সহ ক্রীড়াকালে বাজিলে সার্থক । নতুবা চরণে তার থাকা নিরর্থক ।। অতএব বিলম্ব উচিত নহে আর । শিবসহ সুখে সখি কর হ বিহার ।। ৪ ।। মধুপানে মত্ত যত লম্পট ভ্রমর । গুণ২ শব্দে গুঞ্জরিছে নিরন্তর ।। সেই শব্দে মুখর হইয়া পিক গণ । করিছে মধুর শব্দ যাতে অনুক্ষণ ।। হেনকালে হেথা থাকা নহে সুশোভন । করশিবে শিবের সমীপ প্রবেশন ।। হইতেছে তব পয়োধরের স্পন্দন । জানাই ছে হবে শিব সহিত ক্রীড়ন ।। অতএব বিলম্ব উচিত নহে আর । শিব সহ সখে সখি করহ বিহার ।। ৫ ।। বসন্ত স ময়ে যার হয়েছে উদ্ভব । কিবা শোভা পাইতেছে এ নব পল্লব ।। নূতন কুসুম তার মধ্যে২ শোভা । যাতে মধুকরগণ মধুপানে লোভা ।। হেন শাখাযুক্ত বহুতর শাখিগণ । তাহাতে নিবীড় দেখ এনবকানন ।। হেন কালে হেথা থাকা নহে সুশোভন । কর শিবে শিবা র সমীপ প্রবেশন ।। ঘন অতি স্থূল তব জঘনমণ্ডল । শিব সহ মিলি তাহা করহ সফল ।। যদি তাঁর সহ তব না হয় মিলন । তবে অকারণ হেন জঘন ধারণ ।। অতএব বিলম্ব উচিত নহে আর । শিব সহ সুখে সখি করহ বি হার ।। ৬ ।। প্রিয়া মুখে দিয়া মুখ পারাবত গণ । করি

ভ্রমরের কলরব অতি সুশোভন॥ তাহাতেই এই কুঞ্জ হয়েছে মুখর। যেন কহিতেছে গিয়া মিলহ শীঘ্র হর॥ হেনকালে হেথা থাকা নহে সুশোভন। কর শিবে শিবের সমীপ প্রবেশন॥ নখরে জিনিয়া তুমি পূর্ণশশধর। সার্থক করহ তাহা মিলিয়া সে হর॥ যদি না করহ তাঁর সহিত মিলন। তবে ব্যর্থ হয় অঙ্গ এরূপধারণ॥ অতএব বিলম্ব উচিত নহে আর। শিব সহ সুখে সখি করহ বিহার॥ ৭॥ গঙ্গাধর পাদপদ্মে নত যেইজন। হেন গঙ্গাধর ইহা করিল রচন॥ পরিহাসে মিলিত সখীর বচন। সেই সজ্জনের সুখ হৌক সর্ব্বক্ষণ॥ ৮॥

সমস্তগুণগৌরবাং হৃদিবহন্ময়ংত্বাং সদা শ্রমাধিক তরোহরঃ শয়নগোহপি নীদতালং। স্মরাশুগাশ্বরানল প্রবলতাপ সন্তাপিতঃ পিপাসতি তবাধরামৃত মশেষসন্তাপহং॥ ১॥ অতঃশ্রীমদ্বক্ষঃস্থলনল মসঙ্কুর্ব্বনুপমে ক্ষণং তেনৈবাসৌ শতভুনিজবাঞ্ছাধিকফলং। অনাঘ্রাত স্বাস্থং কথমনুসরামীতি কুমতিং ত্যজত্রীতেদানেনথলুঘটতে সম্ভ্রম ইহ॥ ২॥

পয়ার। পরে কিছু উৎসুক দেখিয়া দেবী মন। কৌতুক করিয়া সখী কহিছে বচন॥ শুনওগো পর্ব্বতনন্দিনী মম কথা। দেখেও তোমার মনে নাহি হয় ব্যথা॥ কি কব তোমারে আমি অপর বচন। এখনো শিবের কাছে হলো না গমন॥ সর্ব্ব গুণাধার তব অঙ্গ গুরুতর। তাতে অতিশয় গুরু শ্রোণি পয়োধর॥ একপ তোমারে

সদা বহিয়া অন্তরে। শ্রান্ত হয়েছেন হর গুরুতর জ্বরে। তাহাতে কন্দর্প বাণ অতি খরতর। প্রবল অনল সম দহিছে অন্তর॥ একে শ্রান্ত তাহে কাম শরের দায়। সহিতে না পারি গরে করিলা শয়ন॥ তবু অবসন্ন সুখ নাপায়ে ভুধায়। হয়েছেন ব্যাকুল অত্যন্ত পিপাসায়॥ তোমার অধরামৃত করিবারে পান। ইচ্ছা করিছেন মনে ভাবিয়া বিধান॥ পান মাত্রে নাশিবেক কামের প্রতাপ। পিপাসা হইবে ক্ষয় ঘুচিবে সন্তাপ॥ এত জানি রয়েছেন তব প্রতীক্ষায়। তথাপি বিলম্ব কর এতবড় দায়॥ ১॥ অতএব শুন সখি আমার বচন। শুনিয়া সেরূপ শীঘ্র করহ ঘটন॥ অতিশয় শ্রীযুক্ত হরের বক্ষঃস্থল। রজত সমান ভাস অতি সুকোমল। সেই বক্ষঃস্থলে বাস হইলে তোমার। তাহাতে হইবে অতিশয় অলঙ্কার॥ তুমি অনুপমা তব নাহিক তুলনা। একর্ম করহ শীঘ্র করোনা ছলনা॥ এহাতে অধিক আর কর্ম্ম উপজিবে। বাঞ্ছার অধিক ফল হরেতে ঘটিবে॥ ক্ষণেক যদ্যপি হয় প্রেমরূপ ঘটন। তবু সুখী হইবেন ভোলা ত্রিলোচন॥ যদিবল হরে মন সঙ্কোচ এখন। কেমনে যাইব তাঁর না বুঝিয়া মন॥ যদি নয়ে আমারে না করেন আদর। তাহলে হইবে মম মরণ সত্বর॥ একথা যদ্যপি হয় নারীর স্বভাব। ঘটিবেনা সেভবে বুঝেছি অনুভবে॥ অতএব কুবুদ্ধি করি পরিহার। হরহৃদি সরোবরে কর ব্যবহার॥ কেনাদাস সর্ব্বদা তোমার যেই জন। তার প্রতি সত্য হেন না ঘটে কদাচন॥ যখন করিয়া ছিলে চরণ অর্প

ন। কোথা ছিল শিব প্রতি সম্ভ্রম তখন॥ এখন হৃদয়ে তাঁর করিতে আশ্রয়। ক্ষণেক বিলম্ব করা উপযুক্ত নয়॥ ২॥

ততঃ শিবানন্দযুতা সমাধুসা ত্রিলোচনে মগ্ন বিলোললোচনা। কুণৎসুকাঞ্চীবরনূপুরং পুরঃপুরারিপার্শ্বং প্রবিবেশ পার্ব্বতী॥ ৩॥

পয়ার। এইরূপ সখীর শুনিয়া সেই বাণী। হইলা আনন্দ যুতা ঈশান ভবানী। কিন্তু তাঁর মনেতে ছাড়েনা তবু ভয়। সহসা যাইব কিসে নাজানি কি হয়॥ পরে দৈবযোগে হলো হরের দর্শন। তাতে মগ্ন হলো তাঁর চঞ্চল নয়ন॥ পূর্ব্বভয় ভুলিয়া ব্যাকুল হলো মন। প্রবেশিলা শিব পার্শ্বে পার্ব্বতী তখন॥ চিরবিচ্ছেদের পর হইল মিলন। ইহা দেখি কাঞ্চী আর নূপুর ভূষণ॥ করিতে লাগিল শব্দ বুঝিয়া সময়। নাজানি কি হলো পরে আনন্দ উদয়॥ ৩॥

বেহাগ রাগেণ।

গৌরীগুণগণ গান পরায়ণ পঞ্চবদন বরযন্ত্রং। চির সময়ান্তর তন্মুখদর্শন নয়ন নিকর পরতন্ত্রং॥ ১॥ সাংশ্যাদ্রিশং শুভবেশং। কান্তাচরণ সুচালন নূপুররব পরিগত সুখশেষং॥ ধ্রু॥ স্ফাটিকমণিময় বিশদ কলেবরমৌলিমিলিত শশি খণ্ডং। নবশশি সঙ্গম সাঙ্খ্যজলদসিরকুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডং॥ ২॥ বিকচ কুসুমশয়নোপরি সুস্তঙ মনুচিন্তিত রতি শাস্ত্রং। ছিন্নান্বেষণ তৎপর স্তপ

ক্তি সাধিত মোহকরাস্ত্রং ॥ ৩ ॥ নর্ত্তক খঞ্জন গঞ্জন সুন য়ন বদন ভণিত রতিলোভং। তদধর পাণ্ডুত্তোদাম স স্মিত শোণদশনপটশোভং ॥ ৪ ॥ গ্রীবাকুচকর পরি পরিধারণ হস্তচতুষ্টয়যন্ত্রং। নবনবভাব বিভাবিতমানস মধিগতভল্লমণীরযন্ত্রং ॥ ৫ ॥ তৎ সুখসঙ্গমভাবনয়াধিক পুলকিত সর্ব্বশরীরং। তদনু সমুদ্গতহর্ষ সুনর্ত্তন পরি সর হৃদয় মধীরং ॥ ৬ ॥ ক্ষণ মভিলসিত বিলাস বিধিং মনসৈব মলং বচয়ন্তং। নিজরমণীরসবারিধি মজ্জন কি স্মৃত নিজবিভবন্তং ॥ ৭ ॥ শ্রীগঙ্গাধর ললিতমিদং রস বাররিধিমন্থন সারং। বিষয়বিষং পরিহায় সদাশয় শিব শিব শিব বহুবারং ॥ ৮ ॥

পয়ার। এইরূপে দেবী তথা করিয়া গমন। পরে মহেশেরে করিছেন নিরীক্ষণ ॥ প্রিয়া প্রীতিহেতু ধরে ছেন শুভবেশ। অতিসে আশ্চর্য্য ভাব কি কব বিশেষ ॥ অপর হতেছে আর কি আশ্চর্য্য ভাব। ক্রমে ক্রমে হই তেছে আনন্দ প্রভাব ॥ মানভাঙ্গি নারী যদি সুপ্রসন্ন হয়। নায়কের হয় তাতে আনন্দ উদয় ॥ তার পরে আসিবেক নিকটে আমার। ইহাতেও হয় মনে আনন্দ অপার ॥ তার পরে ওই আসিতেছে বুঝি ধনী। ইহা তে আনন্দ পূর্ব্বহতে বড় গণি ॥ তাতে অলঙ্কার শব্দ যদি শুনা যায়। অকথ্য কি কব হয় যে আনন্দ তায় ॥ অতএব সে আনন্দ পেয়ে ত্রিলোচন। কিরূপ করিলা তাহা করহ শ্রবণ ॥ আগমন কালে কান্তা চরণ চালন। হতেছে নূপুর শব্দ তাতে বিলক্ষণ ॥ সেই শব্দে উথলি

য়। আনন্দ বিশেষ। পুলকিত সকল গাত্র নাহি অবশে
ষ।। ধু।। সেই সুখে পঞ্চমুখ নহে মত্ত তায়। গৌরী গুণ
গণ গানে হৈল মত্তপ্রায়।। এক মুখে বাদ্য আর মুখে
হয় গান। অন্য মুখদ্বয়ে করে আলাপ বিধান।। অন্য
মুখ থাকিয়া ক্ষণেক হয় লয়। পুনঃপুনঃ এইরূপ হতেছে
উদয়।। ঘটিয়াছে তাহে আর এক ভাবোদয়। অদ্ভুত
সে ভাব বর্ণে নাহিক আশয়।। উভয়ে উভয় দৃষ্টি হইল
যখন। কিরূপ হইল মন না জানি তখন।। শিবের নয়
ন সব চকোরের প্রায়। গৌরী মুখ চন্দ্র সুধা পানেতে ম
গন।। বহুকাল পরে অমৃত পান না করিয়া। মৃত প্রায়
হয়েছিল মূর্চ্ছিত হইয়া।। এক্ষণে সে মুখচন্দ্র করিয়া দ
র্শন। হইল আপ্যায়িত সে নয়নগণ।। আর কোন
দিকে তার নাহি দৃষ্টিপাত। নিমেষ নিমেষকালে না
দেয় সাক্ষাৎ।। একরূপ ভাবের তাঁর হয়েছে উদয়। দূরে
থাকি নেত্রগণ তুষ্ট নাহি হয়।। মনে করে মুখ মধ্যে
করিগে প্রবেশ। এনা হলে তৃপ্তির নাহিক হয় শেষ।।
এপ্রকার সেলাবণ্য রস পানে মগ্ন। হইয়াছে নেত্রগণ
ক্ষণে নাহি ভগ্ন।। রসময়ী রসময় রসের নিকর। উভ
য়ের যে রস সে উভয় গোচর।। তাতে বিচ্ছেদের পর
হয়েছে দর্শন। কি সুখ হয়েছে তায় না যায় বর্ণন।। ১।।
একরূপ ভাবেতে যুক্ত মহেশের রূপ। কিঙ্কর সেরূপ অব
লার বর্ণ রূপ।। স্ফটিক মণির মত শুভ্র কলেবর। তাতে
মৌলিমিলিত সুন্দর শশধর।। যেমন সন্ধ্যায় মেঘ দেখ
তে পিঙ্গল। তাহার উপরে শশী শোভে [illegible]

রূপ পিঙ্গল জটাজুটে ফণি শোভা। কিরূপ কহিব ত্রিভু
বন মনো লোভা॥ কর্ণে দোলে মণিময় কুণ্ডল যুগল।
তাতে গণ্ড দেশ করিতেছে ঝলমল॥ ২॥ প্রফুল্ল সুগ
ন্ধি পুষ্প শয্যায় শয়ন। মনে ভাবিছেন রতি শাস্ত্র আ
লাপন॥ এই ছিদ্র পেয়ে রতিপতি মহাশয়। মারিয়াছে
মোহকর অস্ত্র সে সময়॥ পাইলে এরূপ দশা কেবা সাধে
বাদ। বিশেষতঃ যার সহ সম্বন্ধ বিবাদ॥ সে আর
ছাড়িবে কেন ছিদ্র পেলে হয়। সকলে বিক্রম করে পা
ইলে সময়॥ ৩॥ সহজে ব্যাকুল এক মহেশের মন।
কন্দর্প করিলো তাতে শরাঘাত ঘটন॥ নিকটে আসিছে
তাতে কান্তা রতি আশে। না জানি অন্তরে রস কিরূপ
প্রকাশে॥ কিঞ্চিৎ কহিব তাঁর বাহ্য ভাবোদয়॥ সম
গ্র বর্ণনে শক্তি বল কার হয়॥ নৃত্যশীল খঞ্জন গঞ্জন
নেত্রগণ। যাতে হেন মহেশের সে পঞ্চ বদন॥ তাতে
মৃদুহাস্য যুক্ত অধর সুসম। প্রিয়ার অধর পানে করিছে
উদ্যম॥ চঞ্চল নয়ন আর মৃদু২ হাস। এই দুয়ে গুপ্ত
ভাব হতেছে প্রকাশ॥ অন্তরেতে গুপ্ত ভাবে যেই ভাব
ছিল। হেন পঞ্চমুখে বাহ্যে প্রকাশ করিল॥ ৪॥ নয
ন অধর যদি উদ্যোগ করিল। পরে হস্ত চতুষ্টয়ে সযত্ন
হইল॥ এক হস্তে অগ্রে ভাবি চরণ ধারণ। দ্বিতীয় হস্তে
তে হস্তে করিব মিলন॥ তাতেও যদ্যপি দেখা যায় অনু
কূলা। কুচযুগে মিলিবগে নাহি যার তুলা॥ তৃতীয় হস্তে
তে মনোরথ এ প্রকার। চতুর্থ হস্তের পুন শুন সমাচার॥
[illegible] যদি না কিছু বলে। পরে কণ্ঠে আলিঙ্গন

স্তুতঃকান্তমুখং সুস্মিত সুন্দরং। কান্তায়াঃপ্রগতা লজ্জা লজ্জিতা দূরতো দ্রুতং ॥ ৫ ॥ সাকূতস্মিত শোভিতাননমলং ভ্রূভঙ্গিসংশূচিত ব্যক্তোদ্ভুতরসালসেক্ষণ মনোজ্ঞ শ্রীকুণ্ডলান্দোলনং। কান্তায়াঃ পরিবীক্ষ্য সুন্দরতরং পূর্ণেন্দুমব্ধির্যথা প্রোৎসিক্তাতিরসাপ্লুতো হরওবঃক্লেশান সহর্ষোহরঃ ॥ * ॥ ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে সানন্দ সদানন্দো নামৈকাদশঃ সর্গঃ ॥ * ॥ ১১ ॥

পয়ার। শিব সন্নিধানে শিবা করিলা গমন। দেখিলেন তখন সকল সখীগণ ॥ ওচাহে উঁহার দিকে ও চাহে উঁহায়। আপন সহাস মুখ অঞ্চলে লুকায় ॥ বাহিরে আইল সবে পাতি নানা ছল। তারাই সকলে জানে তাদের যে কল ॥ বাহিরে আসিয়া সবে হৈল হর্ষ মন। এতক্ষণে হৈল শিবা শিবের মিলন ॥ ৪ ॥ বাহিরে আইলা যদি সব সখীগণ। শিব পার্শ্বে পার্ব্বতীর হইল গমন ॥ শয্যার সমীপ অগ্রে হইল ঘটন। মৃদুহাস্য যুক্ত শিব মুখ সন্দর্শন ॥ তখনো আছিল লজ্জা কিছু মন্দ ভাবে। আর কি থাকিতে পারে প্রেমের প্রভাবে ॥ লজ্জা লজ্জা পেয়ে দূরে করিলা গমন। উভয় উভয় রসে উল্লসিত মন ॥ ৫ ॥ এতক্ষণ হতেছিল বিরহ বর্ণন। এক্ষণে হইল দুই জনার মিলন ॥ মিলন কালেতে সেই পার্ব্বতী বদন। হর্ষেতে করিয়া করি আকার বর্ণন ॥ আত্মীয় বর্গেরে করিছেন আশীর্ব্বাদ। যাহার শ্রবণে যায় মনের বিষাদ ॥ লজ্জার চেষ্টার সহ হইয়া মিলন। মন্দ হাস্য যুক্ত সেই পার্ব্বতী বদন ॥ ভ্রূভঙ্গেতে সূচিত অব্যক্ত যেই

রস। উদ্ভূত হইয়া নেত্র করিল অলস॥ কিঞ্চিৎ হতেছে তাতে মস্তক কম্পন। শ্রীযুত কুণ্ডল অল্প দুলিছে তখন॥ এহেন সুন্দর তর দেখি প্রিয়া মুখ। কি কব মহেশ পাইলেন কত সুখ॥ পূর্ণচন্দ্র দর্শনে সমুদ্র উথলিয়া। যেমন আপন সীমা যায় উল্লঙ্ঘিয়া॥ সেইরূপ উথলিয়া রস পরিকর। তাঁহাতে নিমগ্ন হইলেন যে শঙ্কর॥ হেন হর সকলের ক্লেশের হরণ। করুন সর্ব্বদা হয়ে হর্ষ যুক্ত মন॥ একাদশ সর্গেতে সানন্দ সদানন্দ। শুনিলে ভক্তের মনে বাড়য়ে আনন্দ॥ চিন্তিচন্দ্র চূড়ের চরণ নিরন্তর। ভব ভাব্য কাব্য বিরচিলা গঙ্গাধর॥ *॥ ১১॥ *॥

অথ বিহার বর্ণন।

সখীবৃন্দেঽনিন্দে বহি রপসৃতে কুঞ্জসদনাৎ সমীপং প্রাপ্তায়াং তুহিনগিরিজায়াং সুখভুবি। মনোঽভীষ্টং স্পষ্টং ফলিতমিবপশ্যন্ স্মরহরোঽচবীৎ স্বান্তাং কান্তাং স্বসুখবিভবান্তাং মৃদুবচঃ॥ ১॥

পয়ার। অতঃপর কহি শুন বিহার বর্ণন। যাহা শুনি সন্তোষ হইবে সর্ব্ব মন॥ এইরূপে হলো হর পার্ব্বতী মিলন। ছলে সখীগণ গেলা বাহিরে তখন॥ সমীপেতে আসি উত্তরিলা গিরিবালা। মহেশের যেই পরিপূর্ণ সুখ শালা॥ কে আগে কহিবে কথা হইল প্রমাদ। অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বিবাদ॥ কিন্তু পুরুষের মন বড়ই ব্যাকুল। কিছুই মানেনা আপনার প্রতিকূল॥ স্ত্রীজাতির ধৈর্য্যগুণ হয় অতিশয়। পুরুষ অধৈর্য্য সদা কিছু

নাহি সয় ।। অতএব মহেশের অগ্রেতে কথন। মৌনেতে রহিলা দেবী তথাপি তখন ।। যখন দেখিলা হর, গৌরীকে সম্মুখে। তখন হইলা মগ্ন অতিশয় সুখে।। মমমিষ্ট মনোভীষ্ট বুঝি কি করিল। আমার তুহিন এত দিনে প্রকাশিল। এইরূপ মনে বিচারিয়া মহেশ্বর। কহিছেন মিষ্টবাক্য অতি মৃদুস্বর ।। আপনার সুখ শিভবের সেই সীমা। হেন সেই কান্তা যার অতুল মহিমা ।। সে রূপা সেবান্তাকোৎ আপনি সে রূপ। উভয়ে উভয়ে সম বাক্য অনুরূপ ।। ১ ।।

কেদাররাগেণ।

বিকশিত শোণ সরোজ সুকোমল চরণ মিহার্পয়বাসে। ভবদতি সুখকর মৃদুলহরানসমন্দরমি বরুমালে ।। ১ ।। সুদরীনং প্রাংশুগং মনুভজ নিজাঙ্গক্রং। মৎ সুখসেবন সহকারিণি সতি নিরবধি ভবানুরক্তং ।। ধ্রু ।। কণমুরিত কবকমলেন তদৰ্চ্চন মনুরচয়ামি বিচিত্রং। যদিনূপুর মিব মামঙ্গীকুরুষে নহি নহি ভবচিত্রং ।। ২ ।। অধর সুধাপরিষিক্ত সুকোমল বচন রচন মনুকূলং। কুরু তদ মৃত্তম সুচকল সাবৃতমপকলয়ামি দুকূলং ।। ৩ ।। স্মরশর জর্জরিতাঙ্গ মিদং মৃতিমিতমিব নিরবধি দাসং। অধরমধরামৃত রসমনুপায়য়খলু জীবয় কলিদাশং ।। ৪ ।। অমৃত ঘটদ্বয় মিব কুচযুগমিদ মর্পয় মদুরসিতাপং। তেন সমং মদনানল সম্ভব ময়ি মম সততদুরাপং ।। ৫ ।। কোকিল কলরব মধকর ঝঙ্কৃতি বিরচিত মদতি বিষাদং। অধুনা স

ময় সুধামুখি বিরচয় মনিরসনাকলনাদং ॥ ৩ ॥ লজ্জিত মিতবনয়নযুগং নহি পশ্যতিমামিহসন্তং। বিফলরুষা তিতিরক্ষ তমথ সময়াস্তু মমাধি মনন্তং ॥ ৭ ॥ শ্রীগঙ্গাধর রচিত মিদং প্রতি পদ সুমধুররসমোদং। গিরিজা গিরি শাঁ মুদামৃত মনুপিব রসিক বিনোদং ॥ ৮ ॥

পয়ার। আসিয়াছ যদ্যপি আপনি এই দেশে। বুঝি লাম কৃপা তব আছে এ মহেশে ॥ তোমার অধীন আমি তোমা ছাড়া নই। অনুরক্ত ভক্ত, জানি নাই তোমাবই ॥ ক্ষণেক যদ্যপি ত্যজ এমন অধীনে। তবে জানি আছে কৃপা এই দাসদীনে ॥ আমার যতেক হয় সুখের সেবন। হাব-সঙ্কর্ষাদি শক্তি তুমি সর্বক্ষণ ॥ তোমাছাড়া নাহি ক আমার সুখ ভোগ। এই শিব হয় শব হইলে বিয়োগ ॥ অতএব নিরবধি আমি অনুরক্ত। তোমাভিন্ন বস্তুতে সর্বদা অনাসক্ত ॥ ধ্রু ॥ এই বাক্য দেখি কিছু সহাস বদন। পুনঃ কহিছেন অতি মধুর বচন ॥ বিকসিত রক্ত পদ্ম অতি সুকোমল। তাহাতেও রম্য তব চরণ কমল ॥ আমার হৃদয়ে তাহা করহ অর্পণ। তব সুখ কর এই কোমল আসন ॥ তাতে পুষ্পমাল্যে করিয়াছি বিভূষিত। তোমার চরণে সুখ দেবে এনিশ্চিত ॥ ১ ॥ আর এক মনে দুঃখ হয়েছে ঘটন। বহুদূর হতে তব হয়েছে গমন ॥ অতএব নাজানি বেজেছে কত পায়। বিচিত্র আর্জন আমি করিব তাহায় ॥ অর্থাৎ কমল করে ভার সম্বাহন। করিব ক্ষণেক কাল এরূপ মনন ॥ কিন্তু তব সম্মতি নাহলে নাহি পারি। অঙ্গীকার করিলেই এক্ষণে স্বীকারি ॥ যদি

বল কিরূপ করিব অঙ্গীকার। শুনহ বিশেষ বলি তার সমাচার॥ পায়েতে তোমার যথা আছয়ে নূপুর। তাহাবে কখন নাহি কর তুমি দূর॥ সেইরূপ যদি হরে ফেলে রাখ পায়। তাহলে এড়াই চির কাল ঘোর দায়॥ ২॥ অধর সুধায় সিক্ত তোমার বচন। করহ আমার প্রতি তাহার রচন॥ আনন্দে তাহার আমি করিব শ্রবণ। তব প্রতি ভয় দূরে করিবে গমন॥ তারপরে দুকূল স্তনের আবরণ। দূরাকর এই মম সর্ব্বদা মনন॥ মিলনের বিচ্ছেদ যেরূপ ব্যবধান। তোমা আমা মিলনে এবস্ত্র সে বিধান॥ এখন যে বিচ্ছেদ হয়েছে জ্ঞারচ্ছেদ। বস্ত্র কেন করেছিছে মধ্যেতে প্রভেদ॥ অতএব উচিত তাহার সঞ্চালন। কিন্তু কথা বিনা ভয়ে নাপারি এখন॥ কথা কয়ে কর ধনি বাধার বিনাশ। অবিলম্বে পশ্চাৎ পুরাই মন আশ॥ ৩॥ কামের শরেতে জর্জ্জরিত মম অঙ্গ। যেন মৃত প্রায় নাপাইয়া তব সঙ্গ॥ যেজন করে লোকে অমৃতের পান। মৃত প্রায় হলেও সে পায় প্রাণ দান॥ তোমার অধর সেই অমৃত আকর। করাইয়া পান শীঘ্র বাঁচাও সত্বর॥ যেজন তোমার নিরবধি হয় দাস। তার প্রতি উচিত কি এরূপ উদাস॥ আছে বলবতী আশা তোমাতে আমার। কর পূর্ণা ছেদন করো না তুমি তার॥ ৪॥ আর এক প্রিয়ে যদি করহ উপায়। অনায়াসে হই সুস্থ তোমার কৃপায়॥ অমৃত কলসতুল্য তব কুচদ্বয়। আমার হৃদয়ে রাখ যদি এ সময়॥ তবে মম হবে তাতে বহু উপকার। কামানল জন্যতাপ হইবে

সংহার ॥ অমৃতের কলস অর্পণ যাতে হয়। সেজন তাপেতে তপ্ত না হয় নিশ্চয় ॥ যমুনার তীরেতে কদম্ব বৃক্ষ ছিল। গরুড় অমৃত কুম্ভ তাহাতে রাখিল॥ সেকারণে কালিয় সর্পের বিষানল। সেকদম্ব বৃক্ষে না করিল কিছু বল॥ সকল তীরের বৃক্ষ সংহার করিল। অমৃত কুম্ভের বলে কদম্ব বাঁচিল॥ এক অমৃতের কুম্ভে বিষের সন্তাপ। বিনাশিল এইরূপ তাহার প্রতাপ॥ তোমার হৃদয়ে অমৃতের কুম্ভদ্বয়। নাশিবে সন্তাপ তাতে কি আছে সংশয়॥ কিন্তু মম মনে এক হতেছে ভাবনা। আমার কপালে নাহি অমৃত ঘটনা॥ সমুদ্র মথনে সবে অমৃত খাইল। মম ভাগ্যে কালকূট তথায় ঘটিল॥ অতএব দুস্প্রাপ্য আমারও কলস। যদি দান কর মন করিয়া সরস॥ তবেতো অলভ্য বস্তু মম লভ্য হয়। তোমারো আছয়ে এতে বহু পুণ্যোদয়॥ যে বস্তু কখনো নাহি ঘটয়ে যাহার। কেহ যদি সেই বস্তু দান করে তারে॥ কে কহিতে পারে কত পুণ্য হয় তার। বিশেষতঃ করিবেক তাপের সংহার॥ অতএব বিলম্ব নাহিক আর সয়। করা শীঘ্র তোমার উচিত যেবা হয়॥ ৫॥ এই বাক্যে দেখি কিছু সহাস বদন। পুনর্ব্বার কহিছেন বিশেষ বচন॥ যখন আছিল তব বিরহ প্রবল। সবে দুঃখ দিল সুখদিতো যে সকল॥ কোকিলের কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার। শুনিয়া হয়েছে মম বিষাদ অপার॥ সুধামুখি সমতা করহ সে বিষাদ। মণিময় রসনার রচিয়া নিনাদ॥ ৬॥ অপর শুনহ এক বিশেষ বচন। লজ্জিতের ন্যায় দেখি তোমার নয়ন॥

কোণের অর্দ্ধেক ভাগে করি নিরীক্ষণ। তৎক্ষণাৎ অমনি হতেছে নিবারণ।। চাইলে অশুভ হবে আমি যাই প্রাণ। এহাতে ঘটিল কেন এমত বিধান।। এহার ভাবার্থ তুমি আপনি কি কবে। আমি কহি শুন প্রিয়ে মনে বুঝে লবে।। যেই জন গুণ দোষ না করি বিচার। প্রিয়গুণী জনে যদি করে তিরস্কার।। পশ্চাৎ বিচারে যদি বুঝি গুণী সকল। মনে দেখে তিরস্কার হয়েছে বিফল।। শেষে ভাবে কেন হেন হইল ঘটন। কেমনে তাহারে মুখ করাব দর্শন।। এইরূপ লজ্জায় পড়িয়া ও নয়ন। পারে নাই স্বচ্ছন্দেতে করিতে দর্শন।। না দেখিলে ঘটে দায় দেখিবে কেমনে। উভয় সঙ্কট তব ঘটেছে নয়নে।। একারণে অর্দ্ধভাগে করি নিরীক্ষণ। তৎক্ষণাৎ অমনি হতেছে নিবারণ।। যাহবার হয়েছে কি তাহাতে দূষণ। সর্ব্বদা দূষণ মম অঙ্গের ভূষণ।। এই হেতু তাতে মম নাহি অপমান। মান অপমান তব নিকটে সমান।। অতএব কর প্রিয়ে প্রেমাবলোকন। ঘুচাও মনের মম যাতনা এখন।। আমার মনের পীড়া নাশে হেন জন। তোমা বিনা ত্রিভুবনে না হয় দর্শন।। ৭।। এসব বচন গঙ্গাধর বিরচিত। প্রতিপদ সুমধুর রস আমোদিত।। হরগৌরী বিলাস এ মহামৃত হন। নিরন্তর কর পান রসিক সুজন।। ৮।।

এবং প্রাপ্তমনো রথেন গিরিজা কান্তেন সন্তোষিতা প্রাপ্তা তন্মিলনং ক্রিয়ং পরিগতাঃ সর্ব্বেতদা তদ্বিষং ঈর্ষা। মর্ষ বিরক্তি মান বিরহা সূয়া ভিমানার্জবাভাবা

[illegible]ন্তিপটাবগুণ্ঠিতমুখে ভূতাঃ স্বকার্য্যোজ্ঝিতাঃ ॥ ২ ॥ আয়ান্তীং তাং কুসুমশয়নং ধূর্জটি র্বৈর্য্যহীনাং ধৃত্বা হস্তে নত মুখীং শায়য়িত্বা হৃদিস্থে। শস্তে কণ্ঠচ্যুতকুসুম জস্রন্ধরাং প্রেমমত্তঃ কোহং কং সোহং কং কিমিয়মহমিত্যা স্মৃতি ভ্রমোহভূৎ ॥ ৩ ॥ তদ্বক্ত্রেন্দু সুধা বিলেহন বিধৌ পঞ্চানন স্যাননান্যেদং তৎ স্তনমগ্র তীক্ষকলনে হস্তাশ্চতুঃ সংখ্যকাঃ। অংশ্যয়ামহমেবনন্দ মন্দনেত্য ন্যোন্যবাতোৎ স্নক্তন্দ্রায়ন্ত ইবাস্তি চিত্রমভবৎ সম্ভোগ সৌখ্যং তয়োঃ ॥ ৪ ॥ সতাবেণী শ্রেণী গতশিথিলতা শ্রোণিফলকং গতোভারো হারোদিত ইব বিদুরে মণিময়ী। দিশং কাঞ্চিৎ কাঞ্চী কৃত পরিগতা শ্যামশুচিবিধৌ নকামোহভূদ্বাম্যোরিপুরপি সদারোহদ্ভুতমিদং ॥ ৫ ॥

পয়ার। এইরূপে গিরিজা পাইয়া নেত্র পথ। শঙ্করের পরিপূর্ণ হৈল মনোরথ॥ নানাছলে নিজদোষ করি নিবারণ। সন্তুষ্ট করিলা পরে পার্ব্বতীর মন॥ এইরূপে কান্তহতে হয়ে সন্তোষিতা। কান্তের নিকটে গিয়া হৈলা উপস্থিতা॥ পূর্ব্বে অমিলন পরে হইল মিলন। কিরূপ উঠিল রস নাযায় বর্ণন॥ যখন পাইলা দেবী হরের মিলন। সে কালেতে সব শান্ত হলো শত্রুগণ॥ ঈর্ষা রোষ বিরাগ বিরহ আর মান। গুণে দোষ দৃষ্টি বক্রভাব অভিমান॥ মিলনের পূর্ব্বে এরা শত্রু ভাবে ছিল। যাতে না মিলন হয় এরূপ সাধিল॥ এখন দেখিল তারা হইল মিলন। অতি লজ্জা যুক্ত সবে হইল তখন॥ অদ্যাপিও এরূপ আছয়ে ব্যবহার। যাহারা করয়ে পূর্ব্বে অতি অহ

ঙ্কার।। পশ্চাৎ যদ্যপি কার্য্য সাধিতে না পারে। সকলো পড়য়ে শেষে লজ্জা পারাবারে।। এপ্রকার এরা সব লজ্জায় পড়িয়া। কি করি উপায় শেষে না পায় ভাবিয়া।। কেমনে সবারে সুখ করাবে দর্শন। শান্তি পটে তার করিলেক আচ্ছাদন।। সবে ছাড়িলেন নিজ২ ব্যবহার। দেখ সবে মিলনে কি সুখ সমাচার।। অর্থাৎ পাইল শান্তি ঈর্ষা আদিগণ। হলো হরগৌরীর স্বচ্ছন্দে সুমিলন।। ২।। এ প্রকারে সন্তুষ্ট হইয়া গিরি সুতা।। বসে পরিপূর্ণা হইলেন শিবযুতা।। এরূপ দেবীর ভাব করিয়া দর্শন। হস্তচতুষ্টয়ে তাঁরে করিলা ধারণ।। নত মুখী বিধু মুখী হইলা তখন। স্ত্রী জাতির এই ভাব সর্ব্ব সাধারণ। ধীরা ধীরা হয়েও অধীরা ব্যবহার। সে সময় ধৈর্য্য কার থাকে বল আর।। আপন হৃদয় শয্যা অতি সুশোভন। শোয়াইলা তাহাতে তাঁহাকে ত্রিলোচন।। হেন কালে কণ্ঠ হতে মালা মল্লিকার। ছিন্ন হয়ে ভূতলে পড়িয়া গেল তাঁর।। হর হৃদি যদি দেবী করিলা শয়ন। তখন প্রেমেতে মত্ত হৈল পঞ্চানন।। ভোলানাথ আপনারে আপনি ভুলিলা। আপনে আপন ভ্রম পরে প্রকাশিলা।। এবড় আশ্চর্য্য তাঁর ভাবের উদয়। আপন উপরে হলো আপন সংশয়।। কুসুম শয্যাতে যেই করিছে শয়ন। যাহার হৃদয়ে কান্তা শয়নে এখন।। সে আমি কি কে আমি তা নাহয় নিশ্চয়। কিম্বা হৃদয়েতে যেই সেই আমি হয়।। আমি যদি আমি নই কে আমি হইবে। তাম্র আমি কোথা আমি কে আর কহিবে।। আমি হয়ে

আমিছাড়া কেবা কোথা রয়। বিভ্রমের ভাব এই আমি আমি নয়॥ এইরূপ মনোগত ভ্রমে পঞ্চানন। আপনারে আপনি ভুলিলা সেই ক্ষণ॥ মহাভাব লক্ষণ এরূপ সবে কয়। আপনারে আপনার স্ফূর্ত্তি নাহি হয়॥ এইরূপে কিছুকাল মগ্ন হয়ে মন। পশ্চাৎ উভয়ে ক্রীড়া হৈল আরম্ভন॥ ৩॥ গৌরীর বদন ইন্দু সুধা আস্বাদন। করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হর পঞ্চানন॥ এবং সকল হস্তে অঙ্গের ধারণ। করিব এরূপ তাঁর হইল মনন॥ কিন্তু মুখে হস্তে নয় ব্যক্তির সম্বাদ। সবে অগ্রে যেতে চায় এবড় প্রমাদ॥ ওবলে অগ্রেতে আমি করিগে মিলন। এবলে পশ্চাৎ তুমি করহ গমন॥ এখন গমন তব কেমনেতে হয়॥ আমি যাই পরে যাহ। করিহ নিশ্চয়॥ ক্ষণেক বিলম্ব হলো সবার অসহ। পরস্পর হলো যেন এহেতু কলহ॥ প্রণয় প্রণালী পথে পথিক যেজন। সেই স্থানে এতেকেত সুখের ঘটন॥ এরূপ সম্ভোগ সুখ অদ্ভুত অত্যন্ত। দুজনার হইল যাহার নাই অন্ত॥ ৪॥ আরো এক হলো তাতে আশ্চর্য্য ঘটন। যেরূপ সকলে তাহা করহ শ্রবণ॥ যখন হইল ক্রীড়ারম্ভ সবিশেষ। এলাইয়া বেণী শ্রেণী গেল শ্রোণিদেশ॥ মুক্তাহার ছিল গলে অতি সুশোভন। কত দূরে গেলতার নাহি অন্বেষণ॥ শ্রমবারি সহযোগ হয়েছে তথায়। এহাতে এরূপ ভাব মনেতে বুঝায়॥ করাইছে রোদন বিচ্ছেদ বুঝি তাকে। সেজন রোদন বল না করায় কাকে॥ এইরূপ ব্যবহার করিছেন হার। বিরহ যাতনা সহা নহ- . . .

র।। কোনদিকে গেল মনিময় চন্দ্রহার। অন্বেষণ কেবা বল করয়ে তাহার।। দেখ ক্রীড়া সময়ের অপরূপ সুখ। যাহা দেখে হয় সুখ সেসব বিমুখ।। এ সকল প্রিয় বস্তু পাইয়া সময়। বিমুখ হইল ইহা উপযুক্ত নয়।। কিন্তু এইরূপ নহে আশ্চর্য্য ঘটন। হলেও হইতে পারে বাধা কি এমন।। এবড় আশ্চয্য এতে রতি সহ কাম। বিপক্ষ হইয়া পক্ষে ক্ষণে নহে বাম।। গঙ্গাধর কৃত অতি সং ক্ষেপ রচন। গৌরীশঙ্করের এই বিহার বর্ণন।। * ।।

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা বর্ণনং।

অথাবসানে সুরতস্য কান্তং নিতান্তশান্তং স্বরুচা বিভান্তং। কান্তাম্নশান্ত্যা স্বদৃগংশদৃষ্ট্যা সংপ্রীণয়ন্তী প্রজ গাদ হর্ষাৎ ।। ১ ।।

পয়ার। অতঃপর ভক্তগণ করহ শ্রবণ। স্বাধীন ভ র্ত্তৃকা ভাব করিব বর্ণন ।। নায়ক অধীন যেই নায়িকার হয়। সে নায়িকা স্বাধীন ভর্ত্তৃকা সবে কয়।। স্বাধীন ভ র্ত্তৃকা ভাব অতি সুমধুর। যাহার শ্রবণেতে সন্তাপ যায় দূর ।। এইরূপে হলো যদি ক্রীড়া সমাপন। হইলা অধিক শান্তা ভবানী তখন ।। আপনার শোভায় শোভিত সেই কান্ত। ক্রীড়ারসে পরিপূর্ণ অতিশয় শান্ত।। হেন কান্তে কটাক্ষে করিয়া নিরীক্ষণ। অতিশয় প্রীতি যুক্ত করি তাঁর মন ।। কহিতে লাগিলা দেবী মধুর বচন। কিরূপ সকলে তাহা করহ শ্রবণ ।। ১।।

রামকেলি রাগেণ।

সহকারিণ ইহযে রতিনায়করণরঙ্গে। তেষাং পরিতোষণকর মতি সম্মদসঙ্গে॥১॥ কোমলকর কমলৈঃ রুরু শঙ্কর মম বেশং। চিন্তয় মম কুন্তিমিতি যোজয় বরকেশং॥ ধ্রু॥ অতি সৌরভকুসুমসূক্ মনুযোজয় তত্র। মধুলোভিতমধুপাবলি রবিণানুরতিপত্র॥২॥ তিলকাবলি মুদ্দীপয় বিমলে মমভালে। মৃদচুতে সম্পাদি কুসুমায়ুধরণ কালে॥৩॥ কুরু কজ্জলমুজ্জলমনু মমলোচনভাগে। রতিচুম্বন লম্বিতনিজ ভবদন্তমরাগে॥৪॥ শ্রবণেমম যোজয় বরকুণ্ডল মতিশোভং। ঘনচঞ্চল ভাবচলিত ভবদীক্ষণলোভং॥৫॥ কুচয়োর্ম্মৃগকুঙ্কুম বরচিত্রকমতিসারং। কুরুতা মনুকণ্ঠে মম যোজয়মণিহারং॥৬॥ মণিমণ্ডিতরসনাং শ্রিতবসনাং সুখসারে। বাসয় মম জঘনে রতিবল্লভসহচারে॥৭॥ গঙ্গাধর তোষণকরগিরিজামৃতবচনং। শৃণু সজ্জন সুখমজ্জনকারণ মনুসবনং॥৮॥

পয়ার। শুন প্রিয় অধিনীর এক নিবেদন। যদি কর তবে হই আনন্দিত মন॥ রতিকালে ছিন্নভিন্ন হয়েছে যে বেশ। যদি হয় তোমা হতে রচনা বিশেষ॥ তোমারে প্রেরণ করা নহেত বিহিত। কিন্তু ভেবে দেখমনে তোমারি উচিত॥ রতিপতি রণে যারা ছিল সহকার। সর্ব্বদা কর্ত্তব্য তাহাদের পুরস্কার॥ যেই কার্য্যে তারা সব সহকারি ছিল। বুঝহ কতেক সুখ তাহে উপজিল॥ যাহাতে২ যেই রূপ শোভা...

সব হারাইল।। অতএব পূর্ব্বরূপ কর মম বেশ। যা২হা তে উভয় কার্য্য সাধিবে বিশেষ ।। ১ ।। কি শোভন কো, মল কমল তবকর। সেই করে মমবেশ করহে শঙ্কর ।। কোথায় আছয়ে কিবা চিহ্নহ বিশেষ। একত্রিত করংসুর এলোথেলো কেশ ।। ১ ।। সুগন্ধি কুসুমে মাল্য করিয়া রচন : সেই কেশে বান্ধহ করিয়া সুযতন ।। মধুপানে হয়ে লব্ধ মধুকরগণ। গুণহ শব্দ যাতে করিছে কীর্ত্তন ।।২ ।। হয়েছিল ধর্ম্ম রতিপতি রণকালে। তাহাতে তিলক লুপ্ত হলো মম ভালে ।। প্রকাশ করহ সেই তিলক এখন। তুমি বেশবিধানে বিশেষ বিচক্ষণ ।। ৩ ।। তোমার উত্তম অনুরাগ যে লোচনে। নাহিক কজ্জল তাতে গিয়াছে চুম্বনে ।। তাহাতে কজ্জল কর উজ্জল এখন। অতি শোভাকর তব সুখের কারণ ।। ৪ ।। ভদন্তর দেহ মম শ্রবণে কুণ্ডল। যার আন্দোলনে তব নয়ন চঞ্চল।। করয়ে সর্ব্বদা লোভ দেখিতে তাহায়। একরূপ কুণ্ডল সেই অতি শোভা তায় ।। ৫ ।। স্তনদ্বয়ে কর নব কুঙ্কুমের চিত্র। যাহা দেখি হয় তব ভাবের বৈচিত্র ।। তারপরে মম কণ্ঠে দেহ মণিহার। অপূর্ব্ব হইবে শোভা বিশেষ তাহার ।। ৬ ।। অতিসুখ সার এই আমার জঘন। রতিপতি মিলিত যাহায় অনুক্ষণ।। তাতে দেয় বসন পরে তে মণিময়। দেহ চন্দ্রহার এই আমার নিশ্চয় ।। ৭ ।। গঙ্গাধর তুষ্টিকর গিরিজা বচন। অমৃত সমান সদা শুনহ সজ্জন।। ইহকালে পরকালে সুখেতে মজ্জন। হইবে তাহার এই জানিবে কারণ ।। ৮ ।।

ইতিশ্রুত্বা বাণীং তুহিনগিরিজায়াঃ স্মরহরো নিমগ্নঃ প্রেমাব্ধৌ প্রণয়রসনাবদ্ধহৃদয়ঃ। চকারাস্যা ভূষাং পুলককুলকাঙ্গে সপুলকস্তয়োরিপ্সভাবো নরতি বিরতির্নিত্যরসয়োঃ॥ ১॥ স্থানুর্বিশ্বচরোবরঃ স্মরহরোদাতা ধনঃ সম্পদাংনির্লেপোহপি বিভূতিলেপনপরঃ শুদ্ধঃ শ্মশানালয়ঃ। যোগীশোগিরিজারতোহপিভবিযোহমৃত্যুর্গণৈঃ সংবৃতোনিঃসঙ্গোহবতুবো বিচিত্রচরিতো বিশ্বেশ্বরো ভৈক্ষ্যভুক্॥ ২ ॥ ভবৈ্যঃ পূর্ব্বসৎপণ্ডিতৈর্বিরচিতং যৎকালিদাসাদিভির্দৃষ্ট্বাতন্নিজবালচাপলবশাদেতন্ময়া বর্ণিতং। ত্যক্ত্বা দোষ শতস্মত্র সুধিয়ঃ খল্পোগুণে সকাহং কৃত্বামাং পরিতোষয়ন্তু কৃপয়া বদ্ধোহঞ্জলিঃ কে ময়॥ * ॥ ইতি সঙ্গীত গৌরীশ্বরে সুপ্রীতপার্ব্বতীশো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২ ॥ * ॥

পয়ার। পার্ব্বতীর এইরূপ শুনিয়া বচন। সেরূপ করিতে তাঁর হইল মনন॥ প্রেম সাগরেতে মগ্ন একে পঞ্চানন। তাতে তার প্রণয় রজ্জুতে বদ্ধ মন॥ এরূপ যাহার কাছে অধীন যেজন। সে করিতে পারে কিসে আজ্ঞার লঙ্ঘন॥ যেরূপ যথায় হয় বিহিত ভূষণ। করিলেন তথায় সেরূপ সম্পাদন॥ কিন্তু করেদেন তার ভূষণ যখন। সর্ব্বাঙ্গে পুলক তাঁর হইল তখন॥ এবং আপন অঙ্গে প্রিয় অঙ্গ সঙ্গ। হইয়া হইল তাঁর পুলকিত অঙ্গ॥ এরূপ দোঁহার ভাব দেখ কি ঘটন। আশক্তির বিচ্ছেদ নাহিক একক্ষণ॥ নিত্যরসে পরিপূর্ণ শিবশিবা তায়। অনিত্য রসের নাহি সম্পর্ক তথায়॥ তবেযে

অনিত্য সম কভু আস্বাদন। জানিহ কেবল ভক্ত কৃপার কারণ॥ ৬॥ পুস্তকের প্রতি পাদা যেই মহেশ্বর। বিচিত্র চরিত্র তাঁর খ্যাত চরাচর॥ সেসব চরিত্র কবি করিয়া সম্বাদ: সকলেরে শেষে করিছেন আশীর্ব্বাদ॥ সকলে বলয়ে স্থানু কিন্তু বিশ্বচর। স্মরহর হয়েও কখন হন বর॥ সম্পদের দাতা কিন্তু আপনি নির্ধন। নির্লেপ তথাপি অঙ্গে বিভূতি লেপন॥ হইয়া পরম শুদ্ধ শ্মশানেতে গতি। যোগীশ্বর হইয়াও গিরিজার পতি॥ খাইলেন বিষ তবু মরণ বর্জ্জিত। নিঃসঙ্গ আপনি কিন্তু প্রমথ বেষ্টিত॥ বিশ্বের ঈশ্বর তবু ভিক্ষায় ভক্ষণ। বিচিত্র চরিত্র হেন দেব পঞ্চানন॥ তোমা সবাদের সদা করুন রক্ষণ। অধীন জনের এই সদা নিবেদন॥ ৭॥ এইরূপে করি কবি সমগ্র বর্ণন। পরে করিছেন নিজ দোষের খণ্ডন॥ হর পার্ব্বতীর এই বিহার রচন। অকর্ত্তব্য এরূপ কহেন কোন জন॥ জগজ্জননী আর জনক যেজনা। অনুচিত তাঁহাদের এরূপ বর্ণন॥ তবে যদি বল কেন হইল এমন। তাহার উত্তর করি শুন বিজ্ঞজন॥ পুর্ব্বাচার্য্য সকলের এরূপ লিখন। মহাজন গম্যপথে করিবে গমন॥ কালিদাস আদি যত ভব্য কবিগণ। করেছেন বহুবিধ এরূপ বর্ণন॥ তাহাতে হয়েছে গুণ কিম্বা দোষোদয়। তারাই সেরূপ জানে যেরূপ নিশ্চয়॥ তাদের উচ্ছিষ্ট কূট করি আকর্ষণ। স্ববাল্য চাপল্য বশে করিনু বর্ণন॥ তাহাতে আপনি অজ্ঞ কি জানি বর্ণন। কৃপাগুণে যদি তুষ্ট হয়েন সজ্জন॥ আছয়ে শহস্র দোষ করি পরিহার।

অত্যাল্প গুণেতে যদি করিয়া স্বীকার। সন্তোষ করান যদি এদীন পামরে। আছি আমি মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করে॥ তাহলে কৃতার্থ এই শ্রম সত্য হয়। নতুবা বিফল শ্রম জানিহ নিশ্চয়॥ বস সহ ঋষি অশ্বে করি আরো হন। কোলে নরে দোবেকর তনু হর্ষমনে॥ এই শকে এই গ্রন্থ হৈল সমাপন। গঙ্গাবর ভণে ভাবি ভবের চরণ॥ * ॥

সমাপ্তঃ।